

## Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

**Documentation of rare Assamese books in collaboration with Assam Sahitya Sabha, Jorhat and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in October 2006**

Record No: 2006/52	Language of work: Assamese	
Author (s) / Editor (s): ✓ CHANDRA DHAR BARUAH		
Title: অসম সাহিত্য সভা পত্রিকা		
Transliterated Title: Āsāma Sāhitya Sabhā Patrakikā		
Translated Title: magazine of Assam Sahitya Sabha		
Place of Publication: Jorhat	Publisher: Assam Sahitya Sabha - Jorhat.	
Year: 1932-32 (1952-53 Edn)	Edition:	
Size: 22 cm - 169 pages + 2 pages	Genre: Magazine	
Volumes: 5th - 6 issues	Condition of the original: NOT bad	
Remarks: 1st published in the year 1929 and has been continuing.		
Holding institute: Assam Sahitya Sabha, Jorhat	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006.	
Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

# আসাম সাহিত্য-সভা-পত্রিকা।

ভাদ-আঘোন, ১৮৫২--৫৩ শ'ক।

পঞ্চম বছর

}

মুঠে সংখ্যা ২৫-২৬

}

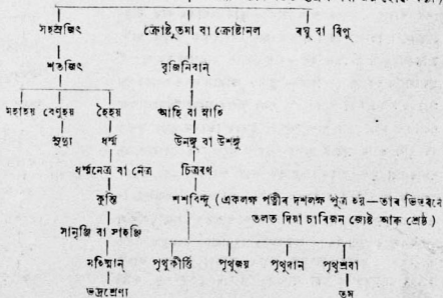
৫৫-৬ষ্ঠ সংখ্যা।

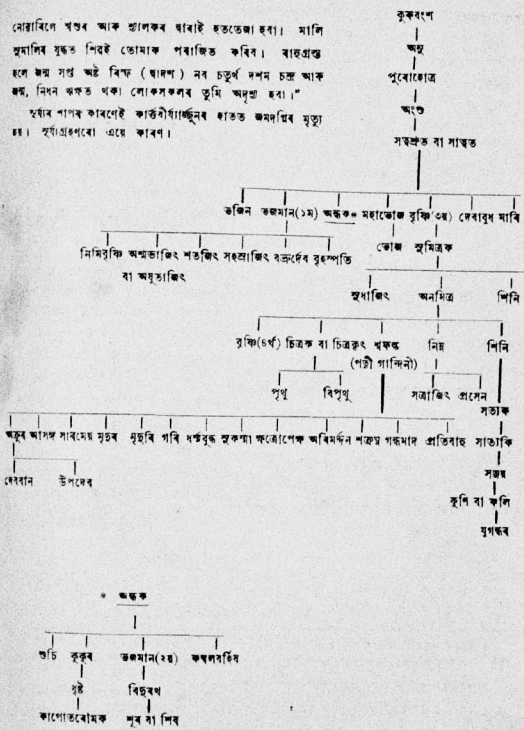
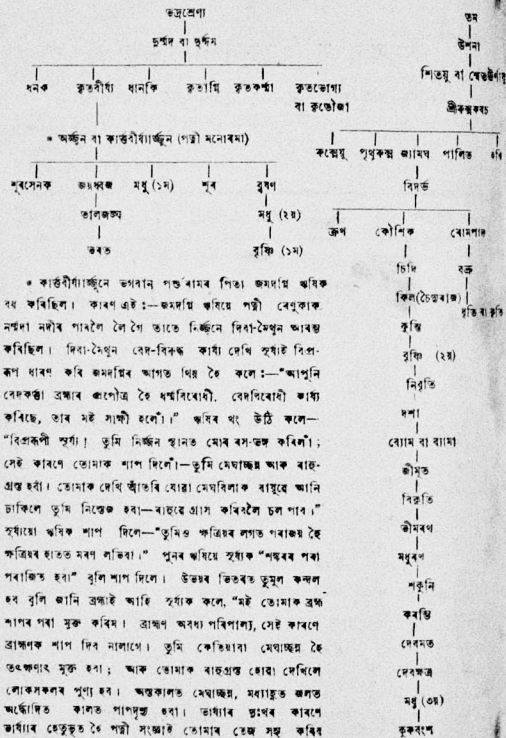
## আর্যসকলৰ বংশ-নিৰ্ণয়।

### যদুবংশ।

সম্ভাতি (চন্দ্রংশীৰ)

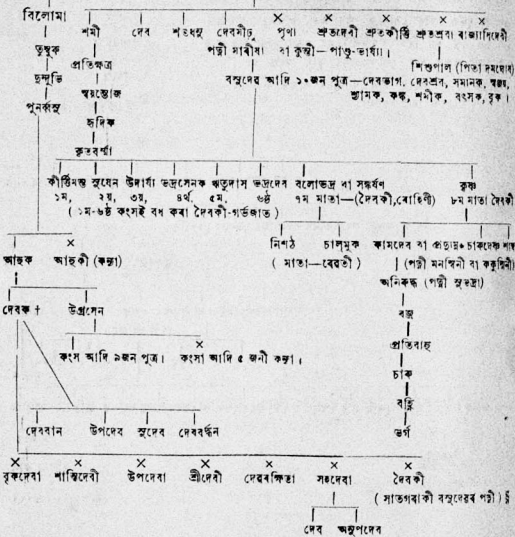
যজ ..... (মাতা দেবঘানী—প্ৰিয়ব্ৰত বজাৰ উৰ্দ্ধ্বতী  
নায়ী কছাৰ গৰ্ভত শুক্ৰৰ পৰা জন্ম হোৱা কছা)





কাপোতবৈদ্যক

শূর বা শিব



উগ্রসেনের ১ জন পুত্র বন্য—কংস, সুদাসা, বট বা কুগোম, কক, শকু, ব্রহ্ম, বাট্টপাল, গুটি, তুটী।  
 উগ্রসেনের ৫ জনী কক—কংসা, কংসবতী, কক, শুবু, বাট্টপালিকা। †

\* তৃতিক-পুত্র পবা পদ্যগ্রহের চরণ করিছিল। ১৬ বছরতরে অসুখক সংগ্রহ নিয়ন করি পুি ছািছিল। এষ্টই পুত্রজপুবর বাণ বজার কক। উকার বিবাহ কক।ইছিল।  
 † দেবকর পুত্র আক কক।সকলক প্রভাগটক ধ্বংসিত। হেছে।  
 ‡ উগ্রসেনব এই কক। কেইগা।কীক বসুধের ভায়েকসকললৈ বিয়া কক।ইছিল।  
 § বসুধেরে দেবকর এই মাতঙ্গবাণী কীয়েকক বিয়া কক।ইছিল।

ত্রিক—

এসমত দেবপত্নীসকল কামাতুবা হৈ নারায়ণ-ধর্মবৈশৈ নৈ নারায়ণক তেওঁলোকর পতি করলৈ করুণা করিছিল। নারায়ণে খঙত অসি শাপ দিব বুলিছিল। নারায়ণর ভ্রাতা নব জগিয়ে অবলা বিয়াতা জাতির ওপকত খঙ করা যুক্তন নহত, হইয়া বাকোর বেতলোকক বিদায় দিয়া দান বুলি কোরাত ঈশ্বত হাত্তেবে দেব পত্নীসকলক নারায়ণে কলে—“হে দেবপত্নীসকল! এসমত হই যোগে রতক আছে”, হই তোমালাোকর পতি হর মোরহা”, মোর ব্রত ভঙ্গ করিবলৈ তোমা-লোক বহু নকরিয়া। অষ্টাবিংশতি বাণর যুগত বোলাগা মদন করিবর কাণে মই ভুতলৈ গম; তোমালাকো বাহুকতা হৈ থাকিবা; হেতিয়া হই তোমালাোকর পতি হম; তোমালাকে পত্নী ময় পাব।” নারায়ণে দেবপত্নীসকলক এইরবে মোরত দেবপত্নীসকল স্বর্ণলৈ উলটি গল।

অষ্টাবিংশতি বাণর যুগত পুণ্ডরীক জ্বরাসুদ আদি বজাবিলাকর অত্যাচারত নীড়িতা আক মীয়া হৈ গোকেল দাণব করি ইন্সর ওচবলৈ গিছিল। ইন্সর ই গোকেল হৈ যোতা দেখি অতি দয়াযেবে পুণ্ডরীক কথিলে—“তুমি কিয় এনেক আছিছো।” ইন্সর কথা শুনি পুণ্ডরীকে উত্তর দিলে—“দেব দেশব বজা যোর পাণী জ্বরাসুদ, তেঁপতি শিশুপাল, বলরাম কানীরাঙ্গ, কুটিলব কন্বী, মধুবা কংস, মহারল নবক কামরুগাধি পতি, সৌবর্ণতি শাখ, জুবপ্রকৃতি কৌদী, দেয়ক হেতু আদি বজাসকলর অত্যাচারত অতি অসহ কষ্ট হোয় কথিছো” আক তাহে প্রতিকার করিবর কাণে আশোনার ওচবলৈ আছি জনাইছো। কারণ এই বজাবিলাক নকলো ধর্মবিতান, পাণাচাৰী, মদত, পদ্যপদবিবোধী আক কালকণী হৈ এষ্ট।

বিলাকে মোক কষ্ট দিছে। কল্পণর পুত্র হুই দৈবতা হিবণ্যাকই যেতিয়া মোক চরণ করি মহাপাণবর তুয়াই খেঁছিল, যেতিয়া বিষ্ণুরে বন্যরুদ্র দাণব করি হিবণ্যাকক হনন ক্রমে মোক উদ্ধার করি কষ্টর পবা মোচন করে আক স্ত্রীদায় করি বাখে। বিষ্ণুরে বনি তেতিয়া উদ্ধার নকরিলেহেতন মই পাতালতে গুণেবে থাকিছো”হেতন, এনে অত্যাচার সহ্য করিব নালাগিলহেতন। অষ্টাবিংশতি কলির ওচব চাপি আছিছে। কলি প্রবেশ হলে উৎ-নীড়িত হৈ বসাতলৈ যাব লাগিব। হে ইন্স এহেতে মোর ভুভা-হরণর উপায় শীয়ে কবক।”

ইন্সর পুণ্ডরীক এই ককণ বাক্য শুনি পুণ্ডরীক ব্রহ্মার ওচবলৈ পতিয়া আক পাচতে ইন্সারি দেবতা সকলো ব্রহ্মার ওচবলৈ গল। ব্রহ্মাই ব্রহ্মতিক কান্দি অহা দেখি যোগ বলেবে পুণ্ডরীক আছিছে বুলি জানি পুণ্ডরীক অতি আশ্বাসেবে সোধোন করি শুণিলে—“হে কল্যানি। তুমি কিয় ক্রন্দন করিছা, তোমার কি গুণ হৈছে, তোমালা কোন পাপিষ্টই কষ্ট দিছে কোরা?” পুণ্ডরীকে কলে—“কলিকাল আছিতে, ব্রহ্মাবিলাক যোর পাণাচাৰী হৈছে, বজাবিলাক প্রভাচাৰী আক পদ্যপদবিবোধী হৈছে; কলিকালত হুদিত, চৌবকরণপাণবর বাকস প্রকৃতির বজা প্রভা সকলো হৈছে। ভুভা-হরণ নকরিলে পতাস্বর নাই; এহেতে ইছার উপায় কবক।” ব্রহ্মাই কলে—“মোর ভুভা-হরণ করা শক্তি নাই; শিবর ওচবলৈ যাও বন।” এই বুলি সকলো শিবর ওচবলৈ গৈ শিবক জনালো। শিবহো হেতু অকলৈ একো কবিব মোরারে বুলি সকলো বিষ্ণুর ওচবলৈ গল। বিষ্ণুরেও দেবতাসকলক অধি বাগত প্রদ্র কবি দেবতা সকলর অধার কাণ শুণিলে। ব্রহ্মাই বজা প্রভা সকলো পাণাচাৰী, লৌকী, পদ্যপদবিবোধী হোবা বাবে পুণ্ডরীক অসমী হৈ ভুভা-হরণ করিবলৈ জনাইছে

বোলাত বিষ্ণুকেও কলে—“এই ভূভাব-রচন করা বিষয়ত মই স্বাধীন নহই; আক গ্রন্থা, শিব, ব্রহ্ম, বায়ু, বকশ, অগ্নি, বিষ্ণুওঁরা কোনো স্বাধীন নহই। স্বাভাবিকমতায় এই নিখিল জগৎ যোগানারায় বসীভূত, আত্মপ্রত্যক্ষণীয় সকলোকেই মহামায়ার গুণ-সুভক্ত গণিত, তেওঁকে সাধনো কবিব পাৰে। মই যদি স্বাধীন হওঁ—হেস্তেন, কিয় মহাসাগরত মৎস্ত কল্পজনক ধারণ কবিলে—হেস্তেন? তির্থাৎ যোমিত কি সম্পূর্ণ-ভোগ, কি কীর্ষি বাশ্রব? কুন্ত যোমিত জন্ম গ্রহণ কৰাত মোৰ কি পুণ্য বা ফল আছে? শূকর, বামন, নৃসিংহ কল্প কিয় ধৰিছিলে?” মই কিয় জমদগ্নিৰ পুত্র হৈ নৃশংস কাব্য কবি বন্ধকৰে পৃথিবী পরিপূর্ণ করিছিলে? নির্দিষ্ট কাব্যের গর্ভস্থ করিয়া শিশুকো কিয় বধ কবিলে?” বাম অরবীর হৈ কাঠিল বলা হয় বোলাব আগতে জটাবকল ধারী হৈ সিয়হমা ভাধা। আক কথক লক্ষণ সহ বন্যাস্টলে কিয় গেলো? পিতার মরণ হল, বনত বাকসে নীচা হবিলত বাকসর সগার কৈ বরণ আতিক মিনন কবি সীতাক উচ্চার করি আনিব লগা হল; লক্ষণক আক টোকা উচ্চরকে ইচ্ছাকিতে নাগপাশেরে বাচ্ছোতে গরুড়ে মুকলি কবির লগা হল; বন্যাসর অন্ধত বাজাভিত্তিক হেছো শেহত সীতাই পাভাশত স্বেচন কবিলে। এতৎকে মোর স্বাধীনতা নাই। কে দেবভাসকল! আপোনা-লোকে মহামায়াক আবাধনা কবক; মহামায়াই আপোনালোকের সকলো বাচ্ছা পরিপূর্ণ কবির।” বিষ্ণুর বাকা শুনি দেবভাসকলে মহামায়াক চরমত ধ্যান কৰাত কল্পকালকে লবণপূষণত বক্রবর্ণী লক্ষ্মণদনী ভগবতী মহামায়া পাশ, অচুণ, বর, অস্তর ধারণ কবি প্রত্যাকা হল। সকলো দেবভাই ভগবতীক স্তব কবিলেই ধবিলে।—“হে বেবি, আপুনি স্তম্ভ, নিচয়, বক্রবীক, চণ্ড, সুত্ৰ,

ব্রহ্মলোচন, গুণ্ডুণ, চঙ্গসত, মহিষাসুর আদিক ম। কবি যেনেকৈ পূর্ণকালত শাস্তি স্থাপন করিবে সেই হবে কতিচাও কংস, নবকাম্বব, বয়সে-স্রুত, তেজী, জবাশঙ্ক, বস, পুতনা, বর, লস এই বিলাকক বধ কবি পৃথিবীর বর চরণ করি লাগে।” দেবভাসকলে এইভাবে কোরাও অন্যই যোগমায়াই চাক্ষুবলসেবে গজীবখসেবে কলে:—“কে বেবরণ? মই-পুঞ্জেরই শিব কবিচাই? যেমত প্রাকৃতিক সৈতাবংশ সজ্জত নবগতিসকল হইত ব্যক্তিক, মই সেই সকলক শক্তিধীন কবি মিন-কবির; তোমাশোকে নিজ নিজ আশেবে ভুলক অবস্থীর্ণ হৈ মোর শক্তিৰ সগার পৃথিবীর মো-বতরণ করিবািক। দেবভাসকলর স্তম্ভকল্পী কল্প কাব্যারে সৈতে বতরণশত আগেচেরি আনকল্পম্বী নামে জন্ম গ্রহণ কবির। অব্যয় ভগবান বিষ্ণুরে কল্পশাপত স্বীয় আগেবে সেই আনকল্পম্বী পুত্র হৈ জন্ম গ্রহণ কবির; বহুদেবক আনর তন্মূর্তি বুলিব। সেই সময়ত মই নিজে গোক্ষক যশোরার গর্ভত জন্মগ্রহণ কবির; অন্তত্বক সৈ-কীর গর্ভত শবা বোহিণীর গর্ভলে পিত্রি; ভাৰা-পারত জন্মহোরা। বিষ্ণুক গোত্রকলে পিত্রি। রে দেবভাসকল! মর দেবভাসকলর সকলো কাঙ্-সম্পন্ন কবির। কুল, বলোঝার উভয়েই মোর শক্তিবে বঞ্চিত হৈ বাগবর শেহত চিত্র-সদয় কবির। অক্ষয় সুধিষ্ঠি, কীম, মকুল, সরসেব আক জীইই ঐ বজাবিলোকর বল ক্ষয় কবির। দেহগ্রসক! আপোনালোকে আজি নিজালয়লে হারক, পৃথিবী স্তম্ভিরা তওক, মই মোর নিজ শক্তিবে কুক্করক করির ক্ষয় কবির। অশুভা, ঐরা, গুণ্ডিক, তুচ্ছা, মমতা, স্পৃগা, জীমিহা, ধমন, মোহ এই বিলাক ধোহত ঘাটবসকল বিনষ্ট হব। ব্রাহ-ণর শাপত ঘটবংশের নাপ ঘটবি। ভগবানক বক্র-শাপত ১২৫ বছর পাছত হেই এবিব।”

ভগবানর অনুষঙ্গ-লোকটলে আপমানর কথা।  
 পুরাকালত যদুব বমণীর পুত্রিনত মধুবন নামেবে  
 বেব ময়ালি। লোহার পুত্র মধুভানবর পত্নী  
 স্তম্ভীনির গর্ভত লণ্ড সৈতাব জন্ম হৈ সেই সময়ত  
 মধুভানেব শিবক আবাধনা কৰাত শিবই  
 মধুভানেব শিলে বে সেই শূল তেওঁর লভাব হাতত  
 ধারণে কোমের মাবির মোরাবে। সমস্ত লংবণ  
 শিব বর শক্তি ব্রাহ্মণসকলক বর কট দিছিল।  
 বহুবে আরেক শক্রতই লংবণক বধ কবি সেই মধু-  
 বণকে যুধা নগর স্থাপন কবিলে আক তেওঁর  
 ঐ পুরকমল আক লোচনক সেই নগরত আতিক্রম  
 কবি গলে। যুত্ভাব সময়ত শক্রয় মধুবাব শবা  
 অযথাষ্টলে গল। যথাভিত বংশের ঘাসবে সেই  
 নর অধিকার কবিলে। অরসেন নামেবে যতবংশের  
 জনবলাই মধুবাত ঐশ্বর্য ছোপ কবিলে ধবিলে।  
 যবে শাপত কল্পণর আশেত শুবসেনর বহুদেব  
 নামেবে একন অস্তি বিখ্যাত পুত্র জন্ম হল। তেওঁ  
 ঐশ্বর্যভুক্তি অংলখন কবিলে; শুবসেনর যুত্ভাব  
 পুত্র উরসেন পাত বলা হল। কিছুদিনর পাছত  
 উরসেনর কংস নামেবে এক চক্রাক পুত্র হল।  
 অস্তির বক্রণর শাপত কল্পণর অস্ত্রসমন কবি  
 তেই নামক বক্রণ কল্পাকলে জন্ম গ্রহণ কবিলে।  
 ঐয়া সৎকে সেই কল্পা বহুদেবক দান কবে।  
 সেই বিরাটো কল্পা আর্দেতে কংসর গণত  
 ঘাসপাইলি হল বে সেই কল্পার গর্ভভাত অষ্টম  
 পুই তেওঁক বধ কবির। কংসই এই আকানী  
 যন শুনি দৈবকীক সেই সময়ত বধ কবা উপায়ক  
 ময় বুলি ভাবি দৈবকীর সুলিত ধরি নিজ কক্ষর

শবা তবোরাগ উল্লাসই বধ কবি গুণ্ডিছিল।  
 পিতৃগা কল্পাক বিরাটব সময়ত বধ কবা সজত নয়র  
 বুলি অশেকে প্রোষে বিয়াত আক বহুদেবর লগত  
 যোরা বক্রাকলেও অক্ষয়র লৈ কংসর হাতর শবা  
 দৈবকীক অগ্নিবলে উদাত হোরাত আক বহুদেবেও  
 দৈবকীর গর্ভত সন্তান কামিলেই কংসক সমর্পণ কবির  
 বুলি অসীকার কবাত বংস লাগ হল। বহুদেবে  
 যেতিয়া প্রথম পুত্র হল বহুদেবে সেই পুত্র কংসক  
 সমর্পণ কবিলেই ইচ্ছা কবি দৈবকীর হাতর শবা শবা  
 মিনলে ধবিলে। দৈবকীয়ে লবা মিনলে আগতি  
 কবি গলে যে শান্তানর স্বভাবন প্রাচ্যাপ্তিকালি বি  
 গিলক বিধান আছে সেই বিলাকে প্রাচিক্সা  
 এখন কবির মোরাবনে? যদি সেই বিলাকে  
 এখন কবির মোরাবে সেই বিলাকর স্তম্ভ কিয় হল?  
 বহুদেবে বৈব বলনাম বুলি গুণ্ডি দেহুটাই কোরাও  
 দৈবকীয়ে লবা বহুদেবক সমর্পণ কবিলে। বহুদেবে  
 লবা নি কংসক বিয়াত বহুদেবক সকলোবে প্রশাস্য  
 কবিলে ধবিলে। বহুদেবর সাধুবাব কংসে নিলা-  
 নার কথা উৎপাখন হোরাত কংসই অনেক তারি  
 চম পুত্রই মোক বধ কবাব কথা আছে, এই লবা  
 বধ কবাব আয়ক নাই এই বুলি বহুদেবক লবা  
 ফিরাট বিলে। বহুদেবে লবা আনি দৈবকীক  
 দিলেই। ইরাব পাছত নাববে কংসর গুভরত উপ-  
 স্থিত হৈ দৈবকীর পুত্র ওলোটাই মিহা গুণ্ডিগুণ্ডক  
 নগল কাবণ গণগা মতে অষ্টম পুত্রর অর্থ প্রথমব শবা  
 ঐষ্টলেই বলা। নাভর শবা এই বাকা শুনি দৈব-  
 কীর পুত্র নি কংসই বধ কবিলে। এই বধেই এটা  
 এটোই দৈবকীর ছুজন পুত্র কংসই বধ-কবিলে।

মড় গৰ্ভৰ বিষয়ণ ।

হায়দ্রব্দ নগর দেশের মরীচিৰ কাৰ্য্য। উৰ্ণা বেদীৰ গৰ্ভত মহাবলশালী ধৰ্ম পৰ্যাপ্ত ৬ জন পুত্র বৈছিল। এদিন ত্ৰাহাই নিজৰ কৰ্মত বীণাক্ষেপন কৰিবলৈ যাওঁতে উৰ্ণাবেদীৰ জন্ম হোৱা লৰা ৬ জনে উপহাস কৰিছিল। ত্ৰাহাই লৰা ৬ জনক দৈত্যবুলত অভিহিত কৰিছিল। ত্ৰাহাৰ শাপৰ বলোৱে সেই লৰা ৬ জন কালমেঘিৰ পুত্র হৈ জন্ম লয়। দ্বিতীয় জন্মত ত্ৰিবাকশিপুর পুত্র হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। বৃষ্টিৰ লৰা ৬খন শাপত পৰিছিল তথাপি কেওঁলোকৰ শাপতৰত জ্ঞান বিচ্যুত হোৱা নাছিল। সেই কাৰণে কেওঁলোকে তপস্বী কৰিবলৈ আৰম্ভে। তপস্বীত ত্ৰাহা সন্তুষ্ট হৈ লৰা ৬ জনৰ ওচৰলৈ আহি কেওঁলোকক কিম্বা লাগে বুলি কহিলে। কেওঁলোকে দেবতা দৈত্য মানব সিদ্ধ গন্ধৰ্ব মনুষ্য কোনেও মাৰিব নোহোৱা বৰ কহিলে। ত্ৰাহাই 'কথাৰ' বুলি কৈ সেই বচক লৰা ৬ জনক দি গলা। ত্ৰিবাকশিপুরে তেওঁৰ লৰা ৬ জনে ত্ৰাহাৰ পৰা বৰ লোৱাত কেওঁক অপমান কৰা হল বুলি তাৰি লৰা ৬ জনক পৰিশ্রাম কৰিলে আৰু শাপ দিলে। সেইলোকে পুৰুষিৰ বড়গৰ্ভ নামে বিখ্যাত হৈ দৈবকীৰ গৰ্ভত বহুৰে বছৰে এটা এটাকৈ জন্ম লয় আৰু তাকে কেওঁলোকৰ পুৰুষজন্মৰ পিতা কালমেঘি কয় হৈ জন্ম গ্ৰহণ কৰিব। সেই কাৰণে ওপজা মাজকে এটা এটাকৈ নি বধ কৰিব। এই বিপাকশিপুর শাপৰ বাবে কংসই সেই লৰা ৬ জনক দৈবকীৰ গৰ্ভৰ পৰা ওপজাত বধ কৰিছিল। তাৰ পাছত দৈবকীৰ মনুষ্য গৰ্ভ হওঁতে দৈবকীৰ গৰ্ভত অনন্তই বলভ্ৰতৰূপে গৰ্ভদান কৰিলে। যোগমায়াই যোগৰ বলোৱে সেই গৰ্ভ ৰোহিণীৰ গৰ্ভলৈ নিলে, দৈবকীৰ গৰ্ভ নষ্ট বুলি ঘোষিত হল। কংস আদি নৰকপোৱে তাকে সত্য মানি ললে। ইতিমতো ভগ-

বানে দেবকাৰ্য্য সাধনৰ কাৰণে যোগমায়াৰ শক্তিৰ দৈবকীৰ গৰ্ভত জন্ম লয় কৰিলে। কৃত্তবৰ আনৰ বহুৰেবৰ, অগ্নিতৰ আশত দৈবকী, বহুৰ মনোহাৰ, বহুপত্নীৰ মনোহাৰ, অনন্তৰ কাশত বগোবৰ, কৃত্তব হুগ্ৰেবৰ, নাৰায়ণৰ স্নাত্তা নৰব কামিনী, বহুৰ বৃষ্টিৰ বাহুৰ কীৰ, উচ্চৰ অৰ্জুন, গান্ধীনিগুণাৰ মনুষ্যৰ দেব, বহুৰ কৰ্ণ, বহুৰ বিত্তৰ, অশ্বৰ অশ্বিনীয়া, ব্ৰহ্মণি ব্ৰোণ, শিৱৰ হোণপুৰ অৰণ্যমা, মনুষ্যৰ শাস্ত্ৰ, গন্ধৰ্বাৰকাৰ দেবক, বহুৰ কীৰ, মনোহাৰ বিৰাট, ব্ৰহ্ম চাৰ্য্যৰ কৃত্তবৰ্ণা, অৰিষ্টমেঘিৰ পুত্র হাৰৰ ব্ৰহ্মা কলিৰ চুঘোদন, শাপৰ শক্তি, সোমনন্দ ইন্দ্ৰৰ সোমনন্দ, পাবকৰ বৃষ্টিভাৱ, বাঞ্জনৰ শিখৰী, মনুষ্যৰ বৰ প্ৰভাৱ, বন্ধনৰ জ্ঞান, লজীৰ সৌম্যী, বিখ্যাত ব্ৰৌপনীৰ পুত্ৰসকল, সিদ্ধিৰ কৃত্তী, বৃষ্টিৰ মাই, বৃষ্টিৰ গান্ধাৰী, বেৰণীয়া অৰণ্যৰকৰৰ তপস্বী সকল, ত্ৰিবাকশিপুর শিশুগণ, বাৰৰ আশ্রয়, ব্ৰহ্মানন্দৰ শলা, কালমেঘিৰ কংস, হস্তীৰ মৌ বালিপুত্ৰৰ অৰিষ্ট, অশ্বজন্মৰ বৃষ্টিকৃত, বায়লৰ কৃত্তব, লখৰ গ্ৰাণৰ, বৰৰ মেয়ুৰ, বাহাৰ উচ্চৰ মনো কিশোৰ দৈবতাৰ মুক্তি, দ্বিতীয়া অৰিষ্টৰ কৃত্তব হস্তী, বনৌৰ কন্যা বকী, বকীৰ ভাই বক। হোণপুৰ অৰণ্যমা। যদিও কৃত্তাবৰ বুলি পৰিচিত আচৰণে সেই মন কৃত্ত কাম ক্ৰোধৰ আশেৰে হে। পুণ্ডৰীকৰূপে বধ কৰিবৰ কাৰণে বিহাৰৰ দৈত্য আৰু বংশ উৎপন্ন হৈছিল সেই বোৰ সকলো দৈত্যৰ বংশ আছিল।

কংসই দৈবকীৰ অষ্টম গৰ্ভত কেওঁক বৈছিল বোৱা। কথা জানি দৈবকীৰ কাৰ্য্যপাতৰ বলো পেমসম্ভৱত আৰম্ভ কৰি বহুৰেবৰকো কৰ্মাণ্যক আৰম্ভ কৰিলে। ভ্ৰমত বহুৰেবৰে অণাৰা কৰ্মাণ্যক

যোগেশ্বৰীৰ গল, তাকেই বশোৰামৰ বন্দ্য হল।

শৌৰ চাহাৰ ভাৱ নাহৰ ৰোহিণী নৰকপোৱ কৃত্তবকীৰ ক্ৰমা মন্যৰাজিত শ্ৰীকৃষ্ণ ভগবান দৈবকীৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হল। দৈবকীয়ে লৰাৰ অৰ্জুনম শ্ৰী কেশি বহুৰেবৰ লৰা চাহলৈ কলে— "কংসই বৰ কৰিব যোৱাত তুমিহে চাই মনৰ তপ্তি কৰক।" বহুৰেবৰে লৰা কেশি কি উপায়ে লৰা বাহিৰ তৰি ধাৰে গনীৰূপাৰেৰে চিহ্নিতলৈ আহিল। গৰ্ভত বহুৰাৰ ভগবান উচ্চৰ মনোহাৰ আনিবলৈ পঠি কলে— "আগোনালোকে ভৱ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই; যোগেশ্বৰ যশোশাৰ গৰ্ভত যোগমায়া আছিল; হে বহুৰেবৰ। মোক যশোশাৰ তাত বৈ যোগমায়াক আমক।" বহুৰেবৰে ভগবানৰ এই বাকা শুনি কৃষ্ণক যশোশাৰ পাত বৈ যোগমায়াক আনি দৈবকীক দিলে। দৈবকীৰ কোলাত পৰি যোগমায়াই কামিনী হলে। যোগেশ্বৰে কংসক বধ কৰিলে। কংস আশ্রিত দৈবকীয়ে পুত্ৰ নহয় কজা জন্ম হৈছে বুলি যোগেশ্বৰে কজাক বধ নকৰিবলৈ অতি কাৰ্য্যকৰে কলে। কংসই দৈবকীৰ কথা শুনি যোগেশ্বৰীক লৈ শিলত আকল মাৰি দিলে। যোগেশ্বৰ শিলত মাৰিব ওপহালৈ গল আৰু হেতিয়া "লোৰে লোণবৈকী নাৰায়ণ আশ্ৰেছে হোক আচৰে বধ কাৰ" এই আকানী বাণী শুনা গল। কংসই এই আকানী বাণী শুনি পুত্ৰনাৰ কামীক ওপজা লৰা পালেই বিয়াক পিয়াত পুত্ৰই মাৰিবলৈ গঠিলে; যশোশাৰই তেওঁৰ বৰত লৰা ওপজা নাই বুলি কোৱাত ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণে তেওঁৰ পৰাক্ৰম দেখুৱাবৰ কাৰণে কামিনীক দিলে আৰু পুত্ৰনাই অতি আনন্দ মনেৰে কোলাত বৈ ভগবানক পিয়াত পুৰাবলৈ গিলে। দুজাৰ মন কৰিবলৈ লৰা ভগবানে ভ্ৰমত হোণ মাৰি পুত্ৰনাৰ দেৱ হুই গেলোৱাত শাল কাঠ লৰাৰ মৰে পুত্ৰ নষ্ট হুই গৈছিল।

যোগেশ্বৰ নন্দৰ বৰত লৰা ওপজাৰ মনোহৰৰ পতাৰ কথা কংসৰ কাণত পৰিল; বহুৰেবৰ গৰ্ভী কৃত্তা, লক্ষ্ম আদি সকলো নন্দৰ বৰত অকাৰি কথা কংসই জানে। অমিতভেদা ভগবানে ত্ৰাহীকীৰুপা কংসৰ ভগিনী শূৰ্মা, বক-বংস, মেয়ুৰ, গ্ৰাণৰ আদি বাফস অৰণ্যসকলক বধ কৰাৰ কথা কংসই জানিলে আৰু যোগেশ্বৰ পৰত দাবণ কৰাৰ কথাও শুনিলে। কেশিক উচ্চৰ মনোহাৰ পাছত মনোহৰ বৰুণে কৃষ্ণক বশোভক বধ কৰিবৰ আভিপ্ৰায়েৰে কংসই গান্ধীনিপুত্ৰ অৰ্জুনক কৃষ্ণক বশোভাক মনুষ্যলৈ আনিবলৈ পঠিয়ালে। মনুষ্যলৈ উভয়ক অৰ্জুনে কামিনীতে গ্ৰহণমতে শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰিলে। পাছত যোগা, কৃষ্ণাৰ হাতী, চাম্বৰ, মুক্তি, শল, কেশালকক বধ কৰিলে। শেহত ক্ৰীড়াভাৰেৰে কাণ মাৰি কংসৰ চুলিত দৰি বাফসম্ভৱ-মনৰ পৰা দগৰাই একে খেৰেছোতে কংসৰ গ্ৰাণ বধ কৰিলে; পাছত বহুৰেবৰ দৈবকীক কাৰ্য্যপাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি উচ্চৰ জন্ম-যোজন কৰিলে। কংসৰ পিতা উগ্ৰসেনক মনুষ্যৰত বাজা পাত সেই বাজা কেওঁক দিলে। বহুৰেবৰে তাকেই কৃষ্ণ বশোভাক উৎসাহ দিলে। উচ্চৰ উপহালৈ হৈ গান্ধীনিপুত্ৰিৰ ওচৰত কটা কৰিছিল; গান্ধীনিপুত্ৰিৰ পুত্ৰক শূৰ্মাৰূপে বধ কৰাত যশোশাৰ পৰা আনি নিশাৰ দক্ষিণা দিলে।

সেই সময়ত কংসৰ শত্ৰুৰে জৰাসন্ধক কংসক মৰাৰ দৰত ১১ বাৰ মনুষ্য পুৰী আক্রমণ কৰে; ১১ বাৰ শ্ৰীকৃষ্ণক জৰাসন্ধক পৰাশ্ৰিত কৰে। শেহত জৰাসন্ধক জৰাসন্ধকা কাশধনক মনুষ্য আক্রমণ কৰিবলৈ পঠিয়ায়। কৃষ্ণই কাশধনম জ্ঞা শুনি গাৰ সৰুলক মনুষ্যৰে বন-বন পাত আৰি সকলোৰে সৈতে সাগৰৰ সমীপত থকা বৈৰত পৰতৰ শীতিৰ বাৰকা নাবৰত বৈ বোলোমানে সৈতে মনুষ্যলৈ আহে।

ধি সমগ্রত বাম প্রক্ষ মধুৰাত উপস্থিত হই সেই সমগ্রত কালধৰণে ক্রান্ত উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণই মৃতকুম্ভ মূৰ্ত্তিৰে তাপস মিত্রাত থকাৰ অভিমুখে যাবলৈ দৰিলাত কালধৰণে শ্রীকৃষ্ণৰ পাছে পাছে গাল, মৃতকুম্ভ মূৰ্ত্তিৰে ওচৰ পাঠ শ্রীকৃষ্ণ অত্যাধীন হয়। কালধৰণে মৃতকুম্ভকে শ্রীকৃষ্ণ কাৰি পদাঘাত কৰিলে। মূৰ্ত্তিৰে তাপস-কৰুণ কৰা বাবে কালধৰণক শাপ দি ভয় কৰিলে। কালধৰণ ভয় গোৱাৰ পাছত মূৰ্ত্তিৰে শ্রীকৃষ্ণক ত্রাত দৰ্শন কৰি তেওঁৰ অভিশাপৰ কথা কলে। কালধৰণ ভয় হৰা, কালধৰণৰ বাজাৰ কলে। মন-বহু নি মধুৰাত উপসেনৰ ভাৰণত কৰালে আৰু উগ্ৰসেনে নিৰাগমে বাজা পালিবলৈ দৰিলে।

আৰ পাছত শ্রীকৃষ্ণই শৰিণাৰ কৃণ্ডল বাজাৰ বজা কীৰ্ত্তক কৰা কল্পিত নিশ্চপাললৈ দিবাৰ গণ কৰাত নিশ্চপাল দৰা ঠৈ গৈ, জৰাসন্ধ, শাব গণ আদিৰে সৈতে সহস্ৰ সজাত উপস্থিত হৈ কৰাত কল্পিতী পূৰ্ণা-মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে বধৰ পৰা হাত মেলা বধত তুনি কাম্পিতক ধাৰকালৈ নিলে। তেতিয়া নিশ্চপাল জৰাসন্ধ শাব সকলো মুক্ত পৰাজিত হয়। কল্পিতীৰে ভনীৰে কল্পিতক হনন কৰি নিয়া বাবে শ্রীকৃষ্ণৰ লগত মুক্ত কৰিবলৈ কতি পৰ্ণেৰে গৈছিল। শ্রীকৃষ্ণই বধত বান্ধি লৈ কৰোঁটাই দুৰ যুৰাট শান্তি কৰিলে আৰু ধাৰকাত কল্পিতক বিয়া কৰালে; পাছত জাৰসন্ধ, সতাকামা, মিত্ৰপলা, কালীন্দী, লক্ষ্মণাৰুডা, নাগপঞ্জিক বিয়াত কৰালে; তুমিগুণ মনকাহ্নক মুক্ত কিনি ১৬ হেৰাৰ পতীৰ পাণিগ্ৰহণ কৰিলে; আৰু ইন্দ্রক জিনি পাৰিজাত মূল আনিলে।

কীৰ্ত্তক বজাৰ কৰা কল্পিতীৰ গৰ্ভত গ্ৰাণ্ডৰ কয় ওলাত প্ৰগ্ৰাণ্ডক মধৰ নামৰ অশ্বৰে ভৱন কৰিলে। কৃষ্ণই তৰ্গাৰ মাতাৰ হৰণ হল বুলি

তৰ্গপূজা কৰিবলৈ দৰিলে; কৃষ্ণৰ আৰাধনাত তৰ্গাকৌ সন্দৰ্ভ। বৈ কৃষ্ণক কলে—“পূৰ্ণৰ শাপ থকাত সৰু-খুৰে লৰা চুব কৰি নিছে; সেই লৰাৰ ১৬ বছৰ হলে সেই চুই অশ্বৰ বিলাকক হৰ কৰি লৰা পুনৰ আহিব; তখন কোনো কাৰণ নাই।” সৰ্বদী মাথোৰ বলত মচুড় জন্তু গলে কুণ্ডা, তুফা, মিত্ৰা, জয়, তুঙ্গা, মোহ, হৰ্ণ, অতি-মান, জৰা, শোক, অজ্ঞান, মানি, অগ্ৰীতি, অথ্যা মল, শ্ৰম এই বিলাকে বেৰি ধৰাৰ কাৰণে শ্রীকৃষ্ণই পুত্ৰ প্ৰগ্ৰাণ্ডক হৰণ কৰাৰ কথা জানিব নোহোৱিছিল। সত্যতামাৰ কাৰণে পাৰিজাত মূল আনিবলৈ দৰিলে মাৰ্গতে ইন্দ্রৰ লগত মুক্ত কৰি মুক্ত কিনি পাৰিজাত মূল আনিলে। সত্যতামাই কল্পিতীৰ পুত্ৰক প্ৰগ্ৰাণ্ড দেখি তেনে পুত্ৰক তেওঁৰ গৰ্ভত হওঁলে শ্রীকৃষ্ণক জনাইছিল। শ্রীকৃষ্ণই উপমহাৰু গুৰু নিৰেহয়ৰ দ্বাৰাই শিৱক আৰাধনা কৰাত পাৰ্শ্বতীৰে শ্রীকৃষ্ণক কলে—“তোমাৰ পতনিক গোহৰ মগ্ৰল পতী আৰু প্ৰোক্তাৰে দৰোঁটাকৈ দৰা বশশাৰী লৰা হব। তুমি এই সংসাৰত এজন প্ৰাণন গ্ৰহণী হবা। ব্ৰাহ্মণ আৰু পাৰ্শ্বতীৰ শাপত ২০৪ বছৰ বয়সত তুমি-শ্বশী তৰা, বলাৰামো-বনী হ'ব আৰু তোমাৰ বংশ লোপ পাব।” ভৱপান শ্রীকৃষ্ণই ১১ বছৰ মন্দৰ বধত থাকি বাল্য-কীৰ্ত্তা সমাপন কৰে। তাৰ পাছত ১৪ বছৰ বাস-মগ্ৰণত থাকে। তুৰগা-ওচৰ মুক্ত কৌৰবক সংশ্লে নিধন কৰি পাণ্ডৱ সকলক মুক্ত কিতকৈ পৃথিবীৰ কুমাৰ হৰণ কৰি ১২৪ বছৰ ভাৰতত থাকি যত্ন-বলে উদ্ধাৰ কৰি গোলাকলৈ যায়। শ্রীকৃষ্ণ কৰণে আসামত তিনি বন মুক্ত কৰে—শীতীয়া কীৰ্ত্তক বজাৰ কৰাৰ হৰণ কৰোঁতে নিশ্চপাল কৰাজন আদিৰ লগত প্ৰাগজাতিসমূহত, তুমিনন্দন নবকান্তৰ লগত আৰু তেজস্বৰত বাণ বজাৰ লগত মুক্ত কৰি জীই হয়। শ্রীকৃষ্ণ

কৰণবন অশ্বৰ বছৰ ৪১৫৭-৬০ প্ৰাণে হব। কাৰণ মহাভাৰতৰ ৩৬ কলিযুগৰ আৰম্ভৰ ৩৬ বছৰ পূৰ্ণে হয় অৰ্থাৎ শ্রীষ্টপূৰ্ণ ৫১০৯ বছৰৰ পূৰ্ণে।

কলিযুগৰ বৰ্ত্তমান ৫০০২ বছৰ হৈছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগ-বাহনে মহাভাৰতৰ মুহূৰ্ত্ত ৩৬ বছৰৰ পাচত পৃথিবী পৰি-তাগ কৰে আৰু পৃথিবীত ১২৪ বছৰ থাকে।

## পাৰিজাত।

এইবাৰ গৰম-বছৰ জিতবত এখনি পুৰণি অম্বা হৰু আমাৰ হাতত পৰে। বেলশৰ-বৰদা-আজমৰ ত্ৰয়োগা অধ্যাপক শ্ৰীযুত বজতচন্দ্ৰ বৃতি-নাথী বাৰু-বনতীৰ মচাশয়ৰ ঘৰত এই পুৰি পোতা হয়। ই যে ছাপাট কেতিয়াবা বাটকৰ হাতত পৰিব তাৰ আশা কতি কম। সেইদেখি পুৰিখনিৰ এটি সংশ্লিষ্ট পৰিচয় আমাৰ পত্ৰিকাৰ সহস্ৰ পাঠক-পাঠিকা সকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ মন কৰিলোঁ।

পুৰিখনি সন্ত্ৰত কাৰাৰ, নাম পাৰিজাত; লেখকৰ নাম নাই আৰু লিগাৰ শ'ক আদিও পোতা নগল। সন্ত্ৰত কাৰাৰ পুৰিও গ্ৰহকাৰৰ নাম নথকা নাই। বহুতত সন্ত্ৰৰো উল্লেখ নাই। এইবাৰ প্ৰাণে শেষৰ ফালে থকা বেণী থাকে। এইপুৰি খনিৰ শেষৰ ফালে কিছুমান পাত নাই, সেই বেণি সম্ভৱ উল্লেখ নাথাকিলেও লেখকৰ নাম নথকাটো ভাবিব লগা কথা।

কোমলমতি লৰাবিলাকক সন্ত্ৰত থাকিব সহজে আৰু খোদাকালে শিকা দিয়াটোহেই এই গ্ৰন্থৰ উদ্দেশ্য।

পাতনিত লিখা আছে :—

“জিতবত পাৰিজাতাথো গ্ৰন্থো বালবিবোধকঃ।”

লেখকৰ এই উদ্দেশ্য সফল হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব এয়ে যে ই একাধাৰে এখন কাব্য আৰু ব্যাকৰণ—আদিৰ পৰা অকুটলৈকে মুহূৰ্ত্ত সহজ কবিতাত লেখা। ইয়াৰ আৰম্ভবাৰে পুৰণি কল্পনাৰ আৰম্ভ আৰু তুল্যপাতত লেখা।

টান চকুত লেগিলে কোমলমতি লৰা-বয়লৈ মন কৰিলোঁ। বিলাকৰ পক্ষে তাক বৃত্তিবলৈ টান বাবেই আটাইতকৈ সহজ অৰ্থলৈ চকুত পৰিভাৰত বচিত হৈছে। ব্যাকৰণৰ মূৰৰ পৰা অৰ্থাৎ সজ্জা, সৃষ্টি, বিসৃষ্টি বিচিত জন্মৰ পৰিবৰ্ত্তন কথা নাই। এনেদৰে খেচিৰ বুলি পাতনিত প্ৰেৰিজ্ঞা কৰিছে। যেনে :—

“অষ্টটৈৰ সূত্ৰাৰ্থঃ সূত্ৰাসন্ধিৰ্ভৱত।  
বিসৃষ্টিৰ্থা বখাযোগঃ প্ৰবক্ষ্যন্তে বখাঙ্কমঃ।”

এই প্ৰতিজ্ঞা ভাল দৰে বৰ্ণা কৰি গৈছে, কতে লৰচৰ হোৱা নাই। চকুত লেগা সন্ত্ৰত ব্যাকৰণৰ অভাৱ বৰতনিলৈকে চলি আছিল, সেই অভাৱ শুদ্ধানে কাৰতৰ জিতবত অসদীয়া পণ্ডিত—দৰামকোপাৰায় ৬ পুৰুষোত্তম বিজ্ঞানাগীলসে

ছন্দত 'বড়মালা' ব্যাকবৎ লেখি। ইহা হোতা উবাধনব  
আদি পদ্যত আছিল, কাবল বেবেতুরা বৃহৎ  
ব্যাকবদর সকলো কথ্য ছন্দত দেখিবলৈ গলে  
এখন শব্দ-সমার ১৫ পরে। কিন্তু পাবিকার—  
লেখক উবাধনব আদি সংক্ষেপে দি গদ্যর সম্পদ  
নপত্রকৈ সমস্ত কথা ছন্দতে লেখিলে। ই এটা  
কম ব্যাভাৱনীয় কথা নহা। এই গ্রন্থী লেখক  
কনো অসমীয়া পণ্ডিত। নাম নোপোহাটকৈ  
মাছুহজনক অসমীয়া পত্যাটো এটা সুছন্দীয় কথা  
বুলি বহুকে ভাবিবলৈ যাকে স্ত্রীবা নাগাল,  
তাৰ বাবে ইয়াকে মানেদন কব খোজো। যে  
পাবিকারত আৰ্হি বড়মালা ব্যাকবৎ। বড়মালা  
ব্যাকবৎ জ্ঞান শেস্ত নাই। আক কোনে  
নজানেনে। সি অকল জামাৰ দেশৰ পত্ন আক  
জামাৰ দেশতেহে চলি আছে।

পাবিকারত লেখক বড়মালাৰ অকল আৰ্হি  
লোহাই নহা, তাৰ জন্ম পুত্ৰ আদিৰ ভাব লৈ  
এই গ্ৰন্থ সজলন কৰে। মুঠক এই বড়মালাৰ সাৰ-  
সঙ্গ্ৰহ মাথোদন। লেখকৰ সাক্ষিৰ বচনা-প্ৰলাপী  
অসি মনেদৰ।

অন ব্যাকবদত বি কথা কেইবটা কতত বৰ্ণন  
লগা হৈছে, লেখকে তাক আভি সংক্ষেপে কেনেদৰে  
বৰ্ণাইছে, এটা আৰ্হি চাওকজোন।—

“বৰ্ণপাঠকমসোভাঃ পমিছা নাত্বা গুণাঃ।  
আকাৰাদি ককাবান্ধা বৰ্ণিত্য চতুৰ্ভঙ্গ।  
আসৌ বৰ্ণাঃ সমানো পশ্চ-তৰাং পৰম্পদৌ।  
দৌ বৌ স্বৰ্ণবিত্তং পূৰ্বে পঙ্কৰ্য্যাত্মখাৰে।”

অৰ্ণ—বৰ্ণপাঠৰ জন্ম প্ৰসিদ্ধ, তাৰ গাভৰু নাই।  
অৰ পৰা জটিলকে এইবোৰে বৰ্ণ, আদিৰে গৰা  
চৈধ্যটা স্বৰ। তাহে জিতবত স্বৰ পৰা দ্বোতাৰ  
নাম (“ক”ৰ পৰা “ঈ”লৈকে) সমান। ইহাৰ  
ওটা ওটা লগ লাগি ( যেনে—আ—আ, ই—ই

ইত্যাদি) স্বৰ্ণ নাম পায়। এই স্বৰ্ণ পাঠ  
জোৰাৰ প্ৰত্যেকৰ আদি আখৰ কেইটা বৃহৎ  
। (অ—আ জোৰাৰ “ক”, ই—ঈ জোৰাৰ “হ”  
এনেদৰে)।

সংযত ভাষাত এনে সবল সংশ্লিষ্ট অৰ্থ জ্ঞান  
লাভৰ উপযোগী ছন্দোময় ব্যাকবৎ বিত্তিহ এনে  
নাই। প্ৰাকৃত ভাষাত দ্বিধা কাব্যোদয় “প্ৰাকৃত  
মহৰী”থনো এনেকথা।

মল্লাচৰণত পাছতে গ্ৰন্থৰ আবস্থগিত কামিখা  
সৌক্য নমস্বাৰ কথা কথ্যনিয়মে গ্ৰন্থগাত পাঠ  
বুলি প্ৰমাণ কৰে।

“প্ৰণম্য কালিকাগায়ত্ৰছন্দানন্দবচনিক।  
জিত্বতে পাবিকাভাষ্যো গ্ৰন্থো বালবিবেচক।”  
অৰ্ণ— কালিকা দেবীৰ আনন্দবচক চৰণত প্ৰণম  
জনাই কোনেদৰ্শিত লৰাবিলাসক জ্ঞান বিদৰ নিমিত্ত  
এই “পাবিকাভত” নামৰ গ্ৰন্থনি মচনা কৰে।

এই পুণি বচনা কৰাৰ কাল গোটা মাত্ৰ  
দ্বিভক, দুঃ সম্ভবশ শক্তিকাত লেখা বুলি অজ্ঞান  
কবিতৰ সঙ্গত সৃষ্টি আছে। ইহাৰ বেচি ধোহাটো  
সম্ভবন নহা। ই বড়মালাৰ সাৰ সঙ্গ্ৰহ বেতিয়া,  
তাৰ আগেয়ে লেখা হবই নোহাবে। বড়মালাৰ  
কাল ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ। ( বড়মালা সমাপ্ত কৰাৰ  
কাল তাত এনেদৰে আছে—“পশম গ্ৰন্থমস্মাকৈ”  
অৰ্ণাৎ শকাব্দ ১৫২০+৭৬=১৫৯৬ খৃঃ)। পূৰ্ত্তকে  
ইহাৰ পাঠককে পাবিকাভত জন্ম হব।

আমি যিখন পুণি পাইছোঁ, সি বৰ্বৰি তুলা-  
পাতত লেখা। কাকতৰ গাভজন হোৱাৰ আগতে  
আমাৰ দেশত বি তুলাপাত ব্যৱহাৰ বৈছিল তাত  
লেখা। আখৰবোৰলৈ চালে ছইশমান বছৰৰ আগৰ  
আখৰ যেন লাগে। আমি গোৱা পুণিখন বৃণ  
নহা, মূলৰ মকল কৰা পুণিহে। এতেক ইহাৰো  
আগত মূলখন যে লেখা বৈছিল, তাত সন্দেহ

নাই। বড়মালা প্ৰচলিত হোৱাৰ কিছুদিন পাছত  
লোহাটোহেই সংখ্যা। এইবোৰ কাববলৈ মন কৰিছে  
আমি কাল সংকে মানে অজ্ঞান কৰে। প্ৰাকৃত  
কোনো ভাষা নাগালে অজ্ঞানৰ গুণবত মিৰ্ভৰ  
কবিল গোৱা সঁচা, কিন্তু এনে কামত সন্দেহৰ  
অপায় থাকে।

লেখকে এটি শিখৰিনী ছন্দত লেখা যোকেৰে  
বিদ্যাসীলকক আশিগাৱে দিছে আক এই যোকেই  
মৰ্ণগাৱণৰ কাব্যে কৰিছে। সেইটো এই :—

ভট্টাৰী বাত্ৰগমতি নিচকছাযুখবিধুম্,

বিলাকাংগে কুত্ৰাকুভজনকস্বপ্নেনমহো।

প্ৰকাত্য বাগ্ৰান্ধা কলগতি জ্ঞাত শৈলপুটটি,  
বচৌ বধো ভাব্যং বিতব্ধত তদেব স্ৰাতিমিদম্ ॥

অৰ্ণ—বিলাচৰ পুণীনি মনকা দেবীয়ে ৰাতি  
তেৰেৰ জীকে পাক্ৰতি দেবীৰ এটা বেমা সপোন  
দেখিলে। সপোনত দোখিলে যে দুৰত ভট্টবোৰ  
কামিখা ব্যত্ৰে (মহাদেবে) তেৰেৰ কন্যা পাক্ৰ-  
নীৰ দুখক প্ৰেমক গ্ৰাস কৰিলে। ( মহাদেবত  
সম্বন্ধ মেনকাৰ তুল ধাৰণা আছিল )। ইহাৰে দেখি  
তেৰেৰ বিয়ালু হল আক ৰাতিপুৱাই জয়ক  
মতাই অন্যই থবৰ লবলৈ পাক্ৰতীৰ চৰাইলৈ পঠাই  
বিলে। সিহত জাহি আৰ্হি মনকাৰ আগত পৰ্শিতীৰ  
তুল ৰাতিৰ কন্যো। এই শুক ৰাতিবিয়ে তোমা-  
লোকক সহায় হুব শক্তি দিহক।

গাভীক আখাৰ শেষত একোটা একোটা  
মূলৰ পাতনী ছন্দৰ কবিতা আছে। তাৰে এটি  
চাওক :—

অবভৱতৰাবশান্তবিশ্ৰান্তিকৃমিঃ,

অকপায়কবিবাং গাবিকাভাৰিকোমৰ।

অবনিতকলাপো কাৰমাভোজক্ৰম্,

প্ৰীণি কৰ পুণাং চালাসেতক্কৌম্ ॥

অৰ্ণ—এই সপোনৰ ভাৱৰ গদ্যৰ লোকা বৈ বৈ  
আৰ্হি পৰা মাত্ৰবিলাকৰ পাশে। জিৰনি লোৱান  
একমাত্ৰ ঠাই শুকচৰণক গছছুণি। ই নকন  
কামলৰ পাবিকাভতকৈও উত্তম; ইহাত সুৰ চল-  
লেই মল গোটো যায়; আক পুৰিবেলৈই মনত পৰে।  
তাহেই এই পাঠ প্ৰথমতে তুল্য যুগ। হে ভবন! তুমি  
সেই শুকচৰণক গছছুণিৰ তলত জিৰনি লোৱা।

ইহাৰ স্থানিকত অৰ্ণ এনেকথা হই—নকন  
পাবিকাভতকৈও উত্তম এই পাবিকাভত গ্ৰন্থ, তাৰে  
এই প্ৰথম কাৰ্যা।

এই যোকেৰ আন প্ৰকাৰেও অৰ্ণ হই। সিমান  
বহলাই লেখিবলৈ যোৱাৰ বিশেষ আশ্ৰয়ক নাই।  
কেবল যোকেৰো মাতৃয়া আক লাগিতা দেখুৱাবলৈ  
হে ইহাৰ তাক উল্লেখ কৰা হৈছে।

পুণি এখনৰ পৰিচয় দিবলৈ বাওঁতে সমানোচনাৰ  
ছাড়া পৰিব পৰা কিছু কথা লেখাটো অলপ ব্যত্থল  
হৈছে সঁচা, কিন্তু আমাৰ মনৰ অৱস্থা অজ্ঞাসে  
এনে যোহাটো অধ্যাত্মিক নহয়। কাৰণ এই  
পুণিৰ লগত ইমান দিনে আমাৰ সাক্ষ্যত সম্বন্ধ হটা  
নাছিল, আন কি থকা বুলি জনাও নাছিলোঁ। এনে  
এখন পুণি যে আমাৰ দেশত আছে আক অসমীয়া  
পণ্ডিত এজনৰে বচনা কৰিছে, ই অসমীয়াৰ এটা  
ভালক গৌৰব। তাৰ উপৰিত এই পুণিখন প্ৰকাশ  
কৰিব পৰিলে যে সম্বন্ধ বিজ্ঞাসীসকলৰ কেনে মনঃ  
উল্কাৰ হব পাৰে—এই বোৰ কথা ভাবিয়েহে আমি  
এই পুণিখন পাই নোপোহাৰাই গোৱাৰি পাইছিলোঁ।  
কথা বড়মালালৈ হে মন পাইছিল, কিন্তু ব্যত্থল হোৱাৰ  
জন্ম কৰি এৰি দিলোঁ।

শেষত কিছু চমক লাগিল এই বাবেহে যে এই  
পুণিত সংখ্যা, সক্তি, শব্দ, কাবক, সমাস, তদ্বিত  
আক আখ্যাতৰ কিছু অংশ আছে। আখ্যাতৰ  
বাকীখিনি আক হুং প্ৰকৰণ নাই আগতে



আছিল যদিও শেষৰ হেৰোৱা পাতৰ লগতে ইচাৰ পঞ্জিত বিলীন হৈ গৈছে।

যদি কোনো সদাশৰ ভুললোকে আন কবিতাৰ এই পুথি শকাৰ সন্ধান দিব পাৰে, তেন্তে তাক অহোশুকবাৰ্গেৰে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে। বোধ কৰোঁ সন্ধান পালে সংগ্ৰহ কৰাটো বিশেষ একো টান কাম নহব।

কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতৰ ঘৰত পাবিহাত আছে যদি অসুগ্ৰহ কৰি আমাক জনাবলৈ গাটনি ধৰিলে। কবিতাৰ থকাটো অসম্ভবো নহয়। কোনোবাই এই পুথি চাব খুজিলে আগত কৈ অহা অধ্যাপকৰ ঘৰত পাব। পণ্ডিত সমাজলৈ কৰা এই অসুভাৱে তেওঁ লোকৰ ওচৰ পায়। সে নাশায়, কব পৰা নাই। ফলাফলৰ কথাটো ভবিষ্যতৰ হাতত। কিয়নো আমাৰ আসাম উপত্যকাত বস্তুমানে পাঁচ ছয় শত মান ভাল সংস্কৃত পণ্ডিত আছে;

তেওঁলোকে কিছু ভাষা আৰু সাহিত্যৰ দলে বিশেষ মন-কণা নকৰে; আনকি অসমীয়া ভাষা আশোচনী 'বাঁহী, সাহিত্য-পত্রিকা' আৰু 'আধাৰ, আদি প্ৰায়ে মলয় আৰু নলচেঙ। আন আন দেশৰ হৰে তেওঁলোকেও সাহিত্যৰ ফালে চকু দিলে সাহিত্যৰ অৰ্থাৎ ইমান দিনে আন বৰম হৈ উঠিছে। মোৰ এই কথা কেই আগৰ সমনীয়া ডেকা পণ্ডিতসকলক লক্ষ্য কৰি কৈছোঁ। তেওঁলোকে এই কথাখিনিলৈ চকু দিয়ে যেন। বহু দিনৰ পৰা এই কথা কেই আগৰ কোনো এঠাইত লেনোঁ লেনোঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ। সেই বেদি ক্ৰান্তিক নোহোৱাকৈ ইয়াতেই লেখিলোঁ। এনেকৈ লেখা যেনো হৈছে যদিও সাহিত্য আছে যে পণ্ডিত সকল হৰাণু আৰু কামাশীল। ইতি ১৯৩৩

পণ্ডিত শ্ৰীউমাকান্ত মিশ্ৰ।

### কীৰ্ত্তনৰ আৰম্ভণ।

শ্ৰীমন্ত শৰণৰ কীৰ্ত্তন অসম-কামৰূপৰ সকলো হিন্দুৱে গঢ়িছে, শুনিছে আৰু তাৰ শব্দ-শালিত্যত সকলো মোহ গৈছে; ইয়াৰ গঢ়িৰ নতুওঁক কাকো দিব নালাগে। হোজা-চতা, পণ্ডিত-নিৰক্ষৰ সকলোৱে ইচাৰ বগ গুৰুবাহুকে আঁজি প্ৰাচ পাঁচ প বছৰ পালন কৰি আহিছে আৰু যে কিমান বছৰলৈ ই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰাণৰ প্ৰিয়তম বস্তু হৈ বব, তাক কোৱা টান।

কীৰ্ত্তনখন "ঘোমা" আৰু "গদগেৰ" দুৰ্ব। "ঘোমা" উচ্চ শব্দেৰে গোৱা; যি কথা ডাঙৰকৈ কোৱা বা গোৱা হয়, তাক ঘোমা বোলে। ওচৰৈ পদ দিয়ে, পালি বা গাৰ্ভাসকলে বেয়া ধৰে। ঘোমা প্ৰত্যেক পদৰ পাচতই ধৰা হয়। এই নিয়ম কীৰ্ত্তন, বামাৰণ, মহাভাৰত গোৱা নিৰে বৰ্ত্তমান সময়লৈকে কামৰূপ, দমৰ, নাগাঁও আৰু উজনিৰ চাৰিসংহত চলি আছে। আমি সৰ্বসাধা-

ৰূপ নামগোৱাত কেৱল কীৰ্ত্তন আৰু ঘোমাৰে ইক নিসে গাওঁ।

কীৰ্ত্তনৰ আৰম্ভতে প্ৰত্ন শ্ৰীমন্ত শৰণে ভগবানৰ নামে ভৱধানি কৰি লিখিছে:—

"ঘোমা—৩৪ বি গোবিন্দ, নাৰায়ণ বাম কেশৱ চৰি, বাম বাম দেশৰ চৰি ॥"

৪বি, গোবিন্দ, নাৰায়ণ, বাম, কেশৱ আদি ৪খনৰ নাম; প্ৰত্নেৰে পোনতে এই নামেৰে ৪৪ খোঁপা কৰিছে।

তাৰ পাচত পদৰ আৰম্ভ; পদৰ আৰম্ভৰ পৰাইহে প্ৰথৰ বসিত বিঘৰ কৰাৰ আৰম্ভ:—

পৱ—"প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন।

সৰ্ব্ব অৰুতৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ ॥

সৰ্ব্ব নাশি কমলত ব্ৰহ্মা উভয়া জাত।

বুগে বুগে অৱতাৰ ধৰা অসংখ্যাত ॥"

এই পদটো গঢ়িলে আমি সাধাৰণ ভাৱত বুজা, প্ৰথকাৰে পোনতে ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণক সেৱা জনাইছে; তাৰ পাচত ভগবানৰ নাক্তি ব্ৰহ্মৰ ৰূপ আৰু তেওঁ যুগে যুগে অসংখ্য অৱতাৰ ধৰা কৰা কৈছে। কিন্তু এই পদত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দকেইটা যদি অল্প নহৈ চিন্তা কৰি চোৱা যাব, তেন্তে ইচাৰ ভিতৰতই সমগ্ৰ সৃষ্টিত সমোটি থকা দেবিবলৈ গোৱা যাব; আৰু লগতে প্ৰথকাৰৰ ধৰ্মমতো আমি অহুৱান কৰিব পাৰোঁ।

"সনাতন" শব্দৰ অৰ্থ "সংগ্ৰহ"। আমি চকুৰে দেখা গছ-পাতা, চৰাই-পত্ৰ, মাতুৰ আদি অসংখ্য— আঁজি আছে, কাইলৈ নেলেখো হব; এইবোৰ বহুৰ আধাৰ আগতে জন্মে, পৰিবৰ্ত্তন হয়। যিগৰা বহুৰ আধাৰ নাই, সেইবোৰেই অসংখ্য বা মিছা।

আমাৰ শাস্ত্ৰকাবসকলে কয়—যি পৃথিৱীত

শাসি উপজিছোঁ, য'ত আঁজি আমি জানকমানেৰে চলা-চুৰা কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ মৃত্যু হয়, সেই পৃথিৱী, বায়ুমণ্ডল, চন্দ্ৰ-সূৰ্য্য, গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ আদিতে একো নাছিল; সেই সময়ত কেৱল ভগবান তেওঁৰ বিনন্দীয়া বিশ্বত অস্থিত আছিল। ভগবান অসংখ্য-কাল বিশ্বত ৰূপ, বস, গন্ধটন হৈ আছিল; তেতিয়া এই সৃষ্টি নাই, আকাশ নাই, তাপ নাই, বায়ু নাই, পানী নাই, ভূমি নাই; বিশ্ব তেতিয়া নিৰাকাৰ, নিশিকৰ, অনিৰ্কটীয়া ভগবানেৰেই ভৰা অৰ্থাৎ এক ভগবানেই বিশ্ব ছবি ভৰি আছিল। এই কাৰণেই শাস্ত্ৰকাবসকলে ভগবানক সনাতন বা সত্তাবস্তু বোলে।

তাৰ পাচত সেই অধিতীয় সনাতনৰ সনত সনন্ত হল—"মট জগত সৃষ্টি কৰিম বা মট বহু হৈ বিশ্ব ছবি পৰিম। এই ভাব হোৱাৰ লগে লগে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিৱী আৰু উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হবলৈ ধৰিলে। বিনা কাৰণত ভগবানৰ যে সৃষ্টি-ইচ্ছা হল, ইয়াকে শাস্ত্ৰকাবসকলে মাস্ত্ৰা বোলে। সত্ত, বজ আৰু তমগুণ মায়া-বেই। মায়া উত্তৰ ভাৱাত শাস্ত্ৰকাবসকলে সনাতনক ব্ৰহ্ম বোলে; অৰ্থাৎ এক সনাতন ভগবানেই মাস্ত্ৰাক লৈ ব্ৰহ্মা নাম ধৰিলে।

'মায়া' বুলিলে আমি অস্থিৰা বা অজ্ঞান বক্তা—যাৰ বলত আমাৰ মোহ জন্মে—সংসাৰ-বন্ধন ঘটে। ব্ৰহ্মৰ মায়া, এই মায়া নহয়, সি শুদ্ধ সংগ্ৰহ পদৰা, বক্তা তমো গুণৰ প্ৰভাৱ এই মায়াত নাই। এই কাৰণেই ব্ৰহ্ম সত্ত্বপ হৈও নিষ্কণ—তেওঁ "নিষ্কণ গুণ নিষ্কৰ" বক্তাই এই মায়াৰ ঘাৰা এই বিনন্দীয়া সৃষ্টি ৰচনা কৰিলে।

শাস্ত্ৰকাবসকলে কয়—ব্ৰহ্মই পোনতে নিজ তেজকে জল সৃষ্টি কৰে; জলত বীজ নিশিগ্ৰহ হল; আৰু এই বীজেই সূৰ্য্য অৱতৰণে পৰিণত হল। সূৰ্য্য

অন্ত চিত্তাৎ বৈ একাগ আকাশ আন ভাগ পৃথিবী বা ক্ষিত্বি হুঃ। তার পাচক মর্ষিচি, অগ্নি, অদিবা, পুণশ্য, পুণক, ক্রৌণ, বশিষ্ঠ, উত্ত, দক্ষ, নারদ এই দশজন ব্রাহ্মণপিতৃব সৃষ্টি হয়; এগুলোকর পর্ষাই সকলো কীর্ত্তন্যব সৃষ্টি হয়।

এতেকে ব্রহ্মব পর্ষাই কীরব সৃষ্টি হল বা তেহেই সৃষ্টিরূপে লক্ষ্যিত হইল; গতিকে সৃষ্টির সকলোতে ব্রহ্মব লগে লগে মায়াও থাকিল। সকলো কীরত্ব মায়া দ্বারা এয়ে কাব্য। অস্ত্রাজ কীরত্ব থকা মাহ্যক সত্ত্বজন অঙ্গধান সেবি আবিষ্কা বোলে। বি মাহুহে এই আবিষ্কা ওছাই স্ত্রজ সত্ত্বজনব ব্রাহ্মণ বচাব গাবে তেই ব্রহ্মই হই; আনবিলাকে স্মিষ্টিয়াব কলত অন্তঃ যোনিত্ব সুবি স্ত্রবে। ইন্ডাব পর্ষা স্মিষ্টি ব্রহ্মা ব্রহ্ম—এক সনাতনেই বহু বৈ বিচিত্র সংসারত বিচিত্র লীলা কবিছে।

কলরানবর এটা নাম নারায়ণ। 'নব' শব্দর অর্থ আত্মা বা পৰমাত্মা; আত্মাব্যপরা জল উদ্ভব হোৱা বাবে জলব নাম নারা। এই জলতেই কলরানব ব্রহ্মরূপে পোমনত্ব অনন বা আত্ম বৈছিল, সেই কাৰণে ব্রহ্ম বা কলরানব নারায়ণ বোলে। এতলবে ব্রহ্ম বা নারায়ণ এক বস্তুতেই হল।

সনাতনব সৃষ্টি-ইচ্ছা হুগত তেই ব্রহ্ম নাম গালে; সেই ব্রহ্মই নারায়ণ নামাঙ্কর গ্রহণ কবিলে। এই নামাঙ্কর বা ব্রহ্মই সকলোবে উদ্ভব কবিল, গতিকে এয়েই সর্গক অৱতাৰব মূল।

পুৰাণত আছে ওলাবে পাছত নারায়ণে জলর ওপৰত অনন্ত শয্যাত শয়ন কৰে আৰু তেইৰ নাভিৰ

পৰা চাৰি হাতে চাৰিখন বেব হাতত বৈ ব্রহ্ম কৰে আৰু তাব পাচতেই সৃষ্টি আৰম্ভ হয়। ওলত শয়ন কৰা কখাই কলরানব নিৰাকার নিষ্কিঞ্চর ভাবে বোহা বৃশাভ, আৰু নাভিৰপৰা; ব্রহ্মা জাত হোৱা মানে নিৰাকার কলরানব অস্তবত সৃষ্টিৰ ইচ্ছা বোহা আৰু তেইও ব্রহ্ম নাম দৰা বৃশাভ।

ব্রহ্মাব ইচ্ছাকৈই মাহা বুলি ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। এই মাহা জ্ঞানমত। বেব অৰ্থেও অহাৰে বৃশাভ; গতিকে ব্রহ্ম বা নারায়ণব পর্ষাই জ্ঞানব সৃষ্টি হল।

যেতিয়া দৰ্শন গ্ৰামি হুঃ—অৰ্থেৰে অগত জোহে, সেই সময়ত ভগৱানে ভুভাৰ-হৰণ কবিবলৈ পৃথিৱীত অৱতীৰ্ণ হুঃ। সনাতনে এইলবে সময়ে সময়ে পৃথিৱীত আবিষ্কৃত বৈ পৃথিৱীৰ ভাৰ-হৰণ কৰি আৰিছে। সৃষ্টিৰ আদিতে যি সনাতনে ব্রহ্ম বা নারায়ণ কৰ এৰিছিল, যি হিন্দুব সকলো অৱতাৰব মূল, পৰা পৰা সৃষ্টি, দ্বিষ্টি আৰু প্ৰলয় বটিছে, আৰু যি ভুভাৰ হৰণ কৰি বৈ নিমিত্তে সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হুঃ, সেই মাহা ব্ৰহ্মক কীর্ত্তনব গ্ৰন্থকাৰে ভগৱতেই সেবা জনাইছে।

অন্তৰূপে বীকাব কবিলেই সাকার উপাসক বুলি হাবিব গাবি। কীর্ত্তনব জোবনিৰ পৰা গ্ৰন্থ প্ৰীয় শব্দব সাকার উপাসনাৰ লক্ষণাতী বুলি হবা আৰু তেইও সাকারব মাজেৰি নাম মজেবে নিৰাকার সনাতন-ভক্তনব উপাসনা ভাল পাইছিল বুলি বৃশাভ বোধ কৰি বুলি নহব।

শ্ৰীকবিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা।

## কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক গীত-বোবা।

কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক গীত-বোবা গীত-সাহিত্যব ভিতৰত অমলো বহু শব্দকণ। ভক্তব কীর্ত্তনত গীত-বোবৰ মূগা ইমান বেচি যে ভক্তব বাহিৰে তাব পৰিচয় নিষ্কণ কৰা অস্তব সাধা নাই। শক্তি বহুতৰ বি অস্তব সাগামব চন্দুষ্টি বাৰিছে, বহিয়ে কাক এদিন গীতৰ স্তবত বাৰি কৰা-এক নহলীয়া কাৰ গল। কবিব মতে অগতত মাহে এটি বহু আছে—সেইটি গীত। কাশীধামব শ্ৰীভাৰতৰ বক-বহামন্তলব পৰা লক্ষণ হোৱা "The Universal Religion" নামে পুথি বনত এদিন ছবিব সঠাৰে দেপুওৱা হৈছে যে, ভাৰতব সনাতনী চৰ্যবকলে বীণাশাসিব বীণব স্তবত ফুটি ওলাৱা বিলাক গীত ভৱনক কবিব পাৰিছিল, সেইবিলাক গীতব সঠাৰেই বেব সৃষ্টি কৰিছিল। বহুসেপব গীত-কীৰ্ত্তন গীত-বাছব ধৰনিৰে লভিধৰনিত। কিন্তু ওহে বিয়ৰ আভিব অসমীয়া জাতি এই মাহা বিয়াত অতি পাচ-পৰা। এতিয়া যিমানতৈ পাচ-পৰা হক, এয়ামত মহাপ্ৰভু শ্ৰীশৰৎসেৱে, শ্ৰীমধৰ, মণোগাল দেব আৰু ৩৮ত্ৰমণি বেহেৰে আদি কৰি মাহাকালকৰ গীত-বোবাব ধৰনি প্ৰতিধৰনি উঠি বহুপুৰব চুমাগাৰে যি থলক লগাইছিল, তাব লন্দন এতিয়াও মাব বোহা নাই। অসংখ্য বিয়ানাম, আইনাম, হাবানাম, পালনাম ইত্যাদিব বাহিৰেও শৰি, আগোৱাৰী, কলাণ, ইমন কলাণ, কো, পানডা, বৰবি, মাহৰ, ধনশ্ৰী, শ্ৰী, বামণিৰি, হুং, মজা, নাট, শ্ৰীপাঙ্কাব, মৈথিলী, ললিতা, স্তোত্ৰক সাধক, সিদ্ধব ইত্যাদি স্তব-বাণ এতিয়াও বৃতা বহাই গাধিব পৰা নাই। অস্ত্ৰতাপব বিয়ৰ অস-নীয়াৰ এই অমূল্য নিদিবিলাক শিক্ষিতব হাতত

নগৰাত লাহে লাহে স্ত্ৰপ হৈ আৰিছে। অসমীয়া গাৰেবে আৰু ব্ৰহ্মদেশী ভাৰাবে শক্তিৰ গীত-বোবা-বিলাকৰ ভাল, মাহা আৰু মানবিলাক উল্লেখ-বোগা। ভাল ৮ খন—সম, বিয়ম, কণক, কণগজ্ঞন, আৰবিধম, বহবিয়ম, আত্মলা, সৰুবিধম, বাতি, পৰিতাণ। চুতাচুত, কলা, চুত, কলামান, চুতাম, বিয়াজ, এতালি এইবিলাক পৃথক ভাল। আ-স্ত্ৰণি মান যেনে—চৌতাল, খবমান, গৌৰীমন্ডন, মাহুবীমন্ডন, বিষ্ণুবিহা, মালেনজুসুৰি, বৰমান, বাগ-যেমাণি, বৰযেমাণি ইত্যাদি। এই অমূল্য গীতব স্বব আৰু বাজানব মাত আৰু স্তবব লয় স্তনিলে অৰ্যক ৩৮ত্ৰমণি বেহেৰে। বিহিং সস্তব আলিগুৰু মহা-প্ৰাণ ৩৮ত্ৰমণি বেহেৰে গীত-বাছব অৰব প্ৰাণেৰে অৰ্যক লোকক মুগ্ধ কৰিছিল। মাহুহক দৰ্শ-লক্ষা বিয়লৈ গীত-বাছ এক অস্ত্ৰতম কৌশল। মাহুহজাতিক বিবিলাক গুণে সন্মাতলৈ আনিছে, সন্মাত সে-বি-বিলাকৰ ভিতৰত অতি প্ৰাচীন। কোনো কোনো অসমীয়া ভক্তব সুখত সুখৰ স্ত্ৰব স্ত্ৰব নৈপুণ্য, লৱৰ ভাৰি, ভাৱব লগত স্ত্ৰব আৰু স্ত্ৰবব লগত লৱৰ সুখৰ মিলন দেখি কোন অসমীয়া মুগ্ধ নহৈ থাকিব পাৰে? বহালী গীত-বাছত মজ হৈ থকা অসমীয়া ডেকা কেইজনবানে কৈছিল যে, তেওঁলোকে হেনো বহালী গানব স্ত্ৰব লৱতকৈ ওপৰত কৈ অহা স্ত্ৰব-বাগত সেৱাৰ বেচি পাৰ; ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰমাণ কৰা হোৱা নাই যে, অসমীয়া গীত-বোবাব স্ত্ৰব-লৱৰ বহালীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। প্ৰত্যেক সাধক, সিদ্ধব ইত্যাদি স্ত্ৰব-বাণ এতিয়াও বৃতা বহাই গাধিব পৰা নাই। অস্ত্ৰতাপব বিয়ৰ অস-নীয়াৰ এই অমূল্য নিদিবিলাক শিক্ষিতব হাতত

মীরাব মনত দি তুণ্ডি আক শান্তি আনিব পাবে, অস্ত্র ভায়াই, অস্ত্র ভায়ে, সেই তুণ্ডি, সেই শান্তি আনিব নোরাবে। অসমীয়া গীত-ঘোষাব সুব-লগ, ভাল-মান, অসমীয়া ভাষাব লগত যিববে বন্ধা আছে, তাক দিকিত বন্ধনশীল অসমীয়াসকলে শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ নকৰিলে কালৰ গতিত সকলো লোপ হয়।

সেই অতীত কালত চিত্ৰাশীল গুণীসকলে অসমীয়া ভাষাব, অসমীয়া ভাষাব অসমীয়া গীত-গাছৰ মন্বণী ব্যক্তি অসমীয়া জাতিৰ মাজত হৰিনামৰ দি বৃদ্ধা ঢালি দল, দি অতি আচৰিত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ রচিত তলত তুলি দিয়া গীত এটাৰ পৰাই পাঠকসকলে বুজিব পাৰিব যে, অতীত অসমীয়া জাতিৰে গীত-গাছৰ কি অপূৰ্ণ চৰ্ছা বাধিছিল।

### গীত—আপ গৌন্দী।

ভল হৰিপাল গীত হৰিপাল হৰিনাম মুখে গানাবে। হৰি স্তব-মান উচ্চাৰাবে মন হৰিত ভক্তি ভাৱাত্মপাবে। স্ত্ৰী উক্ত ইটো ভক্তি ভাৱে যিটো কৰম সৰা কীৰ্তনবে। নাহি ভল-ভল কোণ শৰিহৰি পৰম্পত পৰতকৰে। ঠোঁঠো পছিমিত মেহ শ্ৰীপতি তবপদ উপদেশবে। কহয় শঙ্কৰ এচাপ সাগৰ পাব কৰ ভক্তিকেশবে।

পাঠকসকলৰ বহুজনে ব্ৰাহ্ম উপাসনাত, বুধীয়া উপাসনাত আৰু বহু সম্প্ৰদায়ৰ উপাসনাত গীত ঘোষা শুনিছে, উপাসনাৰ বীতি পদ্ধতিও দেখিছে আৰু নামঘৰত অসমীয়া ভকতে ঘোষা আৰু গীত গোৱাও শুনিছে। অনেক সম্প্ৰদায়ৰ উপাসনা গীত গোষাৰ বীতি-পদ্ধতিতকৈ অসমীয়া বীতি-পদ্ধতিৰে এটা সোচ-নীয়া বিশেষণ আছে। যিসকলে গল্পগাথক এৰি নিৰপেক্ষ ভাৱে লক্ষ্য কৰিবলৈ সমৰ্থ হন, অসমীয়া ভক-তৰ এই সিদ্ধ বীতি-পদ্ধতিত মোহিত নহৈ নোৱাৰে। আমাৰ মতে নামঘৰত অসমীয়াই গীত ঘোষা

গোৱা বীতি-পদ্ধতি অতি সাধাৰণ অথচ গভীৰ, গম্বুৰ আৰু ভাৱাত্মক।

পাঠকসকলৰ কোনোজনে আমাৰ এই উক্তি সংকীৰ্ত্তা দেখি দেখি তিব্বতৰ কবিও পাৰে, সেই কাৰণেই ঠিক গুণ্ডি যে, হৰিনামৰ ওজন সকলো ঠাইতে সমান। তিহ বা হৰিকীৰ্ত্তিত অসমীয়া ভকতে শুদ্ধভাৱেৰে গাত শুকুণা বয়, গলম গামোছা আৰু হাতত জলপাত্ৰ একোটি লৈ নামঘৰলৈ যোৱা পুস্তকে গগনত সকলো শ্ৰেণীৰ পবিত্ৰ নক্সমণ্ডলীৰ মাজত বাধি নিৰপেক্ষ ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰত— কোন পুস্ত মনোমৰ আৰু আৰম্ভণবে পৰা ভক্তি-ভাৱাত্মক। সুবৰ ভণিয়ে ভক্তিবে, ভালৰ ঘেৰে ছেৰে, মীৰে মীৰে হালি-ভালি সুব আৰু ভকত তন্ত্ৰৰ ঠৈ একে হীণে একে মূৰে বেতিয়া অসমীয়া অসমীয়া ভকতে নামঘৰত ঘোষা ধৰে—

“উপদেশ তথ কৰিয়া নিৰত সততৰ প্ৰসংগন।  
শান্তৰ বিচাৰ হৰিয়া আচাৰ কৰিহোক অস্তগণ।  
পৰম পুত্ৰ পুত্ৰত পৰে যাত গৰ নাহি বেধ।  
বিনন্দ বিপুল ৰূপেৰ প্ৰচুৰ তান পলে কৰো দেহ।

সেই পুস্ত দেখি গগনত কোন ভক্তিগীতগাথকে মুহু নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে, কোন ভক্তিগৰায়ণ জনে অসমীয়া ভকতক হেঁপাহেৰে আঁকোৱালি ধৰি নৈল উদাও নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিব; আৰু কোন শুদ্ধ পথৰ তঠোৰ নীতিপৰায়ণজনে অসমীয়া ভকতক দুটোৰ পৰা চাই উভটি যাব পাৰিব? কিহ আঁজি কেইখন অসমীয়া বহুকে নামঘৰত অসমীয়া গীত ঘোষা গাই হৰিনামৰ সুধা নিবলৈ বহু কৰিছে? সেইবোৰ কণ্ঠ, যে অসমীয়া বহুকে, অসমীয়া ভক-তৰ সল মেৰিয়া; আৰু শুক শঙ্কৰৰ গাৱৈ সাধনাক অনাৰ নকৰিয়া।

অসমীয়া সমাজৰ আৰু অসমীয়া ভকতকৰণ ভিত্তত বিনয়, সৰলতা আৰু শিষ্টতায়ে অতি

মৰ্ণণ লক্ষ্য কৰিলে মনত এনে এটা ভাব বিৰিচি জ্বলাব যেন অসমীয়া ধৰ্ম-সমীচন স্বৰ লঘৰ ভাব তুলি ব্যতত শ্ৰেষ্ঠ নলেও কেতিয়াও হীন নহয়। বি ভায়াই আৰু দি ভায়াৰ গীত-ঘোষাই এটা জাতিক সলন, নক্স আৰু বিনীত কৰি তুলিব পাৰে, সেই ভায়াৰ গীত-সাহিত্য বে বহুজনে উত্তম, তাক সকলোৰে নতশিৰে মানিব। আসাম সাহিত্য সভাই অসমীয়া ভাষাৰ অতীত সৌবৰণ ধৰ্মসাৰণেৰে চিত্ৰবি পাত-পাত কৰি ফুৰিছে, যদি এয়াৰ অসমীয়া গীতৰ সুব-বাগৰ ভিত্তত তুমিক মাৰে, যেন্তে অসমীয়া সাহিত্যৰ আৰু এটি অমূল্য বহু হৈছে হৰি।

সেই সুবসকল। আমি যথাক্ৰমে আমাৰ মহাশুক আভাসকলৰ নিৰচিত অগ্ৰকাশিত গীত ঘোষা কেইটিমান সংগ্ৰহ কৰি “গীত-ঘোষা-পৰিচয়” নাম দি কিতাপৰ আভাৰ কৰি বাইজলসকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই গীতসমূহ আমাৰ উপনি পুস্তকসকলৰ সুখে সুখে চলি অহা গীত। মহাপুৰুষ

সকলৰ এনেকুছা আৰু অসংখ্য গীত-বহু ধোঁতা-চাৰে পৰত পৰ্যন্তকৈ মলাঙি গৈছে। এনেটক ধোঁতা-চাৰত থাকিলে যে এই অমূল্য বহুবিলাক আৰু চুই এক পুৰুষমানৰ পাচতে লুপ্ত হব ই পুৰুষা সেই কাৰণেই আমি অযোগ্য হৈয়ো মনৰ আবেগত এই গীত-ঘোষা কেটকি বাইজল আগলৈ উলিয়াই দিলোঁ। জগপ্ৰাণ বাইজলসকলে যে ইয়াত প্ৰকাশকৰ অনেক বোধ দেখিব, তাত সন্দেহ নাই; তথাপি বিক্ষুব্ধী সমাজসকলে আমাৰ মাজ আহ্বিক আগ্ৰহলৈ মন কৰি যেন সকলো দোষ মৰণ কৰিব।

গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱন্ত অৰ্জুনক কৈছে:—

“যযদাচৰিত শ্ৰেষ্ঠশ্ৰুতবেবতৰো জনঃ।  
সমাক্ৰ প্ৰমাণঃ কৃকতে শোকস্তদুভয়বৰ্ত্ততে ॥ ২১  
এইখিনিকে মন কৰি স্থয়ীকৰণসকলে অভ্যন্তৰন বোধ কৰা কৰে যেন।

বিনয়ানত—

শ্ৰীচলিৰাম হাজৰীকা, যোৰহাট।

### গোত্ৰ আৰু প্ৰবৰ।

“বংশপৰম্পৰাপ্ৰসিদ্ধম্ ব্ৰাহ্মণকন্যাদিপুৰুষম্।”  
বংশপৰম্পৰাপ্ৰসিদ্ধ ব্ৰাহ্মণকন্যাদিপুৰুষকে গোত্ৰ বুলিছে।

মত্ৰ ৩—

“যযচ্চিৰংবাক্যো বিশ্বামিত্ৰাজিগোতমঃ।  
বংশীকল্পপাত্যতাঃ সুনঃ গোত্ৰকৰ্ণিণঃ ॥  
এতেষা যান্যপত্যানি তানি গোত্ৰানি মন্যতে।  
শাৰিঙা কান্তপশ্চৈব বাৎসঃ সাবৰ্ণকন্তথা ॥

বৰযাজ্ঞো গৌতমক সৌকালিনস্তথাপৰঃ।

কতিবশ্যচিৰংবাক্য কৃষ্ণাজেবশিষ্টকৌ ॥

বিদ্যাদিত্যঃ কৃশিকন্ত কৌশিকন্ততথাপৰঃ।

বৃতকৌশিককৌশলশৌ আলমানঃ পৰাশৰঃ ॥

সৌপাৰনস্তথাশিক বাহুকী বোহিতস্তথা।

বৈরাগ্যপশ্যাক্ৰৈব আমন্থাত্মথাপৰঃ ॥

সৌকালিনকৌশলশৌ পৰাশৰ বৃহশ্চিকিঃ।

কাকনো বিষ্ণুকৌশিকা কাভাৱানাজেৱকাব্যকঃ ॥

কৃষ্ণারের শাক্তিক কৌত্তিলা গর্গা যজ্ঞকায়ঃ ।  
 অজিবস ইতিপাতঃ অনাসুকায়ঃ সংজ্ঞায়ঃ ।  
 অক্ষ কৈম্বীমী তুভাথা শাক্তিগোঃ বাহুসঃক্রয়ঃ ॥  
 সাংখ্যলগ্নায়ান বৈরাগ্যলগ্নায়ুতকৌশিকঃ ।  
 শক্তিঃ কাশ্যবশ্যৈব বাহুকী যৌতমন্ত্রণা ॥  
 গুনকঃ সৌপায়নৈস্তৈ মনযো গোত্রকারণঃ ।  
 অত্রোঃ ধ্যানশাস্ত্যানি মনঃ গোত্রকারণঃ ॥

গোত্রঃ —	অর্থঃ —
যমশক্তি	যমশক্তি, ঔগু, বশিষ্ট
কবরাজ	কবরাজ, অজিবস, বাহুশক্তি
বিদ্যামিত্র	বিদ্যামিত্র, মনীষী, কৌশিক
অশ্রি	অশ্রি, আবেগ, শাস্তাঃ
গোতম	গোতম, বশিষ্ট, বাহুশক্তি
বশিষ্ট	...
বশিষ্ট	...
কাজ্ঞপ	কাজ্ঞপ, অজবস, বৈবজ্ঞপ
অগস্তি	অগস্তি, দয়ীতী, কৈম্বীমী
সৌকালিনঃ	সৌকালিনঃ, অজিবস, বাহুশক্তি, অজবস, বৈবজ্ঞপ
সৌম্যল	ঔগু, চাবন, কার্গব, জমদগ্নি, অগ্নুবন
পরাশর	...
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল, পাণ্ডব
কাশ্যপ	...
বিষ্ণু	...
কৌশিক	...
কৌশিক	...
কৌশিক	...
কাত্যায়ন	...
কাশ্যায়ন	...
আর্যের	...
কাব	...
কৃষ্ণারের	...
কৃষ্ণারের	...
শাক্তিত	...
কৌত্তিলা	...
গর্গা	...
গর্গ	...
গর্গ	...
অজিবস	...
অনাসুকায়	...

যমশক্তি, কবরাজ, বিদ্যামিত্র, অশ্রি, যৌতম, বশিষ্ট, কাজ্ঞপ, অগস্তি, সৌম্যল, সৌকালিনঃ, পরাশর, বৃহস্পতি, কাশ্যপ, কৌশিক, কাত্যায়ন, আর্যের, কাব, কৃষ্ণারের, শাক্তিত, কৌত্তিলা, গর্গা, অজিবস, অনাসুকায়, কাশ্য, অক্ষ, কৈম্বীমী, তুভা, শাক্তিগো, বাহুস, সাংখ্য, আলগ্নায়ান, বৈরাগ্যলগ্ন, বৃহস্কৌশিক, শক্তি, কাশ্যায়ন, বাহুকী, যৌতম, গুনক, সৌপায়ন, বোরিত, কবির, অগস্তিঃ, কৃশিক—এই ১২ টা গোত্রের মূল পাণ্ডেই; ঐযাব বাহিরে মধুকলা, কৌনি, বপনস, সৌকালিক, শাস্তবিরষ, সিহিবায়ন, বশিতর বিবিকি, বিকল্পন, সৌক অাদি আছে।

প্রথম পদ্যের অর্থ গ্রহিণী একলগ্নে যজ্ঞাদি কার্য সম্পাদন করিতে একে গর্গা এই দুই তিনি জন বাক্তব্যকি মিলি কার্য্য করা লোকসকলের প্রবর বোলে। যেন, বশিষ্টই ইন্দ্রই পাঁচ হেজার বহুরীয়া যজ্ঞ করিতে বশিষ্ট, শক্তি, পরাশর লগ্ন লাগি বহু সম্পন্ন করিছিল। নিম্নে গোত্রের হেজার বহু বয়ানি এক করিতে সৌতমক হোতা এই বহু করিছিল। সেই বহুত সৌতম অজিবস বাহুশক্তিই এক গর্গা এই বহু করিছিল। বহু সম্পাদন করিতে বাণেক পুত্রেকো লগ্নত থাকিব গ্যবে, অত্রও লগ্ন হব পাৰে। কোন কোন গোত্রের কি কি গর্গব তলত লিখা হল :-

গোত্রঃ —	অর্থঃ —	গোত্রঃ —	অর্থঃ —
অবা	...	অবা, বশি, মায়শক্তি	কৃশিক ... কৃশিক, ওদল, দেবব্রাজ
কৈম্বীমী	...	কৈম্বীমী, উতথা, মাক্তি	বোরিত ... বোরিত
বৃহ	...	বৃহ, কৃক, অসিবা, বাহুশক্তি	বশিতর ... বশিতর, অজিবস, বাহুশক্তি
শাক্তিগো	...	শাক্তিগো, অশিত, দেবল	কৌশিক ... কৌশিক, বিদ্যামিত্র, দেবব্রাজ
গাংগা	ঔগু, চাবন, কার্গব, জমদগ্নি, অগ্নুবন	...	এটা গোত্রের বিলাগ বিলাগ প্রবর হেছে—তাৰ অর্প এই বহু করিতে বি যজ্ঞত খেনেটক যোগ হৈছিল সেই যোগ বিলাকপ কবিয়াসেই প্রবর হল। ইন্দ্রই পাঁচ হেজার বাণি যজ্ঞ করিতে বশিষ্ট হোতাটক শক্তি, পরাশর, অশ্রিক লগ্নত এই বহু করিছিল। নিম্নে ১২ হেজার বহু বয়ানি যজ্ঞ করিতে সৌতম হোতা এই অজিবস, বাহুশক্তি, কৃশিক লগ্নত এই বহু সম্পাদন করিছিল। প্রবর লগ্নত পুত্রের হব পাৰে অন্যও হব পাৰে।
আলগ্নায়ান	...	আলগ্নায়ান, শাক্তায়ান, শাক্তটায়ন	...
আলগ্নায়ান	...	আলগ্নায়ান, শাকটায়ন, সন্ন্যাসিত্বি	...
ভৈয়ালগ্ন	...	সাক্তিত	...
কৃষ্ণকৌশিক	...	কৃশিক, কৌশিক, বৃহস্কৌশিক	...
কৃষ্ণকৌশিক	...	কৃশিক, কৌশিক, দাজ্জবা	...
শক্তি	...	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ট	...
গাংগায়ন	...	গাংগায়ন, অজিবস, বাহুশক্তি, কবরাজ, অজম্বীত	...
গাহকী	...	অক্ষোত্র, জনক, বাহুকী	...
সৌতম	...	সৌতম—সৌতম, অজবস, অজিবস, বাহুশক্তি, বৈবজ্ঞপ	...
শ্রিক	...	শ্রিক, সৌম্যক, গৃনসন্দ	...
সৌম্যায়ন	...	সৌম্যায়ন—ঔগু, চাবন, কার্গব, জমদগ্নি, অগ্নুবায়ন	...
সিহিকি	...	...	...
সৌকন	...	সৌকন, বিষ্ণু, মহেশ্বর	...
বিকল্পন	...	...	...
সৌকালিক	...	সৌকালিক, কৈম্বীমী, স্তম্ভক, শুক্রজ, চিবগানাক	...
বনস	...	বনস, শাস্তাঃ, বাণা	...
বনস	...	বনস, অজিবস, বাহুশক্তি	...
শক্তি	...	জমদগ্নি, অগ্নুবন	...
শক্তি	...	কপিল, কপিল, কাশিলা	...
মদল	...	বৈশম্পায়ন	...
কপিল	...	কপিল, জমদগ্নি, অগ্নুবায়ন	...
শাস্তবিরষ	...	শাস্তবিরষ, শক্তি, শাক্তায়ন	...
সিহিবায়ন	...	সিহিব, অশির, দেবব্রাজ	...
কবির	...	কবির	...
মাক্তি	...	মাক্তি	...

দৌহারলী।

১। অতি মহনমা জানিয়ে সাধুসমূহ সমাগ।  
হৈলে রূপক বীচনে তীর্থ তীর্থধরায়।।

প্রাণপ্রসন্ন হইয়া, যখনা আক গব্বতীর একত্র  
মিশন হৈছে। সেই হেতুকে, পৃথিবীর যাবতী

তীর্থ ভিত্তবত শ্রেষ্ঠ। মাহুচে পূবালানার্ধে তাত  
শ্রান-দান আদি কার্য করে। সজ্জনসমাজে প্রাণগ  
তীর্থধর আক গব্ব মঙ্গলময় বুলি জানিবা।।

২। যথিক কবনে মীচিটে অক্ষর কে ধমিকার।  
কোঁ কোঁ করা মুগুটাই হেঁতা। তেঁা যম বিদ্যায়।।

সময়ে সময়ে শরুর হারতো তোমার জ্বালাধি  
কর্তৃদ্বার অর্পণ করিবা; কাবল, শরুরে তোমাক  
নিধে করিব উৎস্রবে বি পদমাণে সেট বন্ধনোব

দান করিব, তোমার যশে। সেই অক্ষুপাতে বুদ্ধি  
হব। ছতিদ্বীয়া দন সম্পত্তির বিনিময়ে তেওঁ তোমাক  
মুগুটীয়া কীর্তি আর্জি দিব; গতিকৈ, শরুরে  
পথেকৈ তোমার উপকার্য করি বিব।

৩। খর্ক জগস পাথ বিহু জগে, জিনি বনজাগণ উত্তর পরগ।  
শোকে গুহ বিলে নহি দুবি, কবে কোণজিনি বধি হি দুবি।।

বর্ধীকালত খেনটেক আকন আক জবা  
গছ নিশার হয়, সেইদবে প্রবন্ধার বাজাত বলা  
আক চৌব ডকাইত আদি স্ম-স্মকারে লোকব উত্তম  
বাঁকির নোহাবে অর্থাৎ বাজদর ভরত সিইতে  
কাকা রেশ দিব নোহাবে। আক বাঁহিবা আদি-  
বোবত খেনটেক দলি পোরা মাধার, টিক সেইদবে  
কোথী মাহুধর। হিহাত ধনই বিবাক নকবে।  
পঙ্গর উদয় হোবা মাথকে মাহুধর বর্ধজান লুপ্ত  
হয়। খং নামে চাণ্ডাল।

৪। অশন বান সব তার পনে, ভাঙপরে গাম গবেব।  
শোকে শশর কল হাঙ্গ, হুলক কাননা হেব।।

ঠঠাব মন উকবি অশন বসন, আন কি নির  
সব আক গাওঁ এবি বিদেশীলে গলেট বে প্রকর  
বৈবাগার উদয় হল, এনে নহয়। মোহর পা  
উদ্বর হোবা সন্দেহরূপ শূলবাগার গবা অঙ্গর  
জয়ক মুক্ত করিব নোত্রাণিলে আলে বৈবাগ  
সকার নহয়। কাবল "এইটো কবিবনে, সেইটো  
কবিম—মোব নিচিনা ধনী আক মনী মাহুধে  
এই কাম করা উচিতনে অসুচিত"—ইত্যাদি যথ  
মনর পরা দুখ নহয় মানে বৈবাগা লাভ অসহয়।  
শশর নিবুদ্ধি হলে সবত বহিও বৈবাগালাভ  
করিব পরা যায়।

৫। যথ যবা পরধুলি হোহ, হৌদে ননী স্বব ধো।  
মাহুধ জলবে বিন্দু হোহ, জীবনে কেন করি ধো।।

মন তবির ধূলির নিচিনা হেয় পরাধ, হৌদে  
বেগবতী নদীর প্রবাহর পরে চকল, মাহুধর হে  
জলবিধ তুল্য ক্ষ-বিন্দব; এতেকৈ, কণিক প্রয়স  
ভরমুখত মুখ মইত মুক্তপ্রান্তির কারণে বর্ধী  
পাঙ্কনত মনোনিবেশ করাবে সর্গকোটারে বহক  
জনক।

৬। যনি পতঙ্গ দুখ মীন বক, ইহঁরো একই হাঁদ।  
তুলসী, কাকো কাগপ, থাকো গিরে পটী।।

তোমোবা, পতঙ্গ, দুগ, মাছ আক হাতী-  
ইইতে বনাক্রমে নাক, চকু, কাণ, ঝিগা আক  
চাল এট পক্কজিয়ার বেগেবে গক, কপ, পথ,  
বদ, আক পল্লবর ষাবা আকট হৈ জেব  
প্রাপ্ত হয়। তুলসী, বিবিলাক মাহুধর পতঙ্গ  
এই পাঁচোঙটা ইঞ্জির লাগি ফুটিবে, তেওঁবিলাশ  
তেকে কি গতি হব? অকল এটা ইঞ্জিরই থিরা

জৌ জীবর ধ্বংসসাধন কবিবলৈ সমর্থ, তেনে  
বুলত পোক্ত্রই একে সময়েতে জুমুরি দি বরা

মাহুচে কি তত গাব বৃষ্টিক্রিয়সংঘন কবিব নোত্রাণিলে  
পূবে পদে বিপদ।

৭। ধ্বংসী হার সর্গপা, গিহু ওজিতুক্ত হোহ।  
হাসে বিলা পাত্ত হোহ, জামে অর্ধ নিহ হোত্র  
ইহ বজ্রং ইহ যোক্রমে তর কাণে দুগ হোহ।  
জাকো জীবন ধনা হোহ পুনঃর মনহোহত।

সংসারত বিজনে মাহুধর অর্থাৎ কবাবনাকপ বেগ  
নই, বি সাধ্য নিবোণ, খার তিবোতা গবাকী  
সাবী আক সাধ্য মিঠা কথা কয়, সেই মাহুধ-  
হনে সংসারর মাকাত বরটেক অছত্র কবিব নোত্রাবে  
হার লাগতে বেওঁর পুত্কে যদি শিত্তকক্রিয়ক আক  
জিগা অর্থাৎ ধন, হেয়ে তেওঁকে এই সংসারত পবন  
দুখী বুলি দেখত পব পাৰি।

৮। যহ জনি অধবানর বিলাহন করি লেহে।  
সংবধো দন হোহত হৈ লাগত যো করি লেহে।।  
বর্ধ কব' তা আমি মন কাণপ্রানিত স্বহ আপ।  
বর্ধ' নকব' কাণতে হোহত ক'নি মনভাণ।।

ইহঁ জবাতীম আক 'অধব' এই ধবে 'ভাবি  
দীর্ঘ আক ধন উপার্জন করা সুভক্ত। কাবল,  
হে পতঙ্গদুখ বুলি মনত ভাবিলে বিদ্যা আক  
দন মাহুধের প্রস্তুতি নহয়ে। আক 'মোক নিটৌল  
দন সুচিত ববি অর্থে' এনে ভাবি বর্ধোপাঙ্কন  
করা উচিত। কাবল, তুমি যথ উপাঙ্কন করবা  
এ নকব, কাগ উপস্থিত হলে সি কোমাক  
সময়ে নিবিধে বা নেবেও। তেওঁকো তুমি বর  
মহাণ পা লাগিব। গতিকে, সমর থাকোঁতে  
শাধার হোবা।

৯। অর্থ মনর বরতি গুণমাত্র।  
বেগর মন মুখ শোশো নাহি।।  
কাকো দন হাঙো ভয় অধিকা।।  
বর পথবা মাহুধ পিতৃ লজিকা।।  
যমতে পতিহঁ নিসাত্যই নাবী।  
বনতে মিত পক্ততাকামী।।

অর্থ মনর বরতি গুণমাত্র।  
বেগর মন মুখ শোশো নাহি।।  
কাকো দন হাঙো ভয় অধিকা।।  
বর পথবা মাহুধ পিতৃ লজিকা।।  
যমতে পতিহঁ নিসাত্যই নাবী।  
বনতে মিত পক্ততাকামী।।

ধনমর নব আশ্রয় গ্রহণ কেসে।  
বেশত মনি নহি যতো বি জেসে।।

সংসারত অর্থাৎ সকলো অনর্থর মূল; খার  
অর্থ আচে বেওঁর মনত লেশমাত্রও অর্থ নাই—

অর্থ-বকার নিমিত্তে বেওঁর মন সদাট দলিত।  
অর্থলাভত পুবেক বাগকক আক হিহোতাট  
মীক বিনাশ করে, আক অর্থর কারণে মিত্ত  
শরু হয়। প্রকৃষী বণা মাহুচে খেনটেক চংর  
কোনো পীড়া অছত্র কবিব নোত্রাবে, অগচ বাতি  
একো দেবেখে, সেই দবে হনে মাহুধকে বিবেক-  
দুষ্টিদীন আক গপ্তক করে।

১০। যথব কবে ন চাকনী, পম্বি কাম ন কাম।  
শাঙ্গ মজুক কয় পাগো, মধুক দাতা বায়।।

অজগর শাশে কমাণি পশর লাগর আক চরাই-  
বোবে কোনো কাম নকবে; তাপাণি সিইতে পজ্জনক  
আহার বিহার কবিবলৈ লাভ। সেই হেতুকে,  
সকলো বন্ধর দাতা পগহয় বুলি শাস মজুকৈ কৈ  
গৈছে। ঈশ্বরে কবিবর মুগতো কচুড়াল দিছে।  
মুঠকে, তেওঁ থাক বেনটেক বাবৈল লিবিছে, সেই  
দবেই সকলোরে বাবৈল পাউছে। বিবিলাশ রঞ্জন  
করা গাধার অসীত।

১১। অর্থ দুখীয়া, ভুলতি দুখীয়া, কব দুখী বিপতীট হো।  
কবে কবীর সখ অর্থ দুখীয়া, মত স্থনী মনবিত হো।।

বজাও দুখী, অসুখত সন্নাসীও দুখী আক  
দরিদ্র পোক্ত যো অটিক দুখী। সেই নিমিত্তে,  
গোটেই গগত দুখমত; কেহন সাধু পুঙ্কথতে স্থখী  
বুলি কবীবে কৈ গৈছে। মুখ আক দুখ চিত্ত-বর্ধ;  
বিজনে তাক জয় করিব পাৰিছে, তেওঁ অর্থ-দুখর  
অসীত। নিজর মন বধীভূত কবি বাবির পাৰিলেই  
পরমানন্দ অছত্র কবিব পাৰি।

১২। অসুচিত উচিত কোব তাহি যে পাজহি পিতৃ বৈব।  
তে কাগন শূব প্রয়সক যদহি অধবশতি এন।

উচিত বা অস্বাভাবিক আকৃতির নকশাকৈরি পুস্তক পিতৃভাঙ্গা পালন করে, তেওঁ সুখ আকর্ষণীয়তা নয় সুবপুত্রকে দেহব্যাক্তি প্রবৃত্তি লগত থাকিবলৈ সার্থক হয়। পিতৃমাতা চাকুরি পেয়েই বাবে তেওঁর বিলাসকর আঙ্গা বিবিধিক্ত হলেও পালনীয়।

১০। অমর হানি যাক্ত স্বধর্মি মন বিমি তিরি সেহি। তুলসী যাক্ত পাতকী মাতারি চরণ সেহি।

তুলসী, দানী লোক অমর; কিন্তু মাতার অশ-মানকারী মহাপাতকী যাক্তে পুনঃ পুনঃ জন্মভূত মরণা বেগ করি অময়ে অময়ে তিন্মা তৃত্বির ধারা জীবন অতিবাহিত করিব লগা হয়; হানে স্বাধীনতা নষ্ট করে—পর্যাপকত ইমাক নোলাগোতে ভাল।

১১। অমরকে কোটি যো চুইক স্বধর্মি বিলাকা লাগে। দুইজন চলা সেবেই উদয় করা ডাবি পাগল।

উপযুক্ত সময়ত সামান্য ধন ভাঙ্গি বি কাম করিব পাৰি, অসময়ত লাখ টকা খরচ করিও সেই কাম করা টান হয়। বিক্রান্ত চক্র সেধি-লেই পুণা হয় বেতিরা, পূর্ণচক্র চোরালা লাভ কি?।

১২। অমর হানি পবিত্র শব্দে পান পবিত্র হিত হামি। তুলসী চাক্ত বিচাক্ত তলা করিব কাম তানি কামি।

তুলসী, গর উপকার করিলে নিজর অতিত আক পবর অশকার করিলে তোমার মঙ্গল হব বুলি জাবি তোমার সাংসারিক হিতসাধনত দৃষ্টি নাশাবি। নাগরক জামি-চিন্তি চাই নিগোথ-ভাটোবে তোমার কর্তব্য করি বেটা।

১৩। অতুলিত মনিসা বেগনি তুলসী কিব বিচার। যো মিলক নিমিত্ত ভবে বিবিত্ত বুদ্ধ অসংভাব।

তুলসী, বেধর সাধাশ্রম তুলনা নাই; বি সেট বেধর নিম্মা করে কেউ নিজেই নিমিত্ত হয়। বুধদের বুদ্ধ অসংভাবত নিমিত্ত হোয়াই তাব কাঙ্ক্ষ-লাগাম প্রদান; বেদ অশৌকয়ের আক শাস্ত।

১৪। অম বিচারি মন বীণ ভাঙ্গি তুলসী সংসার সফল। অকর বায় বহুধনী, বকপাকর স্বধর্ম পথল।

১৫। অম, তুমি হকৈ কাবি চাই আক ময়ল। কু-তর্ক আক সংশয় পবিত্রাঙ্গা করি সুধর আক সুপ্রসাদতা বসুধীকক ভজনী করা। উম্বর বাগ্ম-গোচরবাহিত; হেওঁর অতিবহর নিগেই বিমান কু-তর্ক করিবী, তেওঁই গোমার পরা সিমান স্বীকরি বাব। তার আক ভক্তিবর ছাড়াই উম্বরগাপ্তি সফল হয়।

১৬। অতদিন অধব বগামন, মিত মনসহর (যো)। যুক্তি মাতু পিতু কোণ লগি, বসুধব বাক্যবোম।

বালবিনোদ বসুধেবে বিনেই নতুন নতুন লীলাগোণ অস্তরতাবনা করিছিল; তাকে বেধি পিতামহা আক অজ লোকসকল আনন্দিত হৈছিল অর্থাৎ গণের বৈচিত্র্যই লীলাময় লীলা।

১৭। অনজন লীল কথকিছায়া চৈবক বাই। তুলসী, চাটিক বহরত ইহ ইহ জনী হো কাম।

পানী-পিণ্ডা চবাবে বেবল খাটী নকরব কর পান করিতে ভাল পায়, আন গানী তার মুখ মুকচে। সেই ধরে, প্রকৃত অজ্ঞানীয়ে সাংসারিক সুখভুগর ফালে শিঠি গি কেবলমাত্র ইম্বচিত্তার নিমগ্ন থাকে।

১৮। অম্বু অমল কবে কো পাট। কোলগ অমল অমল না হোইবে, হৌগল সেম অটর। বিম বায়ে কম আক বখানে, কহত ন শোকা পাট। স্বাধর হাত লিয়ে কর লীপক, কর পরকপ নিগাথি। ওজন বায়ে করে চাটান, আশ শব্দেবর রাই।

হে সাধু, বিজ্ঞান পবিত্র তেওঁর প্রেমলাভ করিব পাৰে। বেতিরাগৈকে সম্পূর্ণ শরিতরা লাভ করিব পরা মনহর, তেতিয়াগৈকে প্রেমলাভক অঙ্গি বুধা। চল নোথোবা মাহুহে ফলর আশার বাগ্য করিলে শোকা নাশার। কম মাত্রই এটাই স্বাধর চাটিক লৈ শোবর মেধুরগোলে চকু লাগা মাহুহে সেই গোমর মেখে হয় কিন্তু কাপোটা আধাবত হুই থাকে।

১৯। অম্বব পম্ব, লোমজী, উম্ব অম্ব লৌবাং। যো জানে নিম মগন ঠে, হো আবে কবগে ডাগ।

এবির মনুতা হইই হব বুলি জনা হৈছে যোইরা অতুল ধনোব ধনবান হোতা অগণা উম্বরগত কাল পায় বজোবহর হোস্তাব লাভ কি? এই হৈতুকে অম্বকণত সাধা লাগি থাকিবী।

২০। অম্বাকো নব বানিয়ে, সংময় তোর সমান। মুরাবন হর শীল তট, ময়া অধব করি আন। অহুসে মনকে সলিগমে, কহই আন দুবিম্বা। নহিহা এমন হোই ঠে, শুভ চরণ মনবান।

সম্ভাবব বিদকলালোকে ধর্ম-চিত্তান্ত নিবর্ত নাগে, তেওঁরিলোকে চিত্তবৃত্তির পবিত্রত্বির অর্থে আক শাধী-বিত্ত পায় দুই কবিবর মনোব নল-নদীর বিমল জলত মন খয়ে; কিন্তু কেবল মন করিলেই চিত্ত-শুভি ধনে? কেতিয়াও নয়। যদি অম্বকণবর মল মুক কবির অজিলাব আছে, তেহেই নিজর অম্বাক নী, চিত্ত-সংযমক রল, সত্যচরনক হর, সুখীলাতাক পার আক ধর্মার্থক ইয়াব শুটি বুলি কাবি কাম করা; ইয়াত আন করিলেই ইঞ্জিরাবিপতি ঢকল চিত্ত নিমুগ্ন আক পির হয়; প্রাঃসোমাদি কাথ্য বেগশুভির মাত্র; কিন্তু সংযমাদি অজ্ঞান চিত্তর বিম্বা আক বিশুদ্ধিবিহায়ক।

২১। বাগম পম্ব ই' গেমেক, হ'হা' ঠাকুরাবী নহি। নিমিত্তে পাগে কিবে', সিদ্ধবনপতি বনমহি।

গি প্রেমকত কণটতা, নাই সেই প্রেম নিগোথ অমিরিন্দীর—তাত হইমত ভায়র লোশে এই প্রেমর প্রাক্তরতে ভূতনকবপ বনমালীয়ে ত মনুধরভারা গোপবর্মসকলর পাছে চল।

২২। পাম, উলট হার অনেক। স্ট্রীক কমতা বকা শিষ্ট্রীয়ে এককি এক।

বগেই কাব-ভাবব। এবিধে নিজ পাবিলে প্রথমতে চাপ খোজে, আন বিধে নিজক বিশুদ্ধ-পালি পবিত্রার্থে সিদ্ধিক খোজে। উভা বিধর উদ্দেশ্য-ই যার। সানন করি সত্যব সন্ধান বুবা। সোঁক।

সেই হেতুকে, কোনোবে গালি পাবিলে তার উম্বর নিবিইল কবীবে লড়াই ঠেক বোজে; তেওঁতা হলে, গালি এধাব যে এধাব হৈয়ে থাকিব।

২৩। অম্বে হুয়াই মো বায়েকে বাম্বা মম লকিব। এক সিংহাসন চক্ৰে, এক বাবে খাত ভিত্তিব।

বজা, পবিত্র আক সফীর—সকলো সংসারলৈ আধিছে আক এবির সকলো ইটাক পরা বাব লাগিব। কিন্তু কণবর গুণসামোহগোবে পথম জনে সিংহাসনত উঠে আক বিদীর আক তৃতীর জনে শূন্যলগ্ন হৈ শিবুপীলি যাব লগা হয়।

২৪। বাজ্ঞাকানী পিচিকি বজ, বাহ পিগকে বহ। সেম মন সে মেগা কব আধব ন চুকা মম।

আন চিত্তা পবিত্রাঙ্গা করি একাগ্রচিত্তেবে সপধর প্রিয়তমজনব। শুকব) আজ্ঞাবর তেওঁর লগত থাকি কারমমোনাগোবে তেওঁর সেবা-শ্রদ্ধা করী; তেতিয়াহে তুমি কৃতার্থ হবা।

২৫। অম্ব কালকা বীয়ে জলন হোয়াগ বাস। উপর উপর হাল কিব টাট হোমবে বাস।

তোমার বশা ঘর আজিকালির ভিতরতে অর্থাৎ অতি সোনকালে হাবিত পবিত্রত হব; তার গুণবর হালাসারই হাল বাব আক গর-হালাসি চাবিব। সংসার অনিত্য; ইহার সায়াত মুক্ত হোতা উচিত নয়।

২৬। অঁগো বেধা শি জালা, মূগে মনো তেল। মধু শৌ' বগতা জালা, মরি সাকিত সে মেল।

তেল খোয়াইকৈ দিউ চকুরে বেধাও ভাল; পাগেওবে সৈতে মতিবালি কবাতকৈ সজ্ঞবর লগত ঠাঁকিথা করাও ভাল।

২৭। আনন হোতো সাধ কব তনিত্রি তুল হোই। তুলসী মধুক অধু দিন তবনি তাহু বিপু হোই।

পছম মূলক হুয়াই বর ভাল পায়, কিন্তু জন্মানি অসংগত সেই হুয়ায়ে পছমর শাক ঠে তাক ক্রেশ নিরে। তুলসী সেই ধবে স্বাভাভ্যত সানন করি সত্যব সন্ধান বুবা।

হলেই মাহুতর মান বেয়ার—আন কি সময়ে সময়ে  
 প্রাণলোকো টনটনি কর।  
 ৩০। মাথু মাথু কর' সম ভলো, মাগন কই কোই কোই।  
 তুলসী বন কর কই জলো, সজল সাহাযি গৌই ॥

সকলো মাহুতকে নিজক আক নিজ কারত যাহো  
 ভাল বুলি কর; কিঙ্ তুলসী, বিজল সবলো  
 শরণো। তেওঁকে সাজন বুলি আনিবা। (কেশব)  
 শ্রীমহাশয়ক শর্মা কটকী।

### কলম্বচর প্রথম যাত্রা ।

নতুন দেশে আবিষ্কারের ভিতরত ক্রিস্টোফর  
 কলম্বচর নামে অভিখ্যাত।। এষ্ট ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দত  
 কেমোরো নগরত জন্ম গ্রহণ করিছিল। পিতাকে  
 জাতী বাতলাব করি জীৱিকা আঁকিছিল আক কল-  
 মচটে জেওঁর বর পুত্কে। গোমতে কলম্বচে  
 বাঁদনীয়া গল্পাশক্তি সামাজ্য লিখা-লতা শিকি  
 শেকিয়া বিখাখ্যাতত কিছুনি জাটিন জাহা শিকি-  
 ছিল। অর্ন্তলোকের ছব বন্দরত সমীপত থকা গতিকে  
 জাহাজযোযত বেশ-বিদেশর অনেক বাজী আঁকি  
 বন্দরত উঠানমা করা সত্বে বেধি সেক  
 কালর পৰা কলম্বচর নাবিক তর বর হাটতি  
 হৈছিল। সেই সময়ত জল-সম্ভারর ইমান প্রভার  
 আছিল বে বনতনী লগত নহলে সাগরনী জাহাজ  
 সাগরেই অহা বোবা করা মহা বিপদজন্য।  
 কিঙ্ কলম্বচে ১৪ বছর বয়সতে জাহাজর খালসী  
 কামত ভক্তি তৈ শোমতে সুমহাসাগরেই গৈ  
 কম ভগাত কেবাৰো জাহাজেবে বিশেষ সুবি  
 আতিছিল। ২৮ বছরত কলম্বচে একন জনাতাত  
 হাটী ষ্টকা নাবিক বুলি প্রকাশ হল।

সেই কালত শ্রুতীকথিত্যক সকলো বিষয়তে

বিশেষ রূপে শিক্ষিত বাবে অত্রি উদ্ভোগী অত  
 সামনিক তৈ উঠি অনেক মতৎ কামত আৰ গতি  
 ছিল। জাহো-নি-গামতি উত্ৰনাশা লক্ষীসেবি বৃষি  
 গৈ গোমতে জারতবগলৈ যোরা জল-শব আঁফর  
 করা জামি কলম্বচে ভাবিবলৈ বসিলে, বে বন-  
 তলৈ যাবর যিযিত্তে অরভে কোনো শোম বটি  
 আছে। সময়ত খেলোহা করা শরীকা করি চাংগৈ  
 অসমর্থ হেতুকে তেওঁ মিতমন বাজধানীত রহায়ে।  
 ইতিপূর্বেই তেওঁ একন সূ-মিশু নামিক বৃষি  
 শ্রুতীপালর মাহুতকে জামির পাবিছিল। ইহার পরা  
 তেওঁ ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দত আইচ-লেগেই গৈছিল  
 তার পরা আহিয়েই তেওঁ জন্ কিলিশ, নামে  
 প্রসিদ্ধ নাবিকর জীভেকক বিদ্যা করিছিল  
 শাহরেকর লগতে থাকি শরবেকর স  
 ত্রকীর্ষ চাটী রত্নগত হলত তেওঁ শ্রুতীপী  
 কতা সকলো কল-শবর সজ্জের শাট  
 তেওঁর দিগো নামে  
 এইটি লবাই শে  
 প্রকাশ করি  
 লক্ষ্যক

তেওঁর কাযত সগার পার্শ্বনা করিলে; কিঙ্ বহাই  
 মু-কালত বাপুত বকা বাবে কলম্বচর কথালৈ  
 অনেক দিব মোড়াবিলে। বাট চাই থাকি থাকি  
 জামি লগি ১৪৮১ মনত কলম্বচে পুনর তেওঁর  
 প্রভার বঝার আগত উত্থাপন করি বাটাং তৈ  
 ইহর এটা দিবর নিযিত্তে জনলে। বহাই সেই  
 প্রভার বিচার কর শক্তিকরশরীষ রপযত  
 অর্প করিলে; তেওঁলোকে কথা ক'রিয়াই চাই  
 কিছুদিন মূক কলম্বচর প্রস্তার অগার করনা  
 লভ বুলি গেষ্ট হি কলম্বচর একরকম নিরাশাত  
 লেলে।

অনৈ পাকে বহাই জাহাজর কাপ্তান একনক  
 কলম্বচ ষ্টকা নজরতে গোশনে অলগর চাবলৈ  
 যাত্রা বিলে। সেইমতে জাহাজর কাপ্তানজনে  
 শক্তি মলে জাহাজ চলাই গৈ থাকোতে পরল  
 দুহাই লগ শোৱাত। সাগরব শাওঁ-শাওঁ বৃষ্টি  
 বেধি বনুয়া কাপ্তানে জরজীত তৈ কাহাজ বৃষাই  
 জামি কোনোমতে বন্দরত লগালেহি আক কল-  
 মচর প্রভার অমূলক বুলি বজাক জ্ঞাপন করিলে।  
 ইতিমতে কলম্বচর পত্নী-বিয়োগ হোৱাত বঝার  
 অম অত্যাং বাহরারত অত্যাং অমদুই তৈ তেওঁ  
 থাকি শ্রুতীপালত থাকিবর ইচ্ছা নকরিলে। তেজিয়া  
 গুটী লগত গৈ তেওঁ শ্বেশরনর কালে খোক  
 বাটত লাবেজিা মহ শাই জেওঁ তাক  
 আক মঠাফকসকলর আগত তেওঁর  
 সকলো ঘটনা আঁকি শোকেবে বর্ণিলে।  
 শবাকীজনে জনেদেবর সহৎ কাহাজ  
 কিসবে শৌধর বৃষ্টি কর  
 এখন শুধলা টিটি  
 বাণীয়ে চিত্রবন্দ  
 জমি তার  
 বিলে।

তেওঁলোকে কলম্বচর প্রস্তার মনুগুণিব লগত এক-  
 বাবে অছিল পাটী সি মাগোম বাতুলর পলাপ  
 বুলি বাণীক জামিইলৈ দিলে। কি জুবর কথা,  
 এনে দিনত কলম্বচর নিচিনা মাহুতর খাণ্ডিয়ার ॥  
 কর্তৃত্বাত থাকোতে তেওঁ শ্রুতীয়া নিমাখিত  
 জোহালী রজনীবে চিনাকি তৈ তাইর লগত থাকি  
 শোৱা-শোৱা করাত তেওঁর সালর লবা এটা গল্প  
 কর। এই লবায় নাম করিনেত্র। এই তিরোকা  
 গবাকীক যতিগবা কলম্বচে বীভয়তে বিদ্যা করা  
 নাছিল অথাপি তেওঁ তাইক বেটীক জীবির লবে  
 বাহুরক করিছিল আক বেধব মাহুতত তাইক  
 আনি চতুরে বাচাইছিল।  
 শোইন শোত এওঁলকে কারো পৰা অকো  
 উৎসাহ বা সগার গোৱা আশা নেলেপি তেওঁ  
 সাত বছর ভয়ে-কটে থাকি জালর কালে বাটলৈ  
 মন করিলে; কিঙ্ যোৱার আগতে লাবেজিা  
 মঠর উপকাৰী বাজকসকলক মাত লগাবলৈ গল।  
 তেজিয়া তেওঁলোকে কলম্বচর প্রস্তার লক্ষ্য করি  
 বাণীক উপগাই পুনর কাহাজবে এনে চিঠি লিখিলে।  
 বাণী বর বৃষ্টিমতী স্বদেশশোমিয়া আছিল আক  
 বাজশক্তিগ বনিমা বচানর আকাজ্ঞাত তেওঁর প্রবল  
 তৈ উঠিছিল। সেই বাবে বাণীয়ে পুনর কলম্বচক  
 মহাই মন তেওঁকি বন্দরত নতুন দেশে আবিষ্কার  
 কাহাজ প্রস্তার হন পায়ে" বুলি পোমশক্তি  
 শুধিলে। কলম্বচে খেবোখোবা নকরি একেখাবে  
 ষ্টক উঠিল, "আবিষ্কৃত দেশর জেওঁক এওঁশবেশ  
 অর্থাৎ শোভাধাক আক তাইচর অর্থাৎ বাজ-  
 প্রতিমিদি শক্তি লাকন মশমাণে তেওঁক দিব  
 লামিবা"। অমাত্যার্থে বিশেষী কেলেহা এটা  
 ইমান লক্ষ লাক হাঁক বেধি বনত অলিপকি তেওঁক  
 লতুলজনা করিবর মনেবে সামান্য স্বর্থর কথা  
 উল্লেক করিলে। কলম্বচে কোনোমতে সঠিক নষ্ট

কতি বিরক্তভাবে বন্ধার বিষয় লৈ সেই ঠাইর পর ঈর্ষার হল। এনেকাগ্যাত কলমচক নন্দলাগি নোহাৰি কাৰণ, কেতঁৰ লগ্ৰাৰ বাচি থকা ১৮ বছৰ হল; ইহাৰ নিম্নত কেতঁ তিনিজন বন্ধাৰ ওচৰত নিজ ক্ৰান্তাৰ জ্ঞাপন কৰি বিকলমনোবদ্য হৈছে; নকলো ঠাইত অশেষ গ্ৰন কষ্ট দুগি সুৰিছে; সেইবোৰ কলমলৈ মন কৰিলে অলপ-ধতুৱা মাহুৰ বনীয়া হলেহেতন বা সামান্ত বৰ্ধতে মাস্তি হৈ কামত লাগি পলহেতন। কিন্তু কলমচক জটল জটল থাকি বাহু-চাটৰ অলপো লৰ-চৰ নকৰিলে।

১৮২২ চনত কলমচ কেতিয়া জন্মলৈ বাহঁলৈ ওলাল। কেতিয়া বজাঘনীয়া জাৰ বিষয়া কেজন-মানে বাসীক ইহাম হাৰে বৃজাঘলৈ ধৰিলে যে বাসীয়ে কগত্যা এই মতৰ কাথাত কৰমলগুৰ সগাৰ কৰিবলৈ আক পৰহাৰ নাটনি পৰিলে কেতঁৰ বাহু-আজৰব বহুতা দিও আতন্তকীয় টকা যোগাবলৈ অকীকাৰ কৰিলে। সেইমতে কলমচক মতাই আনি বন্ধা বাসী উভয়ে পত্ৰত কৰি পেলাচ বন্ধাৰ গ্ৰহণন কৰ্ত্তব্যবীলৈ কলমচক কলম-পাত্ৰিয়ে সৈতে মাহুৰ ধৰি গ্ৰনন লুক কাহাৰ সলাই দিবৰ নিমিত্তে আক্ৰোপৰ নিদি ধিলে। পৰনো পতি স্তনালত বহিছাৰে কোনো মাহুৰ বাহঁল বা কোনো মাহুৰে কাহাৰ দিবলৈ আশ নাছিল। পাছে জোৰ-জৰ কৰি ধৰিবলৈ মোহাত বন্ধত মতা গণ্ডগোল উদ্ভিত হল। এনেতে শিজন নামৰ ভুই ভায়ে কেতঁলোকৰ আৰ্জ্জখন দি গ্ৰনো বাহঁল এলোবাত আক গ্ৰনন কাহাৰ শোহা গৈছিল। কেতিয়া কলমচকে চেটামেৰীয়া নামে আৰ্জ্জখনত কাপ্তানৰ নিয়ান লগাই দিলে; আক সিটো আক নাইনা নামে ই গ্ৰননৰ শিজন ভুই ভাই কাপ্তান হৈ ওলাল। মুঠতে তিনিখন কাহাৰত ছত্ৰুবি মাহুৰ ধৰি তাৰ জোৰাবৰ বচল-পাত গোটাট দি বাহু-আজা পালন কৰিলে; দি দিনা পেশুৰ

বন্ধাৰ পৰা কাহাৰ তিনি খন মেদি দিলে, সেই দিনা কাহাৰক মাহুৰবোৰৰ চৰম মোহা বাট নেপেখিছিল আক শাবত সিহঁতৰ লৰা-পিতৃকা-ভাই-বহুৰ আউবোৰে গ্ৰনন তেদি উঠিছিল; সিহঁতে ভাবিছিল যে এই সগোৰত আক সিহঁতৰ বেখা-স্তন্য নহৰ—সেয়ে শেষ বিয়াৰ। যাহাৰ তুঠাৰ দিনা পিতৃকাৰ গুৰি বঠা কগাচ খাশোটিয়াৰে অমলগল হুতা বুলি ভাবিলে; কিন্তু কলমচক অলপো বিচলিত নহৈ অনেক গ্ৰনকেৰে আৰ্জ্জখন টানি টানি নি ছাপিবৰ দিনা কেনেৰী ধীপ শোহায়েথৈ আক তাত বঠাখন বতাই তিনি সন্তাৰ জ্বাই কাহাৰ মেদি দিলে।

ইতিপূৰ্বে কাহাৰবোৰ সাগৰৰ পাতিয়ে হাঁকি-য়েহে চলাই নিছিল; কেতিয়া কলমচক সাগৰ নাহলৈ কাহাৰ মেদি দিয়াত কন্যাৰ পাৰ অলু হল আক খালাটাবোৰে ভগত বিলেগ হৈ বহাৰ-বাৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে। সিহঁতৰ ধাৰণা হলে যে সাগৰৰ মাজত অকাই-পকাই সুৰি পেহত কাহাৰ ছুৰি লকলো মৰিব। কলমচক নিতীকটিৰে সিহঁতক বৃদ্ধাবলৈ ধৰিলে যে সিহঁতে কিছুদিনৰ দূৰত ধৰ লোপেৰে পৰিধূৰ বেপ পাগটে আক তাত হাৰা হুখে গাই-বৈ থাকিব পাৰিব। ইপিনে কাহাৰ কিমান দূৰ আহিছে তাৰ লেখ কলমচক ক কলমলৈ ধৰিলে। এইধৰে একেৰাৰে জিট দি পানী আক আকাশত বাজে আন একো খালাটাবোৰে কাপ্তানৰ আৰ্জ্জ আৰ্জ কৰি চিন দেখাবলৈ ধৰিলে আক কেতঁৰ সন্দীবিলাক এনে মতঃ—

সমৰ্থন কৰক ছাৰি গুণোটাৰ আনি নকৰিলে পেলো

নিমাতী হাময়।

কলম জননী	বহন-প্ৰহতি	যতক বিদেশী	কৰিছে সুবিদ্যা
বিশেষী ঢকী কাৰণ আট		মেদিগা লকলো	আত্তৰি লোহা;
বিশেষীৰে আতি	উপচি পৰিছে	যেদি চেগ্ৰা হেনি	বিশেষী কেমিহা
তোমাৰ সন্তান উচ্ছেদ প্ৰায়।		অসমীয়া হৈছে মুখলৈ ছেগ্ৰা।	
টীমা ও পজাবী	কেগা ও তাব্বী	কৰি কাৰবাৰ	অসম-বাসীৰে
বাহিৰে ভিতৰে গাইছে দুগি;		চক্ৰক্ৰি-ব্ৰদে বৰা	আকাল,—
সম্পৰ-শোণিত	শুভিব ধৰিছে	যৰ ডেউ আদি	ওপ্ৰগত কৰি
হৰেক বকসে	বৰিছে গুলি।	বিশেষী সকলে	ভগা ককাল।
বহুদী পগাবী	লটছে চাকবী,	নিজৰ খোৰাক	যতক বিদেশী
নিচী টিকাননী	বিশেষী পাৰ;	গাল কৰা মেদি	অসম আট,
তাব্বী বেগাবী	কেগা কাৰবাৰী	নালাগেনে বাক	ছিহাত অলপো ?
বত মল্লবাৰী "পতিমা আট"		তেহেলে আক	উপায় নাই!
মাতো সাগৰৰ	সিপাৰৰ পৰা	তুমি মা আমাৰ,	নাই অধিকাৰ
কতন বিশেষী	দিয়াৰি বন;	তোমাৰ বুকুত	বিশেষী কৰা;
তোমাৰ বুকুতে	বাগিচা বুলিছে,	সন্তান তোমাৰ	বেদখল ছই—
বাশি বাশি নিছে	তোমাৰে বন।	আছে পৰি হায়	ঠৈ কাহাৰ!
অগাবী মাহাজী	বিহাৰী উভীয়া	অসম জননী	বহন-প্ৰহতি
চাগ্ৰতালী এৰি	আগোন বেগ;	তোমাৰ ধনৰে	বিশেষ জৰে;
যোথাদী বাৰমী	মেপালী ভুটীয়া	(আজি) নিজৰ দেশতে	উপায় নাপাত
ধুটি-মাই ধন	কৰিলে শেষ।	অসমীয়া হায়!	শুকাই মৰে।
			"কানৰপী"।

অসমীয়াৰ মহিলা কবি।

সুঠৰ ক্ষমতা থকা নিৰীয়েই কবি। মাৰা-বলতে কাৰ-প্ৰাৰি। এবিধে নিজৰ মাজেৰি বিখক হয়। আমাৰ অসমীয়া মহিলা-সমাজত এগৰাকী মুখলীয়ে কবি-ব্ৰহ্মৰ পৰিচয় দি গৈছে। কেতঁৰ নিজৰিৰ খোজে। গ্ৰনো বিধৰ উদ্দেশ্য—সৌন্দৰ্য নাম ৬বমুনেশ্বৰী পাটনিহাৰ। স্বাধীয়া কৰিব মাখন কৰি সন্তাৰ সন্ধান কৰা। সৌন্দৰ্যৰ কেতিয়া মুক্তা হল, তেখেতৰ পৰিচয় কি আদি



না জানো। "অক্ষয়" নামে এক কবিতার কিতাপ এখন আমার হাতত আছে। কিতাপখনি পড়ি বন্দীরা কবিতা প্রকাশ করিল।

কিতাপখনিতে সর্বমোট ২৪টি কবিতা আছে। তার ভিতরত যি কয়েটটি কবিতাই তেওঁর কবিতা মন পবিত্র দিয়ে তাহে উল্লেখ করা হ'ল। "সোনার" বুলি কবিতাটির প্রথম পদ্যটোহে নারী দ্রবর এখনি পরিবার ছবি চকু আগত ডাকি ধরে। কোমল শব্দ আক ছন্দর সুস্থ গতিত ঐশ্বর ভক্তির ভয় স্পষ্ট তাহে সৃষ্টি উঠিছে। 'সোম' কবিতাটি অতি বিতোপন। প্রথমত চশমাবী তুলি দিলেই যথেষ্ট হব—

"সমা-হাতে আঁচিলো স্তম-হাতে হাস,  
হৃদিনীয়া পুণিবীত কেইদিন খাম।"

'সোম' এরি বি সকলোকে সমান ভাবে চাবলি অনিত্য-সাময়িক প্রেমর প্রচাৰ কবি মানবর চুদিনীয়া জীবন প্রথমত কবিতলে যি ইচ্ছিত দিছে, তাত নতুনক একো নাই যদিও ভাবিবর বস্ত আছে। নিজক সম্বোধন করিবলৈ গোহর আছে।

....নিরাম-বাসনার নাম লোহা মত কবিতা ছিয়ার নাছিল। 'আশা' বুলি আন এটি কবিতাত তেওঁ দেখুয়াইছে যে, আশাইহে সৃষ্টি বাহকো নব আদিমুগ। কবিতা বুজিছে "নিঃসঙ্গ পলিত্র আশা"। মাপ্তবর দর্শ পাৰ তৈ যোরা নাই। তেওঁ বদেপ-প্রেমিকাত। 'জমজুমি' কবিতাটি অতি উদার। তেওঁর জমজুমিত ভৌগোলিক সীমার ক্ষুদ্রতা নাই। 'টেকেলি', 'ভগা ব'ণ', বীৰ-প্ৰস-বিনী' আদি শব্দ গোটাট 'সামান্য অসম' গোলাবর স্পৃগা 'জমজুমিত' নাই। তেওঁ জমজুমিত ধর বুলিছে—

'ধর মোলি জন্ম আই তোমার  
দেশত.....'

ই তেওঁর গভীর বদেপ-প্রেমর পবিত্র। কথাবর এক, কিন্তু মহাম্পর্শী.....তেওঁ প্রকৃতির মত বুজে। 'মাগতী' মূল হাবিতে মূল হাবিতে শুকাই যোরা বেগি কবিতাে অল্পতব কবিছে আক বন্দীরা মূলক আওকান কবি যোরা বাটকবাক অরুতা কবিছে।.....

বেহত কবিতাে নিজর অক্ষমতা উপলভি কবি ঐশ্বরক কৈছে—

"নাই একো আকিফন মক দ্রবরত,  
কিছোর পুঞ্জি আদি,  
লক্ষ্য কাম্যাক্ষার কলেব'। তমু চবপত  
হেরা ব্রহ্মণ্ডর স্বামী।"

'লক্ষ্য কাম্যাক্ষার' মাজত অশ্ব-বেদনা পবিদুট তৈ উঠিছে, পবিদুট তৈ উঠিছে—বন্দী-দ্রবর মরণত।

'গোলাপ'-কবিতাটির শেষত কৈছে—  
"নকরিম গর্জ হই পু' যৌবনর,  
জানিছ'। সিহঁত অতি শুকান নিবস।

কিছ মোর কর্তব্যত তম বহুমান,  
মৃত্যুর পাছতো যেন থাকি যার খণ।"

বন্দীরা বাটনিয়ারে কর্তব্যর মৌল বুজিছিল। তেওঁ জানিছিল তেওঁর দ্রবরত কবির মরণ আছে। কোনো জানে তেওঁ জীয়াই পকাহলে সমরত তেওঁর লেখনিত আক শুভলা চিত্র মোলাপকৈছেন।..... কাগবসর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নাথাকিলেও বন্দীরা বাটনিয়ার যে কবি আছিল, তাব সন্দেহ নাই। প্রথম মহিলা-কবির স্বতি অমর হওক।..... বস্তমান কালর মহিলা-কবি প্রাচ্যে। শ্রীমুতা ধর্মে-ধরি বৈবী বকরা সকলোবে পরিচিত। তেওঁর "মুদর শবাই" শ্রী-মূলত কবিতার বিতোপন জয়।

শ্রী মানচন্দ্র বসু।

### তিস্তা।

অমৃতাধর—শ্রীমুক্ত প্রথমখণ্ড বিদী।  
[ প্রাচীন আশামী চৈতে অমৃতাধর ]

"তোমাৰে চেৰিাছিত্ত্ব বালোৰ মাটে  
অগ্নি তিত্তা। বিতৰিা গতি ঘাটে ঘাটে  
হিমালীৰ গস্তাৰণ শুক্ল-পৃথক্ জলে  
অবশেষে মিলাইতে উদাস কৃষ্ণলে  
বিগলবে মেঘ মান। হেৰিতেছি পুন,  
এ গিৰি শিখৰে নিস্তা নৰ্তন-নিপুণ  
তৰী মেনকাৰ মত অক্স গলালে  
উচ্চকি' পাইন বন নামো ধাণে, ধাণে।

তোমাৰে চেৰিাছিত্ত্ব বন্ধেৰ প্ৰাপ্তবে  
কাম্পিত মল্লিকাৰাম শঙ্কিত-চৰণা।  
আঁজি তুমি একি ক্ৰুপে এ ছিমাতি 'পৰে  
থৰ বৰিকবে কীৰ্ণ একটী অৰণা।  
চেৰিতেছি আঁজি সখি তোমাৰ অস্তৰে  
কি আকৃতি অবিশ্ৰাম কহে 'আনাগোনা'।"  
( প্রবাসী—১৩৩৭ চন, ভাঙ্গ, ৭৪৫ পৃষ্ঠা )।

'তিস্তা' নৈৰ বিষয়ে গুপতৰ দিহা কবিতাটো  
প্রাচীনত প্রকাশ তৈ গৈছে; ই অল্পে প্রকৃত কবি-  
তাৰ শাবীত নামবে, ই 'চনেট' হে কিতকরা হব  
হল। ইয়াৰ বচনা কাল; পুৰণি অসমীয়াত ই  
আক বেচি ভাল আছিল সম্ভব। কোনো পুৰণি  
পুণিত কোনো শোকে ইয়াৰ অসমীয়া ভাষাটো পালে  
'বিবাহেই' ছপাই দিবলৈ অল্পবোধ কবিলে।

ইয়াৰি অবিদ্যায় কবিতাে অসমীয়া ভাষাতেই কবিতা  
বা কোনো পুণি বচনা করা একো আচৰিত  
নহয়। ইয়াৰ কোনোটা সত্য মূল্যসকলে বিচার  
কবি চাও।

এই কবিতাটোৰ মূলটো সম্ভব কোনো অসমীয়া  
জিজ কবিতাে বচনা করা; যদিহে কোনো বঙ্গালী  
কবিতাে বচনা করা, তেহে সেই কথাৰ পৰা প্রাচীন  
কালত বঙ্গালী কবিতাে অসমীয়া ভাষাক আদৰ  
করা প্রমাণ পোৱা যায়। আশ্বৰ দিনত কেচ-  
বিয়া, বংগু, জলাপাইকবি আদি জিলাত প্রাচীন  
সাম্প্ৰ বাচাৰ ভিতকৰা আছিল; গতিকে সেই

'তিস্তা' আক 'তৰী' পৃথক পৃথক। 'তিস্তা'  
নৈ বিষয়ত দেশত্ৰ হুদৰ পৰা এলাই গৈ জলাপাই-  
কবি জিলাৰ মাটে যি নৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে।  
'তিস্তা' নৈৰ বিষয়ে আক কিবা বৰি কবিতাত পাৰ  
হবেই শ্রীমুক্ত বিদী মহাশয়ে মুলাবে সৈতে প্রকাশ  
কবিতা বুলি আশা কৰো। ইতি—

মুদবীদিহা সত,  
গো: বংগেটা।  
শ্রীশ্রীমাহেশ্বৰেৰ তিষ্টি,  
১৬ ভাঙ্গ, ১৮৫০ শক।  
শ্রী শ্রীৰামচন্দ্র বসু।

## সাত্ত্বনা ।

আজ্জাইল (১) ডিব নিশ্বাস ;  
নকলোকে দি দুখ গায় তাত কি অুখ—  
নকলোবে ত্ৰাণি জরয় ?

নহয়, এয়ে তেওঁর বাহুসায়,  
খোদাই দিছে তেওঁক সমজাই ;  
তেজিগাবে পরা পালে তেওঁ মরতবা (২) জাজ্জাদ (৩) ;  
“কর্তব্য” গালন করি লকে মনত আজ্জাদ ।

নাবাণি তার চিন,  
জাহর সক চিন,  
পথর ভিক্কাবী কিখা সমাট আওলাদ (৪) ;  
করাণি নিবিহে তেওঁ কোনোজনক বাদ ।

নাগাট কেবেঁ বেহায়, (৫)  
বদিও থাকে দিয়াট—  
নাগাবলৈ মৃত্যু-কষ্টর কেতিয়াও খাদ ।

খোদার অতি স্রিয় হজরত বচুল (৬),  
নকরিও আবুজাহলে (৭) ‘দীন’ কবুল ;  
হজরত ইউছুফ নবি সৌন্দর্যর ফুল,  
কবিছিল মিছবী নাবীক তেওঁ বিদাকুল ;  
অতি-ছিয়া (৮) মোব্বাজিন (৯) হজরত বিলাল ;  
নোহাবিলে কোনোজনে যমক দিব তাল ।

(১) আজ্জাইল=যম (২) মরতবা=ক্ষমতা (৩) জাজ্জাদ=অত্যাচারী  
(৪) আওলাদ=বংশ-পরিবার, (৫) বেহায়=মুক্তি, (৬) বচুল=হজরত  
মোহম্মদ (সঃ) বুকাইছে। (৭) আবুজাহলে=এজন বিদগ্ধী, হজরতর পথান  
শজ, (৮) অতি-ছিয়া=কলা, (৯) মোব্বাজিন=আজান দিরা মাহুহ ।

প্রথম জর্জরিও ইমাম (১) উভয়,  
যমর হাফতে জ্বো হৈ গল নয় ;

প্রথম চকু-লো ওলায়,  
যমেনো জুবুজেনে হায় !

তেওঁ ইমাম নিটু-ব—

মাছুকক (২) কাটি নি,  
আছুকক (৩) কষ্ট দি,  
পায় আনন্দ শ্রুত ।

মরনর স্বামীক নিয়ে মাবি,  
মেহর সন্তানক নিয়ে কাটি ;  
নাখাটেতো কাবো জোব ..... ।

প্রথম নপবে ওব.....  
“প্রবীর নওচা (৪) ইমাম হাজ্জান-গোব ;  
পরিলে মনত কথা,  
অজরত লাগে বাখা—  
উঃ! ধস্তেবতে দাম্পত্যক বিয়ে খমে গোব ।

হতভাগী চখিনার, (৫)

প্রথম জ্বনী সংসার ;

নোবাবে তথাপি তার তুলিগলৈ হোব ॥

এই দবে “জ্বোদে(৬) বিখক আছে কনুবাই ;  
নাই ফল করা যদি সদায় হায়! তার! ॥

চান্দ মোহাম্মদ জৌশ্ববী (কামকপী) ।

(১) ইমাম=আচার্য্য (২) মাছুক=যার ওপরত পেমাসক্ত হয় (৩) আছুক=  
যেহে পেমাসক্ত হয়। (৪) প্রবীর নওচা=প্রবণতা পরিমিত সময় দবা হৈ  
থকা ; এওঁ বিয়া কবোয়ার অলপ পাচতে কারবারলগত যুক্ত কবি ঢুকাইছে।  
(৫) চখিনা=এওঁ ইমাম হজরেনর কীরক, ইমাম হাজ্জানর পুতেকটল  
কারবালতে বিদ্যা দিছিল আক বিদ্যার অলপ পাচতে বিদয়া হৈছিল।  
(৬) খোদে= আশ্রয় স্থান হৈছে ।

• এই গল্পটি লেখকর “বেহীছর-হীছ” নামক হাতে-লেখা অল্পস্বাত  
থকা কিতাপর পরা দিগা হৈছে।— লেখক ।

আগৰ দিনৰে পৰাই অসমীয়া লৰা-ডেউকা, গীত বচনা কৰি থৈ গৈছে। বহুত অসমীয়া বৃঢ়া-বৃঢ়ী সকলো মাহুছেই গীত গাই সন্ধ্যাৰ গীত এতিয়াও অক্ষয়কালিত তৈ আছে; যোৰ হাতৰ পাগু,—সংসাৰৰ সকলো প্ৰকাৰ গুণে-বৈজ্ঞানিক অক্ষয়-ধৰ্মা গীতৰ কেইটামান ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হল। অক্ষিযোগ্য শাহৰে। গীত-প্ৰাণ অসমীয়া জাতি। তলত বিহা গীতটো শ্ৰীমতীবিয়া সত্ৰৰ শ্ৰীমত গীতৰ নাম অনুশিষ্ট অসমীয়া মাহুধৰ মন-প্ৰাণ অৰুপ্ৰনাথ পালে যোৰ হাতত দিছিল। এই পুলাকিত হৈ উঠে, এই কাৰণেই হবলা আমাৰ গীতটো দীঘল পুৰত গালে অনুশিষ্টে বৰ পুৰুষ। গুৰুসকলে নানান অৰুপ অসংখ্য বহুমুখীয়া গীতৰ ঠাচু প্ৰায় লবোৱা নাই।

গীত

১। যোবা— গুৰু মোৰ শৰুৰ সংসাৰ-জালে টেলেলা বনী,  
 গুৰু মোৰ মাহৰ মাহাৰ জালে টেলেলা বনী।  
 পদ— অ' গুৰু অ' ধন ধন বুলি মই ধন সাক্ষিলেঁ  
 বহু দিন খাম পাম বুলি,  
 অ' গুৰু ধন বৈল পৰি জীৱ গৈল উৰি  
 ই দেহত নাহি তৰসাহে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' পুণ্ডুৱীৰ পাৰতে একে ডেলি বিবিধ  
 তাতে নানান পখীৰ বাহা (বাহ);  
 অ' গুৰু বিহাংন বেলা হ'ল পখী উৰি গ'ল  
 এৰিলে বিবিধৰ আশাতে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' পাহাৰৰ কাৰতে এযোবা বগলা  
 তাতাৰ নাই একো পাখা,  
 অ' গুৰু এনে সোণাৰ দেহা গুলি পতি যায়  
 ই দেহত নাহি তৰসাহে। ( গুৰু মোৰ..... )

এই গীতৰ পদবিনি শ্ৰীমত বীৰেজ নাথ চৌধাৰীৰ পৰা তলত দিহা মতে গ পাইছে। যোবা আৰু অৰুপ একে। গীতটো সজাত চুৱাৰো গোৱা বৈছিল।

অ' গুৰু অ' ধন ধন কৰি মই ধন সাক্ষিলেঁ  
 যবে অৰুপে মাগি কুৰি,  
 অ' গুৰু ধন বৈল পৰি দেহ গৈল মৰি  
 সেই ধন গইলো এৰিহে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' পুণ্ডুৱীৰ পাৰতে একে ডেলি বিবিধ  
 —নানান পখী আছে পৰি,

অ' গুৰু বুকু বৈল পৰি পখী গৈল উৰি  
 সেই পখী নাচায় পুৰিহে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' পৰ্ণিতৰ কাৰতে একে যোৰ বগলা  
 তাৰ নাই এডালো পাখা,  
 অ' গুৰু জীৱৰ বিলাই সচিৰ মোৱাৰি  
 সেই জীৱৰ এৰিলে আশাতে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' একেধন সংসাৰে নানান পখী আছে  
 উলাসিত মনে কুৰি  
 অ' গুৰু মৰণ-বাতিৰি পালে চকু মুৰি যায়।  
 সকলোৰে মাহা কুলিহে ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' দেহৰে ভিতৰে চকু কৰি আদি  
 টৈমা জন বনী আছে,  
 অ' গুৰু সেই টৈমা সাৰথীক জীৱৰ লগতে  
 সাক্ষী কৰি ৰবি দিছেহে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' অন্তিম কালতে সংসাৰ তাগ কৰি  
 ৰবি হৰ পৰাণ লৰ,  
 অ' গুৰু সেই টৈমা সাক্ষীয়ে সংসাৰে কথা  
 সকলোকে ভাঙি কৰহে। ( গুৰু মোৰ..... )  
 অ' গুৰু অ' বিশ্ব-মায়াত পৰি পাম পুইন কৰিলে  
 সকলো বখীয়ে জানে,  
 অ' গুৰু পৰাণ গৈলে উৰি যমৰ আগতে  
 সকলো কাছিনী জগেহে। ( গুৰু মোৰ শৰুৰ..... )

এই গীতটো দেৱ-বিচাৰৰ গীতৰ শ্ৰেণীত পৰিব। ইয়াৰ বচক টিক কৰিব পৰা টান। বচকজন খুব সত্ৰৰ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ নাইবা শ্ৰীমাদ্ৰুপেণৰ শিষ্য আছিল।

তলত দিহা গীতটো বৰপেটা সত্ৰৰ গুৰুত থকা নসত্ৰৰ সত্ৰৰ অক্ষয় গাৱক এজনৰ পৰা মই বহু বছৰ মান আগতে লিখি ৰাখিছিলোঁ। ই আন কোনো কিতাপত ছপা বৈছে নে নাই হোৱা নাভানো; তথাপি ইয়াক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ বাঢ়ালোঁ, কাৰণ গীতটো ক্ৰমে এমুৰৰ পৰা দীঘল অৰুপ গাই থাকিলে শুনি থাকিবৰে মন যায়। ই বাবসাহী গীতৰ ভিতৰত পৰিব।

গীত ।

২। অৰ্জুন বোলন্ত তনু প্রভু কৃপাময় ।  
কোন মাতে কোন নাম কহিছো বুঝাই ।  
হেন তনি নারায়ণে হামিহা বুঝিলা ।  
কেশব নাম মোর আখোষত কৈলা ।  
নারায়ণ নাম সখি পুত্র কৈলা মাসে ।  
তোমার আগত সখি কহিলো প্রকাশে ॥  
মাথব মাহত মাহর নাম কৈলা ।  
অৰ্জুনক সখোধি কৃষ্ণে কহিবাক গৈলা ॥  
গোবিন্দ নাম মোর মাথ যে কালুগুণম ।  
হরি কথ ঠৈর মাসে জানিবা অৰ্জুন ।  
মধুসূদন নাম কৈলা বহাগর মাসে ।  
তোমার আগত সখি কহিলো প্রকাশে ॥  
ছোঠ মাসে বিষ্ণু নাম জানিবা নিশ্চর ।  
তোমার আগত কহিলোহো দনঞ্জর ॥  
ব্রাহ্মণ নাম মোর আঘাত কৈলা ।  
অৰ্জুন নাম সখি শ্রান্তর কৈলা ॥  
জুবীকেশ নাম কৈলা ভাত্র হেন মাসে ।  
হোমার আগত সখি কহিলো প্রকাশে ॥  
আহিন মাহত মোর নাকিগর নাম ।  
তোমার আগত কহিলোহো ভগ্ন রাম ॥

হামোদর নাম সখি কান্তি মাতে কৈলা ।  
এই বার নাম ( কৃষ্ণে ) অৰ্জুনত কৈলা ॥  
বার মাহী নাম কথা দিনে গিনে হবে ।  
নিবন্ধবে পাণ সখি নিতে কয় কবে ॥  
কৃষ্ণে কহিলন্ত কথা শুনে বনঞ্জর ।  
নরকোর করিলন্ত গায়ে মাথা বহে ॥  
হেন জানি নারায়ণে কৈলা অৰ্জুনত ।  
তাৰণ উপায় চিন্তি গুণিহা মনত ॥  
সাপু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ ধবা ।  
সাপু সঙ্গ ধরি শুনে মংসাৰক ত্বা ॥  
অনাথ নাথক প্রভু বিবেক সুহা ॥  
তমু চরণত পাতু গৈলোহো বিজ্ঞ ॥  
ইবার নেবিবা মোক দেয় নারায়ণ ।  
অক্ষর চরণে মই পশিলে শরণ ॥  
কহে বাম সবসই এবি আন কাম ।  
পাতক চাবোক ডাকি বোলা রাম রাম ॥

টলো ; } শ্রী শ্রীরামচন্দ্র দাস ।  
৩ মাঘ, ১৮৭২ শক । }

পুৰণি গীত ।

তপস্বি সংগ্রহ ।

মই বোতা ইং ৪১২৩১ তারিখে ঘকটা কামত  
মাগি আছে, নেনেতে মাদিকপুত্রর স্মৃতিত গদ্যপ্রসাদ  
বৈষ্ণব নামব লোক এজন আদি মোর ভবত  
উপস্থিত । তেওঁর পরাই দর লবলাকটিক এই  
গীতকেইটা লিখি রাখা হ'ল । তেওঁ চট্টমান  
গীত গাই শুনাইছিল । মাহুহখনে পুৰণি গীত

বহুত জানে, সমসর অভাবত আক লিখিব গর  
নহল । এই গীতকেইটা কোনো কাকতত ছপা  
হৈছে নে মাই তোহা আমি কব নোবোহে ।  
এনে গীতর মুলা আছে । কিছুমান স্মৃতি স্মরণ  
পুৰণি গীত এতিমালেককে ছলা নোবোহাও আমর  
পুৰণি সাহিত্যর ভেটি এতিমাত টিক ২৪ টটা নাই ।

১। দিহা—গীতা শান্তি হে তোহোকে নবনু জাল ।  
অবর্ণন দলিছাই গা জব নকবে  
তোক লাগে দিবিগর ( দুগর ) ছাল  
পর—বিক বিক বহুশব বিক বাহবল ।  
বিক বিক বযুগতি ।  
এহুবা বরসে শবীর মোর কশিলা  
মই নাবী তব সুবতী ॥  
কিনো মোর বিধাতা কপালে লিখিলা  
ইহাক নজানো মনে ।  
গুঞ্জিল দুগর ছাল পাতিলা তজাল  
গতু গৈলা ঘোর বনে ॥  
লক্ষণ লক্ষণ বাপু লক্ষণ  
প্রভুর কহিত আই ।  
যোহা শীঘ্র কবি বিলম্ব নকবি  
প্রভুক বাকসে খার ॥  
যতেক দেখাধা সুরবর্ণর দুগ  
অন্তেক বাক্ষসর ময়া ।  
তাহোক ববিহা আসিব এখনি  
চিত্ত হিব কবা কাহা ॥  
লক্ষণ লক্ষণ চক্কন লক্ষণ  
তোহোর বুজিলে আন ।  
প্রভুর বিচনে তোব মনে বজ  
মোক কবা হাবিলাথ ॥  
লাগে বোলন্ত হতে ভুদি চুই  
বিষ্ণু বিষ্ণু রাম হবি ।  
তোব বজ বাক্যে শবীর মোর কশিলা  
কিলক নগৈলে মবি ॥  
কণে ওর্গাববি জনেক জীয়াবী  
নকরিষা মনে পোক ।  
বিবি নিরুদ্ধ শণ্ডাইতে নগাবি  
বাথবে হবিব তোক ॥

২। দিগা—লক্ষণে গৈলন্ত বাম অধোগে  
 সীতাক অৰণ্যে থৈয়া। ( বাম বায় )  
 বাজা লজ্জাৰ নাথ মিলিলা তপাত  
 সন্ন্যাসীৰ বেশ ধৰিলা ॥  
 পদ—দান দেহ বুলি আবার কৰম  
 মেঘৰ ( পজাৰ ) বাহিৰে বহি। ( বাম বাম )  
 ঘৰে থাকি গীতা ত্ৰিভুগত মাতা  
 শুনিয়া আছে বৈদেহী ॥  
 দণ্ড কমণ্ডলু মৃগ ছাল হাতে  
 ভাঙ্গৈ বিদ্বুহিত কাহ।  
 কড়মড় কৰি দশন চোবায়  
 ডব্বক খানিক বায় ॥  
 উপায় ( ছল ) কৰিলা আইলা চুৰাচাৰ  
 সীতাক হৰিবাব মনে।  
 বামৰ চৰণ কৰিয়া বন্দন  
 কৰি দাস ত্ৰণা কণে ॥

সীতাদেবী পজাৰ তলত অকলে আছে ; সেই কাৰণে তেওঁ লক্ষণৰ  
 কবাটলৈ মন কৰি ছাৰবেশী জঘিক কলে।

৩। দিগা—ওহে তপস্বীয়া, আজি বাহুবিয়া ( উলটি ) যোবা ঘৰে  
 অল্প দিনা বিদ্যা দান, লাগে কিলা দত মান,  
 আসক্তে প্ৰভু বাম গদাধৰ।  
 পদ—একাল সবে আছু আমি, দুগৰে গৈলন্ত শ্বোৰামী,  
 লক্ষণক পাঠাইলো অধোগে।  
 ঘৰে নাহি কোন জন, কোনে আসি দিব দান,  
 শূনা ঘৰে আসিলা সন্ন্যাসী ॥  
 গাভীৰ তিনি বেথা আগতে প্ৰত্যেক বেথা,  
 ইহাক লাৰ হইবো কিমতে।  
 পতিব্ৰতা ধৰ্ম্ম দোহ, সবেও হইবেক নষ্ট,  
 আজা তল হইবেক বামৰ ॥  
 শ্বোৰামীত লুহুদি কণ্ঠ, কৰে বিদ্যা নাৰী ধৰ্ম্ম,  
 তাৰ এক নাহিক প্ৰকাশ।

পাশ্বে শুনি আছে। কথা, সমস্তে হুইবেক বুখ।  
 কণে কৰি ত্ৰণাবিৰ দাস ॥  
 ৪। দিগা—ওকি বিধিহে বিধিহে কৰ্ম বন্ধ এৰাইতে নপাবি।  
 নিৰ্ধন কুলৰ মাজে কলন্ত বহিলবে  
 আমি তৈলো কুল-সংহাৰিণী ॥  
 পদ—কিবা কুলকিণী লাগি, প্ৰভুত পাঠাইলো বনে  
 লক্ষণক পাঠাইলো অধোগে।  
 শূন্ত ঘৰে পাই মোক, বাৰণে কৰিলাবে,  
 লঘু হইলো আপুনাৰ গোৰে ॥  
 দুগ মাৰিগা শামী, পালতি ( উলটি ) আসিৰ ঘৰে  
 শূন্ত ঘৰে নেদেখিব গীতা।  
 কি ভৈলা কি ভৈলা বুলি, অৰণ্যত ত্ৰমিবৰে  
 চিন্তা কৰি হৈব ব্যাকুলিতা ॥  
 অন্যো মনু কৰিব, তাক প্ৰভু নজানিব,  
 মোক দোষ দিবন্ত বতুলতি।  
 বনবাসে আসি গীতা, বব ত্ৰণ পাইলাবে,  
 এৰিগা পলাইলা নিজ পতি ॥  
 সম্পদৰ লুন্ডবী নাৰী, আপৰ কাশত গৈলা এৰি,  
 তিবী জাতি নোহে বিশ্বাসিনী।  
 এহি বুলি ঘোৰ মনে, কাঙ্কিবে সৰ্বকণে,  
 মই তৈলো কুল-কলহিনী ॥  
 ইটা ভনমক লাগি নকৰা নৈবশকে  
 পুহু নাহি দেখিব মনে।  
 ৫। হা কৰি মাহা উদ্ধক নাচাৰাৰে  
 কৰি ত্ৰণাবিৰ দাসে কণে ॥  
 ৬। দিগা—ওকি বিধিহে বিধিহে হায় হায় বিধিহে  
 কোনে খেণে জনম লভিলো।  
 কি কৰিলো যোৰ পাণ, হুণ্ডচে মনৰ তাণ,  
 বাম হেন শামী তেহুইলো ॥  
 পদ—বামৰ তাধ্যাক কৰি, বাৰণে আনিলাবে,  
 এহি ঘোষিবেক বাজো বাজো।  
 পতিব্ৰতা ধৰ্ম্ম মোৰ, সবেও নষ্ট ভৈলাবে,  
 হেন প্ৰাণ ধৰো কোন লাভে ॥

লক্ষ বর (?) মন জীব, দুই লক্ষ জাতি,  
তিনি লক্ষ সতীর্থ ক্রিয়া।  
হেনন অমৃগা ধন, কেন মতে বাধিবোহো,  
সজাত নাথাবে বধুপতি।।  
চন্দ্র আদিত্য জেউতি, গগন প্রকাশে,  
তাঁত তৈলা কলাক খিরাতি।  
বেন তেন প্রকাশে, শান্তি ধৰে বাধিবোহো,  
সজাত নাথাবে বধুপতি।  
বায়বর ভয়তে মায়া, কাশিয়ার আকুল হৈয়া,  
শরীর ঢাকিয়া দীর্ঘ কেশে।  
হা হা বাম বুলিয়োক উড়ক নাচাৰাহে  
ভনে কবি দুর্গাবধি হাঙ্গে।

তলস্কটো দেহ-বিচাৰ গীত—

৮। সিদ্ধা—মন বকরা অ' বাজা গবমাছা  
জৌউ কুকনতে কোবাহে। (মন বকরা অ')  
অহঙ্কাৰে হাবা চিত্তে হল চৌধুরী  
বিচাৰ কৰিয়া লভা।।  
পশ—বুদ্ধিত আশ্রয় কৰাহে মন তই  
চিত্ততে কৰাতা বতি।  
জীৱ গবমাছা এক স্থানে কৈলে  
তেবেলে হৈবো ভক্ততি।।  
ধন প্রকৃতির বিগাধ লাগিছে  
ই দুইৰ নাহি বিস্তাৰ।  
ই দুইৰ কাৰণে সংসাৰনান বৈ মৰে  
খতি নাহি বাতি নিন।।  
পতিও নগাইবা উচিত বুজিবা  
মহা ধৰ্মে দিবা দিত।  
পাৱে গাৱে ভূমি মিচাৰ কৰিয়া  
লোকে দেখিবল্য হিত।।  
ভিৰশিনীৰ ( ? ) ঘাটতে শুক বহি আছে  
পাতিয়া বচন হাট।

শুধু জৌউ মৰে কিনা বিকা কৰে  
চিত্ত দূৰ কৰি তাত।।  
কহয়ে মাধৱ অনা মোৰ বাক্য  
ভক্তিকে কৰা সাৰ।  
ওকৰ ভাণে ভক্তিত কৰিয়া  
শুধে হৈবা ভবনদী পাৰ।।

এই গীত-বচক কবিসকলৰ জীৱন-কাহিনী সংগ্ৰহ কৰি ছপাব  
পাৰিলে বৰ মূল্যবান পুথি হ'ব। পৰমেশ্বৰে কৃপা কৰিলে এনেকুৱা  
গীত আৰু কিছুমান প্রকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। ইতি  
সুন্দৰীদিয়া সহ;

১। ১২। ৩২

শ্ৰীশ্ৰীৰামচন্দ্ৰ দাস।

লাইশ্ৰেণী-পৰিচালন।

বিচাৰ নিকা কৰিবলৈ যেনেইক মুগ-কলেজ  
বিলাকেট অনুমোদিত কেন্দ্ৰ স্থল ষ্টিক তেনেইকহে  
জান আৰ্জন কৰিবৰ নিমিত্তে লাইশ্ৰেণী প্রধান  
কেন্দ্ৰস্থল। মুগ-কলেজবিলাকত জ্ঞান শিক্ষা দিয়া  
হয় সঁচা; কিন্তু সেই শিক্ষাই সম্পূৰ্ণতা নাপায়,  
মিছেই জীৱন অস্ত নহয় মানে জ্ঞানার্জনৰ ওৰ  
নপৰে। দৰাচলতে লাইশ্ৰেণী জ্ঞানৰ কঁৰাল বুকপ।  
ইয়াৰ পৰা নিজৰ নিজৰ কচি অঙ্কুশাটী থাকি  
গলে তেওঁ তাকে আহৰণকমতে আহৰণ কৰিব পাৰে।  
কোনো এজন সুবিজ্ঞ লোকে বেলে কৈছিল,  
“এটা মুগ পতা মানে এখন কাৰাগাৰ কছ কৰা।”  
এতিয়া আমাৰ মতে এখন লাইশ্ৰেণী স্থাপন কৰাটো  
তাটকৈ অনেক গুণে মহৎ—এখন নৰ্কপুৰী ধৰে  
কৰাৰ তুল্য। কিয়নো “নহি জ্ঞানে মদুশং  
পৰিহাৰিত বিজ্ঞে” অৰ্থাৎ এই জগতত জ্ঞানতকৈ  
শ্ৰেষ্ঠমত বস্তু আন একোকেই নাই। আৰু অজ্ঞান  
আন্ধাৰেই সৰ্বনাশৰ মূল। এতেকে এই জ্ঞান-  
প্রাণীমণী লাইশ্ৰেণীৰ পৰিচালনাৰ সম্পৰ্কত মন্থণ  
হোৱাটো সকলো লোকৰে জ্ঞকতৰ কৰ্তব্য।  
জ্ঞান আৰু সভ্যতাৰ বিস্তাৰ আৰু সাহিত্যৰ বিকা-  
শৰ লগে লগেই লাইশ্ৰেণীৰ প্ৰয়োজনীয়তাও ক্ৰমাৎ  
বৰ্ধিতকৰণে বাঢ়ি বাঢ়ি যাব লাগিছে। বৰ্ত্তমান উন্নত  
দেশ বিলাকত ইয়াৰ বহুল প্ৰচলন দেখিলে সঁচাকৈয়ে  
শুভ হ'ব লগীয়া হয়। কোথা বাতলা যে সেই  
বোৰ দেশত গাঁও-নগৰে পৰা মুগ-কলেজ বিলাকৰ  
সংখ্যাতকৈ লাইশ্ৰেণীৰ সংখ্যা বহুত বেচি। তাত  
এনে কোনো আঙঠতীয়া ঠাই নাই য'ত লাইশ্ৰেণীৰ  
সুবিধা নোপোৱাকৈ এমিনো থাকিবলগীয়া হয়।  
সমাজ আৰু সভ্যতাৰ বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ লগে  
লগে লাইশ্ৰেণী প্ৰতিষ্ঠানে জনসং উন্নত নোহোৱাকৈ  
থকা নাই। আজিকালিৰ উন্নত দেশ বিলাকত  
থকা একোখন লাইশ্ৰেণীৰ অৱস্থা, কাৰ্খা-কলাপ পৰি-

বর্ণন করিলে নিশ্চয় আচরিত হব লাগে। সেই বোর দেশের শিক্ষিত সমাজ আক কৰ্তৃকই কুল-কল্যাণ চলাইলে যিমান বহু লাভ তার লাইব্রেরী পরিচালনা করিবলৈ হাতকৈ অনেক কণে বহুৰ্ক হয়। তেওঁবিলাকে লাইব্রেরীঘোর ভাল বসকৰে চলাইল প্ৰকৃতকৈ 'ডিবেটৰ' 'ইনস্পেক্টৰ' ইত্যাদিৰে একোটা দিমাগ্য স্থাপন কৰি লৈছে। তত্পৰি লাইব্রেরী "এছাৰ্ভিয়েচন" "কমিটি" আদিৰে আছেই। এই বিলাকৰ ঘৰা তেওঁলোকে ব্ৰহ্মুত কাৰে জন-মত সংগঠন কৰি এনে ব্ৰহ্মৰ আক পৰিণামটকৈ কাৰ্য্য চলাইছে যে সেইঘোর দেখিলে ম'চাকৈৰে দন আনকহে নিহই হয়।

অকল সেয়ে নহয় সম্প্ৰতি শিক্ষিত সমাজ বিলাকৰ ভিতৰত লাইব্রেরীৰ প্ৰচলন ইমান বাড়ি গৈছে যে সেইঘোৰ ঠাইৰ লাইব্রেরীয়ে চলক স্বত্বহীলেকো পতি কৰি লগীয়া হৈছে। বৰ্তমান সেই বোর ঠাইত 'ট্ৰেভেলিং লাইব্রেরী' (জামামান গ্ৰন্থাগাৰ প্ৰতিষ্ঠা বা গঠন কৰা হৈছে।) এই গ্ৰন্থাগাৰে প্ৰতি সপ্ত 'আদাম'ৰ বা বাৰতত প্ৰত্যেকজনীৰ দিঘৰ বাছি বাছি কিছুমান কিতাপ কৰাই লৈ সেইটো ঘৰে ঘৰে লৈ সুক্ৰমা হয়। তেতিয়া গৃহস্থীসকলে বাক বিধি লাগে আৰম্ভক মতে তাৰ পৰাইসেই কিতাপ লৈ নিয়মমতে বহুসামাজ্য ছিদ্ধ বা বৰঙনি গ্ৰহণ কৰে। আক পাছত নিৰ্দ্ধাৰিত তাৰিখত সেই কিতাপ ঘূৰাই লৈ পূৰ্ণতঃ আন কিতাপ বিতৰণ কৰে। এই অকিন্তন গ্ৰন্থাৰে লাইব্রেরীৰ কৰ্ত্তব্য বহুতো পৰিচালিত হৈছে। ইচাৰ ঘৰা লাইব্রেরীৰ পৰা কিতাপ লণ্ডতাৰ স্বৰ্ণ আক সমুহৰ বহুতো লাভ হয় আক লাইব্রেরীৰ সফলতা সম্প্ৰদিক্ত হয়।

উল্লিখিত কাৰ্য্য-প্ৰণালী বা জামামান গ্ৰন্থাগাৰ ঘৰা গাঠনীয়া সমাজৰ আক বিশেষকৈ মহিলা আদি লাইব্রেরীৰ পৰা কিতাপ আনিবলৈ যাৰ

নোৱাৰা বা সমুহ নোপোৱা লোকসকলৰ ঠাই উপকাৰ সাধন কৰা হৈছে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তে আৰ্জিকালি সকলো উন্নত দেশতেই ইয়াৰ স্তত প্ৰচলন প্ৰবৰ্ত্তিত হৈছে। আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত বৰ্ত্তমান আন আন ঠাইত নহলেও বহুলা বাৰতত তেতিয়াই তাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া বহুলা বাৰতৰ প্ৰজাসকলৰ শিক্ষা বিষয়ত উচ্চ প্ৰণালীৰ ঘৰা আশাতীত উপকাৰ পোৱা হৈছে বুলি তাৰ স্ত্ৰীসমাজে স্বীকাৰ কৰিছে; সেইঘাৰে অধৰকবিশয়ত এই কাৰ্য্য-প্ৰণালী বা জামামান গ্ৰন্থা-গাৰ গোটেই পুৰ্ব্বিকতে যে প্ৰচাৰ নহন তাক কোনে নিশ্চয়কৈ কব পাৰিব।

প্ৰাচীন কালৰ তাৰাতত লাইব্রেরীৰ বহল প্ৰচ-লন যথেষ্টক্ৰমে আছিল বুলি অনেক প্ৰমাণ পোৱা যায়। আৰ্জিকালি পুৰণি মগধৰ ভ্ৰা-বশেষ বিলাকতো সেইঘোৰৰ দিগ্ৰন নিৰ্ধন নোপো-ৱাকৈ থকা নাই। আগৰ কালৰ অসমতো লাই-ৱেৰীৰ প্ৰচলন প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছিল। প্ৰাচীন অসমীয়া সকলে লাইব্রেরীৰ মৰ্য্যল অক্ষুৰ্ণক্ৰমে সুকাৰ নিমিত্তেই যে মহাপ্ৰকৃষক শম্ভৰ, অসমীয়াৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে লাইব্রেরীৰ পূৰ্ণ প্ৰচলন কৰিবলৈ প্ৰয়াস পাৰিছিল, তাক অনাগালে বুজিব পাৰি। অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে থকা "কীৰ্ত্তন ঘৰ" বিলাক তাৰে এক বিশিষ্ট প্ৰমাণ বুলিলে বোৰকৰো দিছা নহব। বাৰ্ত্তিক কীৰ্ত্তন ঘৰ অসমীয়াৰ এটি প্ৰধান বিশেষত্ব। কীৰ্ত্তন ঘৰে আকিতও বহুতো লাইব্রেরীৰ নিৰ্ধন বৰূপে ভগ্নসত্তত নিচলা অসমীয়াৰ স্থান অটুট ৰাখিছে। প্ৰত্যেক অসমীয়াই নিজৰ ঘৰে ঘৰে এই কীৰ্ত্তন ঘৰত থকা পুথি-ভাণ্ডাৰ উন্নতি কৰিলে পুৰণি উদ্ভব লগা এটি প্ৰবৰ্ত্তিত হব।

বৰ চুখৰ বিষয় এই যে বৰ্ত্তমান যুগৰ অস-মীয়া সকলে সেই লাইব্রেরী পৰিচালনৰ কাৰ্য্য কেতিয়াবাৰ পৰাই বিসৰ্জন ৰিছে। এতিয়োকৈ

লাইব্রেরী বিসৰ্জন দিহাৰ কাৰণ বহুত। সেইঘোৰ আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াত ঠাই নাই। মুঠতে লাইব্রেরী বিসৰ্জন দিহাৰ পৰাই যে তেওঁলোকৰ শেৰী, বীধি, জ্ঞান, পৰিমা, ঐশ্বৰ্য্য, বিকৃত ইত্যাদি সকলো হবি বাৰ লগিছে তাত সন্দেহ নাই। সাহিত্যই সমাজৰ মৰ্ব্বী থকগ; সাহিত্যৰ বিধনে সকলো অঙ্গাৰ। কিন্তু লাইব্রেরী নহলে সাহিত্য ক'ত'ক সেই গুণেৰে এতিয়া তেওঁবিলাক সকলো বৰমে দুৰ্গত, পৰললিত আক পৰমুখাপেকী। লাইব্রেরীৰ উন্নতি নকৰিলে সাহিত্যৰ উন্নতি নহয়; আক সাহিত্যৰ উন্নতি অৰ্থাৎ বিকাশ নহলে সমাজৰ উন্নতিও আশংক্যক্ৰমে নহয়। সেইঘাৰে সমাজৰ উন্নতি প্ৰয়াসী লোক মাজেই সৰ্ব্ব প্ৰাৰম্ভে তেওঁলোকৰ লাইব্রেরীৰ প্ৰচাৰ-সাধনততে সতী ধোৱা উচিত।

লাইব্রেরী পৰিচালন কৰাটো অতিশয় গুৰুতৰ কাৰ্য্য। এই কাৰ্য্যত প্ৰতী তোৱা জনকে লাই-ব্ৰেৰীয়া বোলা হয়। লাইব্ৰেৰীয়াই জন নিৰাত স্বস্বাৰ্থী, অশিশুৰ প্ৰকৃষ্, আক অত্যন্ত কাৰ্য্যক্ষম হোৱা উচিত। অশিক্ষিত, অক্ষমিলা নাইবা জোৰপৰবনী লোক অক্ষমি লাইব্ৰেৰীয়াইন উপযুক্ত নহয়। তেওঁ খুৰ স্বৰ্ণ শক্তিবান্, মেধাৰী আক অশিশুৰ কাৰ্য্যক, আটুন্ধিহাৰ নহলে ব্ৰহ্মলমে কাৰ্য্য চলাবলৈ অসমৰ্থ হয়। লাইব্ৰেৰীয়াইন কাৰ্য্য অনেক। আক সেইঘোৰ সহজে সেমেকালি ঘটিব পৰা, আহুকলীয়া আক অক্ষমিজনক। তথাপি লাইব্ৰেৰীয়াইন সকলো কাৰ্য্যককৈ অক্ষপটে আক অক্ষমিকভাৰে সম্পন্ন কৰিব লাগিব। এই কাৰণে লাইব্ৰেৰীৰ সাবীয়া কাৰ্য্যঘোৰ নিত্যস্তুই শিক্ষা কৰা আৰম্ভক। তলত লাইব্ৰেৰী-সম্পৰ্কীয় কেইটামান কাৰ্য্য কৰা চমুকৈ উল্লিখাই এই প্ৰাৰ্ছ সাধৰা হব।

গঠন]—নতুনকৈ লাইব্ৰেৰী স্থাপন কৰিবলৈ হলে আদিতেই বহুতো আলি-পহুৰি সক্ষমক্ৰ স্বলত বেচ মুকলি-বাস্ত্যাকৰ ঠাইত বং খেদালি কৰিব পৰা প্ৰাচন-বৃত্তক টোলেৰে সৈতে ঘৰ-ভাৰা বৃদ্ধত কৰি লব লাগে। লাইব্ৰেৰী ঘৰত দৰ্কীৰী চকী, সেক, বেঞ্চ, ডেক আদিৰ সৈতে আধুনিক ঘৰণেৰে বহুতো কোঠালি থাকিব লাগে আক সাৰাল পুৰণালী আৰাঘৰ বাবে বিদ্যোৰ স্থবিধা আৰম্ভক সেই সকলো ৰোৰেই ইয়াত বিদ্যমান থকা বাঞ্ছীয়। সেই কোঠালি বোৰৰ প্ৰত্যেকতে ছিৰা, পল-কুঠিৰি, মজ্জাগাৰ আক পিৰামাণাৰ আদি বিলাক বিশগ কৰ্মৰ প্ৰত্যক কৰণে উন্নত বাহাৰ কৰিব লাগে।

আৰম্ভকীয় ঘৰভাৰা বৃদ্ধত হ'লেই জমা টকাৰ জোৰাৰে পুথি-পত্ৰিকাদি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে সকলো বৰমৰ পুথি-পত্ৰিকাই বৃহু দৰ্কীৰী। স্তললোবোৰ লয়লৈ অসমৰ্থ হ'লেহে এই বাহাৰ। এনেসত্ত লাইব্ৰেৰীয়াই প্ৰথমে প্ৰণাতত লোকৰক আক ভাষা হাল ( হিৰাঙ্গী, জাৰী) লোকৰ ঘৰা প্ৰসংগিত) পুথি-পত্ৰিকাদি হে সংগ্ৰহ কৰা উচিত। পুথিঘৰ সংগ্ৰহ কৰোতে কাৰ্য্য, উপহাস, গল্প, বুৰঞ্জী, গীতি, ভূগোল, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ব্যাকৰণ, অভিধান, আক অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আক সমাজনৈতিক ইত্যাদি সকলো প্ৰকাৰৰ কিতাপ বাণিবলৈ সতৰ্ক অক সাৰালন হব লাগে। তত্পৰি সেই সেই বিষয়ৰ মাহেকীয়া পয়েকীয়াৰ পৰা দৈনিক প্ৰাত্যাহিক আদি আলোচনী আক বাৰ্ত্তিক-কাৰ্য্যকলিপাকো নিয়মমতে বাণিব লাগে। কিতাপ কাকতৰ বাজেও যিমানঘোৰ দৰ্কীৰী সামৰিক কাৰ্য্যকৰি পোৱা যায় সেই আটাই যিনি ভাগে ভাগে লাইব্ৰেৰীত থকা উচিত। কিন্তু অসীল, অশুদ্ধ বা কোনো বৰমৰ অক্ষকাৰী প্ৰজাৰি লাইব্ৰেৰীত

বনা কেতিয়াও উচিত নয়। উপরূপে সর্ব্বী বা  
কিতাপ সাম্বা অজুঘাী সত্বে তাৰাৰে বখাও  
যেয়া নয়; বং উপকাৰী।

লাইব্ৰেৰী ঘৰ সদায় সঠিক সমরঞ্জাপক বটী,  
কেলেণ্ডৰ, চিত্ৰ, পট, বেণু ফটো আদিৰে শোভিত  
আক পঞ্জিকা, কেলেণ্ডৰ; "ডিবেৰেটী" নিউজ, আৰু  
জাননী ইত্যাদিৰে সজ্জিত কৰি ৰাখিব লাগে।  
আৰু টোলাত মূলনিবাৰী পতা আৰু প্ৰাৰম্ভত  
বং-খেমাৰিৰ সাক-সজুলি বখাটোও অক্ষৰকাৰী নয়।  
ফান, ঘৰবাৰী বিমান তদন্তাৰ হুদ তালৈ সৰু সাধা-  
বৰে প্ৰকা, ষাট্টি আৰিও সিমান বেচিকৈ বাটে।  
কিয়নো লাইব্ৰেৰী জ্ঞানৰ ভৱাল সপুৰ্ণ। এই স্থান  
বিমান সনোবন, সৰ্বাঙ্গস্বন্দৰ হুদ সিমান কাৰ।  
লাইব্ৰেৰীঘানে বংগননাশ্ৰি চেৰ্জিত হৈ উপবোক্ত  
সত্বে আচবাংক অসংযত গৃহস্থালীৰ বৰে পৰিচালন  
কৰি সদায় নতুন যেন কৰি ৰাখিব লাগিব।

**শ্ৰামসূচী**—সংগৃহীত পুথি-পঞ্জিকাৰো  
আশ্ৰকমতে উলিয়াব পৰাকৈ অশ্ৰুশলকপে  
বখাই লাইব্ৰেৰীঘানৰ এটা প্ৰধান কৰ্ত্তব্য। এই  
কাৰ্য্য শূৰুকমে চলাবলৈ হলে তেওঁ বাই বহিত  
সেই বিলাকৰ নাম ভৰ্ত্তি কৰোঁতে পুৰ সতৰ্ক  
হব লাগে। কিতাপৰ নাম-সূচী বখা বৰ বেবে-  
জালিৰ কাম; কাৰণ একেটা নামৰে কিতাপ আৰু  
একেটা নামৰ লিখকৰে একে প্ৰকাৰৰ কিতাপ  
অনেক থাকে। এনেধৰণত কিতাপ বা কোনজন  
লিখকৰ কিতাপ লাগে একমাত্ৰ নাম-সূচীৰ  
ধাৰেহে তাক বুজা সম্ভব হয়। নাম-সূচী সহজ  
কৰিবলৈ হলে প্ৰত্যেক লিখকৰ নাম মতে আৰু  
সেই নামবিলাকে একাধিকৰে আঙুলক নিৰ্ণয়  
অজুঘাী সূচি ভৰ্ত্তি কৰিব লাগিব। এনে ভাৱে  
বুজত কৰা ভৰ্ত্তিৰ ক্ৰমিক নম্বৰ কিতাপ, কাকত  
আদিৰ নিমিত্তে ভাগে ভাগে সূচীয়াইকৈ দিব

লাগে। ভৰ্ত্তিৰ ক্ৰমিক নম্বৰ প্ৰত্যেক কাৰ্য্য  
কিতাপাদিৰ কাৰণেও সূচীয়াইকৈ দিয়া উচিত।

নাম-সূচিৰ প্ৰধান বেজিষ্টাৰৰ বাবেও পুথি-পত্ৰ  
সহজে পাবলৈ আৰু প্ৰাঞ্জল ভাৱে ৰাখিবলৈ বৰ  
অজুঘাী বেলেগ নম্বৰ দি এক তালিকা প্ৰস্তুত ৰাখিব  
লাগে। আচলতে এই বসীকৰণ লিখিব ধাৰাই  
হে পুথি-পত্ৰ উলিয়াবলৈ সুবিধা। এই সলকৈ  
ধৰ্ত্ত, অৰ্থ, কাম (কলা) আৰু যোগে এই চকুৰ্ণ  
প্ৰধান। কিন্তু এই চকুৰ্ণৰ কিতবতো কাৰ্য্য,  
উপপ্ৰাণ, বুজী ইত্যাদি উপবৰ্ণৰ নিতান্ত আৱশ্যক  
হয়। এই বিঘৰত ব্যাকৰণ, অজিধান আৰু  
পঞ্চম বৰ্ণ চিতাৰে বখা বিশেষ ভাল।

**বিত্ত-লগণ**—লাইব্ৰেৰীৰ পুথি-পঞ্জিকাৰো বিঘৰ  
কৰিবলৈ হলে বিলগ বিলগ বহিত নিয়াৰিকৈ লিখা-  
লিখি কৰিব লাগে। তেনে নহলে সেই কিতাপগৰ  
হেৰোবাৰ সন্তাওনা আৰুিক। লাইব্ৰেৰীৰ পুথি-পত্ৰ  
লেনা-লেনা বিঘৰত লাইব্ৰেৰীঘান পুৰ অৰাৰিক আৰু  
শিষ্টাচাৰসম্পন্ন হৈ যথাসময়তে কাৰ্য্য শেষ কৰিব  
লাগে। "ব'বা, ব'ৰা, বৈগ্ৰো" আৰু "পাছে  
লিখালাখি কৰ" ইত্যাদি ভাব আৰু কাৰ্য্য লাইব্ৰেৰী  
পক্ষে নিতান্ত হানিজনক।

পুথি-বিত্তবণৰ বহিত িনি খোজা কিতাপ  
পজৰ সৰ্বকণ্ঠ পৰিচয়, মুলা আৰু ফেৰং দিয়া  
তাৰিখ আৰু শিথি প্ৰাৰুৰক চৰি লব লাগে।  
যেতিয়া কেবত লিখি, সেই তাৰিখ দৰি উক্ত  
বহিত আৰাই শোৱা বুলি লিখি, তেতিয়াই  
নিখিত ঠাইত নামৰি থব লাগে। ইয়াৰ বাবে  
প্ৰতিদিন কিমান পুথি-পত্ৰ লেনা-লেনা কৰা হু  
তাৰোএটা সূচীয়া বহিত চিতাৰ বখা আৱশ্যক।  
এই বিলাক কাৰ্য্যত লাইব্ৰেৰীঘান এনে কাৰণক  
হব লাগে যে প্ৰতিদিন কিমান কিতাপ বাৰিঘত থাকে

আক কোন তাৰিখে, কি কি আৰু কিমান কিতাপ  
বুৰাই শোৱা হব তৎক্ষণাত্ৰ হেৰ্ত্ত তাক কৰ পাৰিব  
লাগে। অজিলাগি কাৰ্ডৰ সাহায্যত ঠিক খেলাৰ  
ধৰে অতি সহজতে এই কাৰ্য্য সাধিব পৰা যোজে।

**প্ৰচলন**—লাইব্ৰেৰীত থকা পুথি-পত্ৰবিলাকৰ  
কৰা সদায় নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰকাশ কৰি থকা  
লাইব্ৰেৰীঘানৰ এটা বিশেষ কৰ্ত্তব্য। চিঠি বা জাননীৰে  
আক মুলা, উৎসৰ আৰিক বক্তৃতাৰ ধাৰা ইয়াৰ  
প্ৰচাৰ কাৰ্য্য সাধিত হয়। অসমস্থিত "লি'ব্ৰেটী"  
আদিৰে নতুন কিতাপৰ প্ৰচাৰ কৰাই সৰ্বসম্ভৱত  
উপায়। প্ৰচাৰৰ ধাৰাই প্ৰাচক সংগ্ৰহ নকৰিলে  
লাইব্ৰেৰীৰ লাভ নাই।

নতুন প্ৰাচক অসিষ্ট কিতাপ বিচাৰিবলৈ  
লাইব্ৰেৰীঘানে প্ৰথমে কৰা-বাৰ্ত্তিৰে আলাপ কৰি  
তেওঁ বি বিঘৰ কৰা ভাল পায় সেট বিঘৰ  
কিছাপ আদি দিয়া উচিত। কোনো কিতাপৰ  
হেনো মনোমোচনৰ ধাৰাও প্ৰচাৰ-কাৰ্য্য কৰিবলৈ  
সুচল শোৱা যায়।

জাননী আৰু সভা-সমিতিৰ উপবিধ দেশৰ  
কাৰ্য্য উৎসাহালাক সহায়ণৰ ঠাইত লাইব্ৰেৰী  
ঘৰিঘত মনোহা কৰি তাৰ বিশেষ উপকাৰ কৰিব  
সেই উপকাৰ সাহায্য হব সম্ভৱ নাই। কিন্তু  
সেই উপকাৰিৰ বখত লাইব্ৰেৰীঘানে উপকৰ্ত্তক  
বুধিব লাগে।

**চিত্ৰাপ**—লাইব্ৰেৰীৰ আৰ্থিক চিত্ৰাপ বখাটোও  
লাইব্ৰেৰীঘানৰ ষাট কৰ্ত্তব্য। প্ৰাচকৰ কিছ বৰলমনি  
আদিৰ সম্পূৰ্ণ খোলাচাকৈ চিত্ৰাপ বখা উচিত।  
লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে কৰা বৰলমনিৰ চিত্ৰাপ পৰি-

শাটিকৈ ৰাখি জমা-খৰচ ট্ৰিক কৰা একান্ত আশ্ৰক।  
সাৰক বা শৰেবেকৰ মুখত লাইব্ৰেৰীঘানে তাৰ  
শুভ চিত্ৰাপ বাইকক দেখুৱাব লাগে। চিত্ৰাপ দেখু-  
উৱা বা বখাত কট কৰা তেওঁৰ একেধাৰেই  
সৰ্বনাশৰ মূল।

লাইব্ৰেৰীৰ আৱৰ নিতবত সাধাৰণ বখাৰ উপবি  
মাছিনী বা বাৰ্ত্তিক উপাৰ্জন খিনি জগা-বটা কৰি  
একাপ সদায় নিজাকৈ (সি'চি'শীয়া) সপ্তত ৰাখিব।  
আৰু বাৰ্ত্তিখিনি বাৰ্ত্তিৰ আৰু আশোচনী কাকতৰ  
বহলনি লিখা, নতুন কিতাপ শোৱা ইত্যাদি কৰ্মত  
খৰচ কৰা উচিত। এইখাৰ সত্বেই নিবৰ  
বিলাপ বিলাপ বহিত পৰিশাটিকৈ কেজিটাই লিখি  
থব লাগে। আৰু সমৰমতে গন্ধকালা ক-  
চাৰীৰ বা কমিটিৰ অজুমান কৰাই লব লাগে।

প্ৰত্যেক বছৰৰ অক্ষৰ এখন সাধাৰণ সভা  
আৰু ন কৰি তাক কিতাপ পজৰ পৰা টকা-কড়ি  
পৰ্ণাশ সত্বেলৈ বিতং চিত্ৰাপ বা কাৰ্য্যবিবৰ্ত্তী  
প্ৰস-সম্ৰক বুৰাই লিব লাগে। বহুৰেকাৰী  
কাৰ্য্যবিবৰ্ত্তিখন মুগ্ধত কৰোঁতে লাইব্ৰেৰীঘানে পুৰ  
সতৰ্ক হৈ সঁচা কৰাৰে গোটেই বছৰ কাৰ্য্য চমুকৈ  
উল্লেখ কৰিব। কাৰ্য্যৰোৰ উল্লেখ কৰোঁতে যোতা-  
বছৰ বৰনিৰ লগত বিকাই চলিত বছৰত কিমান  
মাগ বাছিছে তাক বুজাব লাগে।

চ'ৰাচোৱা যোগী পাঠ,  
পো: আ:—গটপা, যোৰহাট।

ঈশ্বৰেশ্বৰ নাথ বৰা,  
১০। ৭। ১০



## আহাৰ (মাহ) ।

যেতিয়া গ্ৰীষ্মই মেঘানি মাৰিব,  
বৰা-কচু আহি নাগটী ধৰিব,  
পৰসময়ে মিলি মগ্ননা পাত্ৰিব,

গদান প্ৰকৃতি গভীৰ ৰণ :

কেতিয়া প্ৰবেশ শোমাবে আহাৰ  
(মাহ-মাজে আহি কাল-গণনাৰ)  
কিনো কৰ তৰ ! মহিমা অশাৰ

অপুলি বিয়াত সৰলী বণ :

দগদগে ফুলাম চক্ৰতাপ ঠাৰ,  
দুখালুকি খেলে তাতৈ কৰাবোৰে  
( হাতীপতি, বান-ধৰ, মড়মেৰে )

চক্ৰ-পুখাবো কেউটিত চৰে ;

আৰ মাজে কচু গাচও বাসলে  
সকাৰে, চৰ্ছৰ বজ-কাঙ্গালে  
প্ৰাণ-অহুৰী অণেকতে মিলে,  
বিজুলীয়ে ঘনে গুপ্ত চৰে।

বতুমা বিৰাজে প্ৰামল আচাৰে,  
স্বাৰাৰ শোতে কেটী, গজমেৰে,  
নৰ ননী-পূৰ্ণ জগনী গিট্টিৰে

জলচৰ গ্ৰাণী কনলে তাতৈ :

স্বাৰিণ বননি সকলো শোভিত  
নৰ পাত, ফল ফুলেৰে কুৰিত,  
সৰংস বিৰল বিহাৰ ভিত্তিত,  
মৰ, লাগ ফুলে অৱশ্য মতে।

নানা তৰতৰ স্মৃতি স্তম্বল,  
লেট্টে, লাগে, গেচু পনীৰল,  
বহীৰ, শ্ৰীফল, জামু, নাৰিকল,

খেজুৰি, আমোল, মূৰি-আম,

নানা বক-আম, আতপাট,  
নাচপতি, কল, কঠাল, বেগুচ,

অমিহা, আমোল আৰু আনাবল  
স্বপক ফলৰ কতনো নাম :

চুট-কলা শৰা বৈলাঙ্গনী ফল,

কেতুলি, লেঙাৰী, দুচুচুম কল,

গেবেফুৰা বনক মাঠে জামোল,

বন-আম, চাম কঠালে ভৰি,

কুচী ও কপৰী খেৰেকা, কেজুৰি

নড়া ও আহোম স্মৃতি বগাবি,

গোলাপী জামু ও চ্ৰনিপতা ছবি,

পাকে হল কবি, আপুনি মাৰি :

সম্বৰে গঢ়ুৰ পাচলিৰো ফল,

কেৰেলা, মুগুপি, কোমোৰা গটল,

বজা, কাতিলাও আৰু পুৰাকল,

আত, জলীমান, সকলো ফলে :

বাগিচা, কাঠনি, বাৰী, ঘাট-পাম,

মুগুগে আমোল, লোভে হৰে প্ৰাণ,

ইহাবেহে নৌকি হ'ল তৰ নাম

'আহাৰ'—স্বপক বিজিতা গাশো :

ধজা চে আহাৰ তোমাৰ মহিমা

চিৰজীৱ তব ইত্তণ পৰিমা

চিৰকালে আমি কৰিছো কামনা

তোনো কালে যেন তৰা কীৰ :

তৰ দিবা শক্তি বিজনে বিবিলে,

হাৰ অস্ত্ৰাৰে বিধৰী স্তম্বলে,

নমো সৈজনক ভক্তি-অক্ষ-জলে,

কিনো আছে মোৰ দৰিহীয়া

শ্ৰীশ্ৰেয়শ্বৰ নাম বৰা,

চ'ৰা-চোৱা বোণী গাট,

পোং গটলা, খেৰগটী :

## মান-ভগনীয়া অসমীয়াৰ বিষয়ে কেই আশাৰমান কথা।

শ্ৰীশ্ৰী বাছাভ, খাজীয়া-অহুৰীয়া আৰু হিমুপা  
জিলাত থকা মান-ভগনীয়া মাহুৰৰ বিষয় যিমান দূৰ  
জানিব পৰা গৈছে সেই বিষয়ে আমি আগাম সাক্ষিত  
সভাৰ সভাপতিসকলক কিছুমান কথা জানিবলৈ দিব  
থোৱোঁ। কাৰণ ১৯৫২ৰে শতক পুৰ-মাঘ-জানুৱৰ  
"পত্ৰিকা"ত প্ৰাণী সাহিত্যিক শ্ৰীশ্ৰী কলকাতা  
ৱট্টচাৰীট "অসমীয়া জাতিৰ ধ্বংসলৈ পতি" বুলি  
এই প্ৰশ্নক প্ৰকাশ কৰিছিল; সেই প্ৰশ্নক সাধো-  
পত কৰি আমি নিাকিনে এই মান ভগনীয়া  
মাহুৰবিলাকক মনোপূৰ্বকৰ প্ৰশ্নত পৰব-ভজন দি  
অসমীয়াৰ পাবলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ।  
কিছু বিজ্ঞান মানোৱৰ ৪ (১) আজি যুৱপত্ৰিতকৰী  
সকলৰ ওচৰত সৰল যোগাৰ কৰোঁ যেন কেমেত-  
নকলে এই পৰ্যন্ত দীৰ্ঘত থকা কছাৰী মাহুৰ  
যিনিক বিদেশীয়া কৰাল প্ৰাসৰ পৰা বৰা  
কৰি বৃহত্তৰ অসম পঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ;  
এই অধিকৃত মাহুৰ যিনিৰ মাজত শিক্ষাৰ চাল-  
চলন বীজিনীত প্ৰচাৰ কৰিবৰ বিহা কৰে যেন—  
এই আৰম্ভ সৰল থোৱাৰি।।

ওপৰত টো অৰা তিনিও জিলা আৰু পাজুৱা  
উপপ্ৰান্তৰ হাতি-কাৰত অসমীয়া মাহুৰৰ  
যেনে আহাৰ হ'ব লগা কথা। কাৰণ এই  
তিনি জিলা অসমীয়াৰ পৰা খাজীয়া, কছাৰী,  
আদিৰেই বাসস্থান। বোধ হয় বৃটিছ পৰ্যবেক্ষক  
নিৰত ইয়াত আৰি বঙ্গালী মাহুৰ সোমাইছে।  
যেই হওক আৰি এই কাৰতত সেই বিলাক লেখা  
আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। মাথোন অসমীয়া মাহুৰ  
কথাৰে যিমান দূৰ জনা যায় কোৱা হ'ব। বৰ্তমান  
(১) বিজ্ঞান হ'ল—প.স.

"মান-ভগনীয়া অসমীয়া"ৰ বিষয়ে  
আলোচনা চলি আছে। অতিয়া ভেট্টালোকৰ বিষয়ে  
যিমান দূৰ জনা গৈছে তাকেহে কোৱা হ'ব।।

এওঁলোক যি সময়ত ইয়ালৈ পলাই আহিছিল  
সেই সময়ত আসাম দেশত জিলা বা চহৰৰ কোনো  
নাম বা ভাগ কৰা নাছিল। সেই কাৰণেই বোধ  
কৰোঁ এওঁলোক কোন জিলাৰ পৰা আহিছিল তাক  
একাকৈ কব নোৱাৰে—মাথোন অসম দেশ  
বুলিহে জানে; কৈনোৱে পাৰৰ পৰিচয় দিহা।  
বৰ্তমান ইয়াত নগাৰ্ঠ জিলাৰ চহৰ মৌজাৰ নিজ  
চক্ৰবি পাৰৰ কেইঘৰ মান শাহুৰ মাহুৰৰ পৰিচয়  
পোৱা গৈছে। কেইঘৰমান কলিতা মাহুৰে গোলা-  
ঘাট থকা বোকাখাটী গাঁৱৰ পৰিচয়  
দিহে; কেইঘৰমানে নানাবিধ পুৰন বুলি কয় ;  
বহুতে দীৰ্ঘত পৰিচয় নোৱাৰে। ইতিপূৰ্বে বহুত মাহুৰ  
আহিছিল বুলি কয়, ইয়াৰ ভিতৰত সুভিহা,  
দেহাল, কছাৰী, লাঙ্গল, বোণী,  
ডোম, বৰাখী, স্ত, মেছ, বাভা,  
হোজাই-কছাৰী, কোঁচ, কলিতা,  
বামুনা এই কেইটা জাতিৰ মাহুৰৰ পৰিচয়  
পোৱা যায়।

এওঁলোকৰ কিছুমানে মাহুৰৰ পাহাৰ কেন কৰি  
কাজৰ জিলাৰ পুৰণো থকা মাইকাবন্ধ,  
জাপিবন্ধৰ প্ৰাণী ঠাইত বসতি কৰে; কিছুমানে  
খাজীয়া পৰ্যন্ত কেন কৰি অহুৰ বজাৰ ওচৰত মাল-  
জোৰ বগাৰিলি বোলা এজাৰৰ ঠাইত প্ৰাণ  
কলী বোলা ঠাইত বাস কৰে; কিছুমানে খাজীয়া  
পাহাট কেন কৰি অহুৰ উপপ্ৰান্ত।

বাক্যত সোমাই ত্রিপুরা বজাৰ আশ্রয় লয়।  
 ষ্ঠাত্ৰাৰ বিধিনি মাহুৰ গোৱাটী গৈছে তেওঁলোকৰ  
 ভিতৰত ৪৫ ঘৰ বাসুণ, ৩০৪-০ ঘৰ কোঁচটী, ১০  
 ৫ ঘৰ বাৰ্হ-কছাৰী আৰু ৮১২ ঘৰ কলিতা মাহুৰ  
 আছে। বহুদিন এওঁলোকৰ আদি বজাৰত কৰ্মিছে।  
 বহুতে জাত এৰি মনিপুৰীয়া ধৰ্মমতে শৰণ-ভজন  
 লৈ মনিপুৰীয়া হৈছে। এওঁলোক ভক্তিৰা আশাম-  
 বেঙ্গল বেঙ্গল কাৰখানীয়া হেটেনৰ ২৫৪নং দক্ষিণে  
 বাজনাৰীৰ ওচৰতে আছে।

১। **জৰ কোঁচট**—প্রথমে এওঁলোকৰ সংখ্যা  
 ১০-১২ ঘৰ মান আছিল, ক্ৰটিয়া অংঘৰ মানতে  
 আছে। এওঁলোকো সান-মিহিলি হৈছে। অসমীয়া  
 ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। বাসুণ-গোঁসাই অসীচৰ পৰাই  
 আছে। পিন্ধা-উৰাও আমাৰ দেশৰ সৈতে মিলে  
 অক নমকীওঁতো কৰে।

২। **মইশাৰক্কীয়া চুটিয়া**।  
 কাছাৰ জিলাৰ পূবভাগে **মইশাৰক্কী** বোলা  
 ঠাইত বহুত মাহুৰে—পানু, কছাৰী, আহোম চুটিয়া,  
 খোপী, হোজাই কছাৰী, বৰাই—এই কেইকোত লগ  
 লাগি প্ৰায়ব বহুত মান-মিহিলি হৈ পৰ্ব্বতৰ বাস  
 কৰি সমন্বত এম জাত বুলি পৰিচয় দিছে। এওঁলোকে  
 বহুদিন গোঁসাই বাসুণ মোছোৱাত অসমীয়া ৰীতি-  
 ৰীতি পাৰ্হি অশৰণীয়া হৈ পানু কছাৰীৰ দৰে  
 জাতিক মুহাই মৰা কীয়া অশৌচৰ পৰা শুদ্ধ হৈছিল।  
 বহুত দিনৰ পাছত **জহুসন্তা**ত থকা বাসুণ গোঁসাইৰ  
 পুত্ৰ বেধা সাফাত হৈ পুনৰ বাসুণ গোঁসাই হৈ  
 চুটিয়া বুলি চিনাকি দিহনত ধৰে। এওঁলোকক **মইশা**  
**পৰমীয়া চুটিয়া** বোলে এওঁলোকৰ অশৌচ ৩০  
 দিন, পিন্ধা-উৰা কানি-কাপোৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ আমাৰ  
 দেশৰ আহোম জাতিৰ দৰে। এওঁবিলাকক আহোমক  
 বুলিব পাৰি আৰু এওঁবিলাকেও বিয়াক চকৰা  
 হ'ব কৰ। খোৱা বস্ত্ৰও আহোম জাতিৰ

দৰেই। পিন্ধা-উৰাও সেট বকমেই। এতিয়া  
 এওঁবিলাকৰ সংখ্যা ১৫০। ১৬০ ঘৰমান হ'ব।  
 এওঁবিলাকৰ ভাষা আহোমৰ দৰেই। এওঁবিলাকেও  
 হাত-চাপৰি, জোৰতাল আদি বজাৰ নাম কীচন  
 কৰে।

৩। **বাভাকছাৰী বা সৰু কোঁচট**।  
 এওঁবিলাকৰ বহুতে শৰণ-ভজন লৈ কোঁচ  
 জাতিৰ অন্তৰ্গত হৈছে। মাত-কথা অসমীয়া। অশৌচ  
 ৩০ দিন। মাহুৰৰ সংখ্যা ১০০ ঘৰ মান হ'ব।

(খ) **কছুমান** বহালী গোঁসাই হৈ পুনৰ উপাধি  
 লৈবি বাসুণৰ দৰে লগুণ হৈছে। এওঁলোকৰ অশৌচ  
 ১০ দিন। মাহুৰৰ সংখ্যা ৩০০ ঘৰ মান হ'ব।

৪। **মেছকছাৰী**।  
 এওঁলোক অসমীয়া বুলিহেট পৰিচয় দিছে;  
 কিন্তু শৰণ-ভজন নাট। লোকে লোকে বহালীৰ কথাল  
 গ্ৰাসত পৰি বহালী ভাষাৰ নাট গান চৰ্চা কৰি বহালী  
 সন্ন্যাসী বৰাগী বিলাকক আশ্ৰয় দিছে আৰু বহালী  
 ভাষাক ভাগলোৱা হৈছে। এওঁবিলাকৰ মাহুৰৰ  
 সংখ্যা ২০০ ঘৰৰ কম নহ'ব।

৫। **ডোম**।  
 এওঁবিলাকৰ প্ৰায়সমান কাছাৰ জিলাৰ আশিৰমান  
 উত্তৰে। মাত খোচা নিহম এট ঠাইতে আছিল  
 বুলি বহুতে কয়। এতিয়া এওঁলোকেও চুটিয়া  
 বুলিহেট পৰিচয় দিছে। এওঁবিলাকৰ মাহুত কছাৰী  
 মাহুৰ কিছুমানো মিহিলি হ'ল। এতিয়া এওঁলোকে  
 ১০ দিন অশৌচ পাট। আসাম দেশৰ গোঁসাই  
 এহনে এওঁলোকক শৰণ-ভজন দিছে; কিন্তু বহালী  
 বাসুণৰ দ্বাৰাই কাজ সক্ষম কৰায়। তিৰোয়াই আমাৰ  
 দেশৰ মাহুৰৰ দৰে মেখেলা দিছে, মাত খাণ  
 অসমীয়া আৰু বহালী। গান ৰাজনা বহালী;  
 মাহুৰৰ সংখ্যা ৬০। ৭০ ঘৰ মান হ'ব।

আচাৰ-ব্যৱহাৰ বহালীৰ দৰে। এওঁবিলাকক পুৰো-  
 বিত বাঙক চিহ্নেৰে গোঁসাই বাসুণ লাগে।

৬। **দেশান জাতি**।  
 এওঁবিলাকৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ কছাৰীৰ দৰে,  
 আমাৰ দেশত এহকোতি মাহুৰ আছেনে নাট  
 আমি নাজানো। নগাওঁ জিলাত পানুহুৰ চেচৰত  
 থকা সৰু কোঁচবিলাকক পানুহুৰ বেহান বুলি কয়।  
 এই বেহানবিলাকৰ পিন্ধা-উৰা অসমীয়াৰ দৰে।  
 মাত-কথা আৰু বহুদূৰা কিছু উচ্চাৰণ প্ৰায়  
 অসমীয়াৰ দৰেই। এওঁলোকৰ গোঁসাই, বাসুণ বহালী।  
 মাহুৰৰ সংখ্যা ১০০ ঘৰমান হ'ব। এওঁলোককো  
 গোঁসাই বাসুণ লাগে।

৭। **চুটিয়া জাতি**।  
 এওঁবিলাক মাহুত কৈ মৰা মইশাৰক্কীয়া  
 চুটিয়াৰ দৰে নহ'ব। কিন্তু সকলোৰকম খোৱা-লোৱা  
 বিয়াবিয়া এওঁলোকৰ লগত চলে, মাগোন  
 পিন্ধা-উৰা বিয়া মেখেলা, আৰু গিটৰ আদিগৈ প্ৰচলন  
 আছে। এওঁলোকৰ কথা বহুৰ আহোমৰ দৰেই।  
 কোনো মাহুৰে আৰ্হিহেৰে হাতে পানী নাখায়। এওঁ-  
 লোকক পুৰ পৰাই অসমীয়া বাসুণ গোঁসাইৰ দ্বাৰা কাম  
 চলাই আছে। লোকসংখ্যা ২০। ২২ ঘৰ মান হ'ব।  
**বাতিৰোৱা** প্ৰথাও এওঁলোকৰ মাহুত আছে;  
 আমাৰ দেশৰ দৰেই নাম-কীৰ্তন কৰে।  
 ৮। **কলিতা শাৰক কোঁচট**।  
 শুনা যায় এওঁলোক **নাৰনাণপুৰ**ৰ মাহুৰ।  
 এওঁবিলাকৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কানিজাতি মিলাণ  
 কৰোঁনাই। আগৰে পৰা বাসুণ গোঁসাই হৈ  
 আমাৰ দেশৰ দৰেই এওঁবিলাকেও অজ  
 কিতাৰে গৈতে কোনো চাল-চলন কৰা নাট।  
 হেয়ে আচৰ ভিতৰত মোট মাহুত ৫০। ৬০ ঘৰ  
 আছিল, এতিয়া হ'ব ঘৰ ঘৰ মানহে হ'ব। এওঁলোকে  
 নাম-কীৰ্তনো কৰে।

৯। **সুত কা বৰীয়া**।  
 এওঁবিলাকো আমাৰ দেশৰ ব্ৰুত জাতিৰ গৈতে  
 চাল-চলন আদিত একে। মাহুৰৰ সংখ্যা ৩০। ৪০  
 ঘৰ মান হ'ব। এওঁবিলাকেও নাম-কীৰ্তন কৰে।  
 ১০। **বাসুণ**।  
 এওঁবিলাকে কম বোলে ৬। ৭ ঘৰ বাসুণ  
 প্ৰথমে লগ লাগি পৰ্ব্বত-গুহাত একেলগে বাস কৰি  
 আছিল। তাৰ পাছত হেওঁবিলাক সেই  
 বজাৰিলাকৰ কোঁচ চুটিয়া মাহুৰৰ লগতে লগ  
 লাগেহি; তাৰ পাছতহে **জাপলুং** বোলা  
 এডাণ্ডৰ ঠাইত বাস কৰেহে।

পুৰে ইহাত গোঁসাই বকৰ কোনো পৰিচয় পোৱা  
 নাযায়। বেগৰ চলাচল নথকা দিনত আসাম  
 দেশৰ মাহুৰে খোজ কাঢ়ি তীৰ্থলৈ স্ত্ৰা যোৱা  
 কৰাৰ সময়ত, সত্ত্বেতঃ শ্ৰীশ্ৰীভিক্ৰু সত্ৰৰ বৰ্তমান  
 অধিকাৰ হৈ থকা নগাওঁ জিলাৰ শ্ৰীশ্ৰীবিষ্ণুৰ দেৱ  
 অধিকাৰ প্ৰভুৰ ৭ শিক্ৰুদেৱ দেউ বাটোদি তীৰ্থলৈ  
 যাওঁতে, জহুসন্তাপুৰ-ৰজাৰ চেচৰত সেই অসমীয়া  
 মাহুৰহিনি আৰু বাসুণ কেইঘৰ পাই তৰে এখন  
 উপযুক্ত বাসুণক সেই ঠাইতে **বাৰনাতি সত্ৰ**  
 নাম দি অধিকাৰ পাতে \*। তেতিয়াৰ পৰা সেট  
 দেশত গোঁসাই নামে প্ৰচলিত। আজিকালিও  
 সেই কাৰণে ভিক্ৰু সত্ৰৰ গোঁসাইক সেই ঠাইৰ  
 মাহুৰে কহি ভক্তি সত্ৰকাৰে কৰ তাৰ সোধাই থাকে।  
 এই মাহুৰ বিলাক পলাই আহি হাদি বন কাটি  
 য'ত বাস কৰিছিল সেই মাটি বুঢ়িছ  
 গৰবমেটৰ পাছ ধলধৰ মাটি আছিল। এতিয়া  
 বহালীবিলাক সেই ঠাইত সোমাই তোলা অস-  
 মীয়া কেটাক ছল কৰি হাদিলৈ খেদি সি সেই  
 পোৰ ঠাই হাত কৰি ললে। সিহঁতে একো  
 \* এই পিনে তীৰ্থলৈ যোৱা বাট আছিলনে  
 তেখেতেই যে সেই সত্ৰ পাতিছিল প্ৰমাণ কি?—পদম,

দু নাপায়। এওঁলোকে সেই লৈঙ্গিক সম্পত্তি এৰি  
 স্থানান্তৰ হোৱাত সেই মাটিকে লৈ একম মূল-  
 মানে জমিদাৰ হৈ বহি আছে। এওঁলোকে হাবিৰ  
 মাজতে অঁত চুদিন ত'ত চুদিন এই দৰে কাল  
 কটাইছে। চমৰ বিহাৰ বে অসমীয়াৰ এই  
 নিগাহী সম্পত্তি, ৪০০। ৪০০ বিঘা মাটিৰ  
 চিৰস্থায়ী মহল এটা আৰু বঙালীৰ স্বার্থে প্ৰান্ত  
 মুগ্ধ হব লগীয়া হল। এই দৰেই এই কছাৰী  
 মাহুছ দিমিক বঙালী কীৰ্ত্তন গান-বাঞ্ছনা দেখুৱাই  
 বঙালী কৰি তুলিলে। এতিয়া আমাৰ দেশৰ

সুস্থস্থানসকলক কওঁ যেন তেওঁবিলাকে এবাৰ  
 এই মান-ভগনীয়া জোৰা মাহুছ কিয়বলৈ কমা  
 পুঠি কৰে। আৰু ছিলেট কাছাৰত থাকি নি  
 সকলে গবৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰিছোঁৱ তেওঁবিলা-  
 কেও এই কথাট বহি এবাৰ চকু দিহে দেশৰ বহুত  
 উৎসাহৰ হব বুলি আশা কৰিব পাৰি।

শ্ৰীমূলেশ্বৰ শৰ্মা।

(মান-ভগনীয়া অসমীয়াৰ পুৰাবৃত্তি)।

অসমীয়া ভাষাত খেছাচাৰিতা।

(প্ৰথম প্ৰবন্ধ)

ব্যঞ্জিককাল—বৰ্ত্তমান অসমীয়া ভাষাৰ কথ্য-  
 সাহিত্যৰ বিশেষ অন্বেষণৰ পিনত শ্ৰেষ্ঠৰ শ্ৰীমু-  
 শৰচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ “ব্যঞ্জিককাল” কিতাপ  
 খনিৰ আবিষ্কাৰ সমগোপযোগী হৈছে বুলি ভাবি  
 বিশেষ আনন্দ পাইছিলোঁ আৰু আশা হৈছিল যে  
 এই কিতাপে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও অসমীয়া  
 ভাষাৰ বিশেষ এটা অন্বেষণ কৰিব। কিতাপখনি  
 পঢ়ি সেই আশা আৰু আনন্দৰ ভাৱ দূৰ হৈছে  
 আৰু মনত এনে এটা ভাৱ উন্নত হৈছে যে এনে  
 ধৰণৰ কিতাপে কেতিয়াও ভাষা আৰু সাহিত্যৰ  
 কলাপ সাৰিব নোৱাৰে।

শ্ৰেষ্ঠ বিধান আৰু সৰ্বজনপৰিচিত শ্ৰীমু-  
 শৰচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ লিখনৰ পৰা এনে ধৰণৰ  
 কিতাপ ওলাব পাৰে বুলি মই পূৰ্বে কেতিয়াও  
 সন্দেহনোতা ভবা নাছিলোঁ; কাৰণ ছপা আৰু  
 সাধাৰণ সাজসজাৰ বহিৰে এই কিতাপখনিত

ভাল বুলিবলৈ আমি একো গিচাৰি পোৱা  
 নাই। সম্ভৱতঃ চুটি গল্পৰ সমষ্টিভাৱে কিতাপখনি  
 প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু গল্প-সাহিত্যৰ প্ৰায়-  
 কীৰ্ত্তীৰ সৃষ্টি, ধাৰণা, ঘটনাৰ সমাবেশ বা ভাৱ  
 বিকাশ কোনোটি কথাক ঠিকাত ঠাই পোৱা  
 নাই। যদি নিত্যন্ত সাধাৰণ অসংকল্প বাত্যা  
 সমষ্টিভেট গল্প হয় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰত্ৰবিলাকশে  
 গল্প বুলি কব পাৰি।

প্ৰথম গল্প “ব্যঞ্জিককালে” আমি পাইব  
 যেন আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নোহেঁ। এই প্ৰবন্ধট  
 যে কি তাক কোৱা বৰ টান। ই অন্বেষণঃ গল্প  
 যেন নহয় তাক সকলোৱে সহজে অন্বেষণ কৰিব  
 পাৰিব। শ্ৰীমু-শৰচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱৰ লিখন  
 পৰা বোলাট আনৰ কাণৰ পৰা ওলোৱা হলে  
 এনে ধৰণৰ বচনাৰ স্থান ক’ত হলেও  
 তাক আবিষ্কৰি নাপাৰোঁ।

অসমীয়া ভাষাৰ বানান সহজ নহয়। কিন্তু  
 সেই বানানত নতুন প্ৰথা এটি চলিবলৈ বুধা  
 চেষ্টা কৰি আৰু জটিল কৰাটো নিত্যন্ত অসম্ভৱ  
 হৈছে। সম্ভৱতঃ গোস্বামীদেৱে জানে যে এইটো  
 প্ৰথা প্ৰচলনৰ চেষ্টাৰ সৰ্বত্ৰ ভাগ কৰ্ত্তা অসমীয়া  
 সাহিত্যিকই হিবোঁৱ। ইয়াত এই প্ৰথা কিয়  
 চলাব নাপালে তাৰ কাৰণসমূহ উল্লেখ কৰা  
 প্ৰয়োজন নহেবোঁৱ। সাহিত্য সভাৰ যোৰহাট  
 অধিবেশন বহাৰ লগে লগে ইয়াৰ বিশদ সমা-  
 লোচনা হোৱা আমাৰ মনত পৰে। বিশেষকৈ  
 কোমল মনৰ অসমীয়া ছাত্ৰক এনে ধৰণৰ অস-  
 ৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰথাই যে বিপদত পেলোৱ  
 তাত কাৰো সন্দেহ থাকিব নোৱাৰে।

বানান বাৰ দিলেও এই ক্ষুদ্ৰ কিতাপখনিত  
 ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা শ্ৰীহীন, সামঞ্জস্যবিহীন  
 আৰু ঠাৱে ঠাৱে অৰ্ধীন। শব্দৰ ব্যৱহাৰ,  
 ব্যাধিৰ ভঙ্গি, আত্মপকীয়া বচনা-প্ৰণালী সকলো বিষয়ে  
 এই কিতাপত দেখা দেখা যায়।

এই কিতাপত অপ্রচলিত শব্দসমষ্টিৰ বহুল ব্য-  
 ৱহাৰ কৰা হৈছে। পাচ অসমীয়াতে আমাৰ মাতৃ-ভাষা।  
 অম্বৰ দৰে কম মাহুছে এটা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা  
 ঠাইত ভাষাটো হেলাসলি সৃষ্টি কৰাৰ বা সৃষ্টি  
 কৰিব প্ৰয়াস পোৱাটো দেশৰ লগে ঘোৰ  
 অস্বীকৰ কথ। এটা ভাষা সজীৱিত কৰি

তুলিবলৈ তাক নতুন নতুন শব্দ-সমষ্টিৰে পুঠি  
 কৰি তুলিব লাগিব। কিন্তু এটোো মশত বাখিৰ  
 লাগিব যে মূল সাহিত্যিক ভাষাৰ লগত সামঞ্জ  
 অমিল থকা পালিকাৰা পুৰিবীৰ সকলো ঠাইতে  
 আছে; এই পালিকাৰা বিলাকক মূল ভাষাৰ  
 দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ অধিকাৰ সাহিত্যিকৰ যে  
 নাই তাক গোস্বামীদেৱে নিশ্চয় জানে। অন্তৰ্ভে  
 সেই পালি ভাষাত যদি সাহিত্য সম্ভাৰ সৃষ্ট হৈ  
 দেশক আকৃষ্ট কৰে তেন্তিয়া হলে সেই পালি  
 ভাষাই সম্ভৱ লগে লগে মূল ভাষাত পৰিভ  
 কেমল মনৰ অসমীয়া ছাত্ৰক এনে ধৰণৰ অস-  
 ৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰথাই যে বিপদত পেলোৱ  
 তাত কাৰো সন্দেহ থাকিব নোৱাৰে।

শ্ৰীলক্ষ্মীৰ শৰ্মা।  
 (তেজপুৰ)।

সমালোচনা।

১। পু-কথ্যনি (পৰাসুণি) — ব্ৰহ্মাণ্ডপ  
 নিচে কৰ্মীক্ৰমত নামিৰ নোৱাৰিলে বুলি অসমৰ  
 সাহিত্যিক শ্ৰীমু-বেগুদৰ বাজখোৱা বি, এ,  
 কৰ্মীক্ৰমকাল কনাইছে; আৰু পুনৰ্জাৰ  
 সাহিত্যিক হাবাই বচিত আৰু প্ৰকাশিত আৰু ১১  
 পৃষ্ঠাত লক্ষি অক্ষয়ৰি কৰ্মীত আত্মনিবেশ কৰিবলৈ  
 পঠাত সম্পূৰ্ণ। উপাধাৰ-নিষ্ঠিত বাজখোৱা ডাকীয়াট

উক্ত কথকসকলর হাতত অর্পণ করিবে।  
 শ্রীপুরুষ উভয় সন্নিহিত শক্তিবে অসঙ্গমনীক  
 অসঙ্গা গতি তুলিইলে স্বাক্ষরোতা ডাঙরীয়াই বি  
 জু সম্বন্ধে বোধিছে, সেয়ে সকলো অসঙ্গীয়ার লক্ষ্য  
 ঘোষা উচিত।

২। **চোবন সৃষ্টি**—শ্রীযুৎ বেথুনর বাজ-  
 খোরা ডাঙরীয়ার ঘাটাই বচিত, ৭২ পৃষ্ঠাত সম্পূর্ণ  
 এখনি সেয়েদীয়া নাট। আখ্যানটি সুন্দরইত সকলো  
 হেছে। এট নাটকখনি পড়েতে তেজুশিয়ের  
 "সুন্দর" (Comedy of Errors) ব ঘটনটৈ  
 মত পবে। গভাইত চেবে ঘোষা নিম্নলিখিত  
 বিদ্য পতা উত্তরব দবা ছোরাণীক পড়ত বুকি  
 বেশলপে সৈতে ইষর সিধর কনি নটৈ ঘোষা  
 নিলাই উত্তম খবর হিত সাধিলে আক তাকে  
 উদারপথী স্ত্রাধিকারে সম্বত বিলে। হিন্দুযুগে  
 বিহার-বর্জনে পুথ্য চললে সম্বাকর উপকার হব  
 বুলি উক্ত স্মারিকাবে বুজায় খুজছে; এট বিষয়ত  
 সহজের জ্ঞানাজ্ঞাত—হুথাপি হেয়েদীয়া নাটকখল  
 বাজখোরা ডাঙরীয়ার পুথিখনিয়ৈ আশায়র বয়সকত  
 সম্বাকর পাব বুলি আমি আশা করিছোঁ। দাম  
 ১ টকা সবই হেছে; এনেকুয়া কিতাপর দাম কম  
 হলেই প্রচার বেচি হয়।

৩। **আমাজুসি**—শ্রীমতী অন্নদা দেবী  
 বরকটকী-প্রীতি, ২৬ পৃষ্ঠাত সম্পূর্ণ নামক কিতাপ।  
 ইয়াত অসমীয়া হিন্দু তিহাবাসকলর বস্তুকাবার  
 উপযোগী কিছুমান সুন্দর নাম লুললিত জাত  
 লগাই গাব গবাকৈ প্রকাশ করিছে। তিহায়া  
 সকলে নাম গোষা নীতি আশার দেশত অনেক  
 দিনর পবা চলি আছিত; বিহা-নাম আক আই-নাম  
 পুথি আবে রুই তিনিখন মান ওয়াইছে; কিন্তু  
 পুথক পুথক পল্লব উপলক্ষ্যে পাব পবা উপযোগী  
 নাম এই পুথিত প্রথম প্রকাশ হেছে। তিহায়া  
 সকলে গোষা নামো সঙ্গীত এটি প্রধান অঙ্ক;  
 ইয়াব অভ্যর্থন করবটৈ বচয়িত্তেই সুন্দর চেষ্টা  
 করিছে; আক তাব বাবে তেহেত আখ্যাব ললাগর  
 পাঠী। নারীস্বাতি স্বভাৱতে বর্ধধাণা; পুস্তক

বেনটৈক বেহ দেবীৰ স্ত্রাধাদি পাঠ কবে, তেই  
 আঁসকলে গোঁসাই-গোঁসানীৰ উদ্দেশ্যে নাম যায়।  
 এই "আমাজুসি"ৰ দাম ১০/- আনা নিম্নায়া হেই  
 আক হিন্দু তিহাবাসকলর সম্বাকত "আমাজুসি"  
 উপযুক্ত সম্বাকর পাব বুলি আমি আশা করিছোঁ।

৪। **"চাপকাত-শ্ৰোত্রক"**—শ্রীযুৎ যোগেশ  
 শৰ্মাকটকীৰ ঘাট্য সম্পাদিত; ৪০ পৃষ্ঠাত সম্পূর্ণ  
 দাম ৫/- আনা মধোনে। ডাঙরীয়া ইতিহাস-পত্ৰি  
 বঙ্গনীতিজ পুস্তক চাপকাৰ প্রদৰ নিম্নপূর্ণ শ্ৰোত্র  
 খনি সঙ্কেত ভাষাত অতুলীয় বয়সকল। হা  
 কিতবত বাছকননীয়া: ১৬ টি শ্ৰোত্র বটকী ডাঙরী  
 যাই অসমীয়া কাঠনিবে সৈতে প্রকাশ করিছে  
 আক ঠায়ে ঠায়ে উপযোগী উদাহরণে সৈতে  
 নীতি-বচন বিশদটৈ বুলাই বিছে। ষট্টমী  
 উদাহৰ বাবে আমি তেহেতক বয়সৰ মিছা;  
 এট পুথিব পবা সঙ্কেত-শিক্ষাৰ্থী অসমীয়া ছাত্ৰ-  
 সকলর নিশ্চয় উপকার হব আক চাহনকলে  
 ইয়াব সম্বাকহাৰ বিবির বুলি আশা করিছোঁ।

৫। **মুখশিষ্টক**—শ্রীযুৎ অন্নদা আচাৰ্য  
 ব্যাধবনীপ, ব্যাধবশাস্ত্ৰী, সাহিত্য-কুৎসবর দ্বাৰা  
 সম্পাদিত; সংস্কৃত "মুখ-শিষ্টক"ৰ ২৫ টি শ্ৰোত্র  
 এল প্রকাশ কৰে লক্ষণ বৰ্ণনা আৰে; তাপে  
 আচাৰ্যদেবে অসমীয়া ভাঙনিব পৈতে প্রকাশ  
 করিছে আক শ্ৰোত্রখনি অসমীয়া পঢ়লে কষ্ট  
 উপবিও তলত পঠোত প্রকাশ কৰেই লক্ষণ বিশেষকৈ  
 বুলাই গিছে। "চাপকাৰ"ৰ নিচিনা নীতি-  
 পুথি এই "মুখশিষ্টক"ও সংস্কৃত-শিক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ-  
 সকলৰ উপকার সাধিব আক ইয়াব কথখনি  
 মনত রাখি চললে সকলসাধবেই এৎমত মন  
 এসমত উপকার পাব। পড় আক গড় ভাঙনি  
 উভয়েই সুন্দর হেছে আক তিনি অসীয়া দাম  
 এই বস্তুক পুথিখনিবে বাইজক সাহিত্য  
 বুলি আমি আশা করিছোঁ।

৬। **শ্ৰীশ্ৰী স্মৰ্শন**—উপজ্ঞাস, অসম কামৰূপৰ স্বামী-  
 নতা যুগৰ চিত্ৰ—শ্রীযুৎ হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা প্রীতি  
 আক শ্ৰীযুৎ অন্নবৰ বরকটকীৰ ঘাটাই প্রকাশিত;  
 ২৭৪ পৃষ্ঠাত সম্পূর্ণ; দাম ১৬/- সাত মতা। পড়া-  
 নীয়া নামাহবৰ কিতাপ লিখাৰ উপবিও সুশিক্ষক  
 বয় বকাই ইতিপূৰ্বকৈ সম্বাক-কথা, গুৰু-কথা আদি  
 গবর কিতাপ প্রকাশ কৰি অসমীয়া বাইজক সাহিত্য-  
 সেবায় নিৰ্মণ বেপুৰাইছে। বৰ্তমান আলোচ্য  
 চিত্ৰ-বৰ্ণন উপজ্ঞাসত দত্ত বৰুৱাৰ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ  
 পাৰিছে—এই উপজ্ঞাসখনি বাস্তবিক মনোহর হেছে  
 আক পুথি আসামক স্বামীনতা যুগৰ বজা, বিষয়া  
 আক প্রভাৰ শাসন-বিষয়ক আক সমাজিক চিত্ৰ-  
 ইয়াত সুটী উল্লেখ। ভাৰত-বিকোতা যোগেশ-  
 পুথিব আক টিবে প্রসিদ্ধ বাজপুত শৌৰ্যব বিষম  
 মিলন উপেক্ষা কৰি অসমীয়া বজা, বিষয়া আক  
 উল্লেখলে কিদৰে শত্ৰুসম্বন্ধ বাবে বাবে পৰাজ  
 কৰিলি আক নিহৰ যেশৰ আক জাতিব গৌবর  
 বকা কৰিব পাৰিছিল তাকে দেখুৱাই লিখকত উদ্দেশ্য  
 হৈছে আক উদ্দেশ্য সুসাদিত হেছে বুলি আমি  
 বত বকাৰ লগাও কৈছোঁ। উপজ্ঞাস হিচাপে  
 ছয়বটী মন্তী-সম্বাসী, আক কবিত, বৰতীয়া, আক  
 বহুকুল, উদয় কৌবৰ আক ভবানী, সুত্বৰী, ভীম-  
 সিংহ আক বাসন্তী, ৭৩৭ৰ সেনাপতি আক ভাৰমতী,  
 উভবে আক মালতী আদিৰ চৰিত্ৰ সুন্দরকৈ সন্ডো-  
 ৰাত লিখক কৃতকাৰ্য হেছে। উপজ্ঞাসৰ ছাঁ লৈ  
 লিখকে প্রাচীন অসমত উভিহাসক শৌৰ্যব প্রকাশ  
 কৰি নবীন অসমীয়া যুৱকসকলক পুৰুষকবসকলৰ  
 শৌৰ্য-নীতিৰ কাহিনী সোধ'বাই দিয়াটো বৰ্তমান  
 কালক শোণত সুখগা হবোহাৰ বেবে হেছে। উপজ্ঞা-  
 সৰ মাজত ছেগ বুলি পুস্তকবেশদাৰী ভাৰমতী বা  
 মাথৰ, গোপাল ভাৰতীৰ আক উপবোজক সংলাব  
 আৰ্য মন্তী সম্বাসী বা কবিতব, আক যোগেশ-

দেবনাৰীৰ ঘাট্য প্রদীড়িত দেশৰ চৰ্চনাত কষ্ট  
 পোৱা প্রাপকজনৰ মুখে দি নীতি আক পৰ্বৰ স্থান  
 কাশোপযোগী আলোচনাই উপজ্ঞাসখনিৰ পাঠীয়া  
 বচাইছে আক তেউতিও চৰাইছে। শত্ৰুসম্বন্ধ হলেও  
 যোগেশ বীৰ বাচাৰত ছাঁ আক বাজপুত বীৰ অধবাণী-  
 পতি বাসসিংহৰো সহস্ৰগুণ দেখুৱা হেছে।  
 "অটী চিত্ৰবৰ্ণনত সুত্বৰীৰ সৌভাগ্য ববিব  
 উদাহাণ, আক অন্নটী চিত্ৰবৰ্ণনত কোৰ'ব সুত্বৰীৰ  
 কিতবত শ্ৰীতিমাণৰ মন্ত্যাদনা আক মনোমোহিত  
 সৃষ্টিৰ আশঙ্কাৰ ঘাটাই—উপজ্ঞাসৰ "চিত্ৰ-বৰ্ণন"  
 নামৰ সার্থকতা প্রতিপাদিত হেছে। আশাৰ ভয়াব  
 এনেধৰণৰ উপজ্ঞাসৰ অভাৱ বহুদিনবে পবা সন্ড-  
 লোবে অকৃতব কৰিছে আক সেটোবেই তাইকৰ  
 পবা আশৰ পাব বুলি আমি আশা করিছোঁ।  
 কিতাপৰ বাজিক আৰণ মনমোহা হেছে  
 আক সেই বাবে এই পুথিখনি পুৰস্কাৰ আক  
 লাইবোৰী সম্পূর্ণ উপযোগী হেছে। এনে সুন্দর  
 কিতাপৰ অশেষ বৰ্ণতিজ "সুতত পোক" হোৱাৰ  
 দৰে হ'ল। কিছুমান কামকৰীয়া ভাব প্রকাশক  
 লক্ষ আক নামীয়া আসামত প্রসিদ্ধ প্রদৰ বাজা-  
 লগাৰ ঝাপখোৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা শোকাৰী হেছে;  
 কিন্তু কিছুমান লক্ষ বিদ্বত বিজ্ঞাস সমানে দুশ্ৰীত  
 হেছে; এই শেষৰ ঘোষাটী শ্ৰীযুৎ দত্ত বৰুৱাৰ নিচিনা  
 সুশিক্ষকৰ পবা সাহিত্যিক সমাজে আশা নকৰে।  
 দাম সাতমতা সবট হ'ল—এটকামান হোৱা হলে  
 উপহাৰ বিবৰ নিমিত্তে এই কিতাপ সৰ্গসাধাৰণ  
 সহক-লাভ হ'লহেইনে।

৭। **শ্ৰীশ্ৰী স্মান্ত্যপাত্ৰদপীতা**—অসমীয়া ভাঙনি  
 আক টীকা সহিত শ্ৰীযুৎ হৰিনাৰায়ণ দত্ত ৱাভুব  
 ঘাটাই সম্পাদিত আক যোৰহাটৰ বরকটকী  
 কাশ্মানীৰ ঘাটাই প্রকাশিত—দাম ১০/- পাঁচ মতা।

২২ + ৩৫০ = ৩৭২ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। গোবিন্দিক  
 ভাবত স্তবত সমগ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণকব মুখ্য পত্রা পলোমা  
 আৰু পাণ্ডৱ গাঁৱ মনৱক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা  
 গীতা শাস্ত্ৰ হিন্দুসকলৰ পৰম আৰম্ভৰ বহু-গ্ৰন্থ  
 আৰু ই শাস্ত্ৰত সাহিত্যৰ অমূল্য বস্তুৰূপ। এই  
 গীতা শাস্ত্ৰক অসমীয়া সাজেৰে সকাই অসমীয়াৰ  
 মাজত বহুত পঢ়াৰ পৰিৱেশ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্ৰ ঠাকুৰদেৱে  
 যত্ন কৰা বাবে আমি কেমেখৰৰ পলাপ লৈছে।  
 অসমীয়া সাহিত্যৰ যত্ন স্বৰূপ "নাম-বোমা"  
 সচিত্ৰ মাছৰণ এটি ইতিমুপৰ্যন্ত প্ৰকাশ কৰি  
 শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্ৰ ঠাকুৰ অসমীয়া বাইজৰ পছাৰ পায়।

বৈষ্ণৱ আৰু এই উচ্চ প্ৰকৃতিৰ বাৰাই হেৰে  
 অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্রীকৃষ্ণ নাম নকিছে। মূল  
 সন্তত প্ৰোকাৰ্থিন শব্দকৈ ছপোৱা হৈছে, আৰু  
 সন্তত বাখ্যাত প্ৰবোধা হৈছে; কিন্তু হিন্দুসকল  
 বেগমৰ স্তব্ধৰ আৰু বিশদ ভাষ্কৰিৰ বাবে সঙ্গত  
 অসমীয়া বাইজৰ পলাপৰ "পাত" হৈছে। মুঠ  
 কৰলৈ গলে "শ্রীশ্রীমহাভাৰত" আৰু "শ্রীশ্রীমহাভা-  
 দীতা" মন্ত্ৰ ঠাকুৰ চাটী সুগমীয়া প্ৰ-কৃষ্ণি আৰু  
 অসমীয়া বাইজৰ আৰম্ভৰ বস্তু। বাম অলপ বেচি  
 হ'ল—১, ২, ৩, ৪। সৰ্বসাধাৰণৰ পক্ষে উপযোগী হ'লি  
 আমি ভাবে।

**সম্পাদকৰ কথা।**

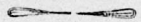
গণশীলুৰ অল্পগ্ৰন্থৰ অংশে সম্পাদনা কৰি  
 সাহিত্য-সম পত্ৰিকাৰ কৰ্মসি পঞ্চম বছৰ পূৰ্ণ  
 হৈছে, আৰু এই প্ৰযোগতে যতে পত্ৰিকাটী  
 বাৰ্ষিক-সভাৰ মুগ্ধত অকালে সভাৰ নাম উল্ল  
 আৰু স্থায়ী কৰিবলৈ সৰ্ব্ব চৰ, তাৰ নিমিত্তে  
 আমি গৰ্ভাণিতা পৰমেশ্বৰৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰি  
 আসামৰ আত্মপূৰ্ণ শতকোটি সেৱা জনাইছোঁ।  
 এই যোগতে আসামৰ সৎশয় গ্ৰাহকসকলক আমি  
 মন্ত্ৰণ কৰাইছোঁ; আৰু পত্ৰিকাৰ সম্পাদকী  
 সমিতিৰ সভাসকলৰ পলাপ লৈছোঁ।

"আসাম সাহিত্য সভা"ৰ প্ৰতি অসমীয়া  
 বাইজৰ যোগাচিত্ত আমৰ প্ৰকাশ পোৱা নাই  
 বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। গতক  
 দেশহিতৈষী শিক্ষিত অসমীয়াই এই সভাৰ প্ৰতি  
 মনসৰ চকুৰে চাব লাগে আৰু ইয়াৰ সভা-তালি-  
 পাত নিজৰ নাম তুলু কৰাটো গোৱৰৰ কথা

বুলি ভাবিব লাগে। গতক সভাটী সৰা  
 প্ৰমাণ পঢ়াইলৈ আৰু সভাৰ মুগ-গয় এই পত্ৰি-  
 কাৰ বহুত পঢ়িব কৰাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে।  
 "প্ৰমাণ পত্ৰীয়া" অসমীয়া ভাষাৰ নূন বক্য কৰি  
 যিসকল ভাষা-স্তৰিগালে আমাৰ মন্ত্ৰ ভাষা  
 সন্ত্ৰমাণ অৱস্থাত পেলাইছে, সেৱতসকলৰ আৰ্হ  
 লৈ অসম আইৰ শিক্ষিত আৰু ক্ৰীয়া স্ত্ৰমাণকাল  
 ভাষা আৰু সাহিত্যৰ শ্রীকৃষ্ণ-নামন কৰিবলৈ  
 বহুই হোৱা উচিত; আমি সেই উদ্দেশ্যে ইয়াৰ  
 আগৰ কেত সংখ্যা পত্ৰিকাৰ প্ৰাৰম্ভৰ নাটনিৰ  
 কথা উল্লেখ কৰি সাহিত্যিকসকলৰ সৰাৰ ভিলা  
 কৰি আহিছোঁ; কিন্তু সেই প্ৰাৰ্থনাৰ আশা-  
 মুকলি স্ত্ৰী আৰ্হণ নকৰা যেন দেখি কাকে  
 দেখোৱাৰ লগীয়াত পৰিছোঁ।  
 হিন্দীভাষা পত্ৰিকাৰ বৰকনিৰ যেন গ্ৰাহকসকল  
 ভিতৰত সৰহ আগৰ পৰা কেইবা বছৰো পোৱা  
 নাই; তাৰ-দেয় ডাকত পঠিলেও পঢ়িহা

ইলট আৰে আৰু তাৰ বাবে ডাক বৰচাৰিনি  
 সৰ্ব প্ৰকাৰৰ সৰাৰ পাবলৈ সম্পাদকীৰ সমিতিয়ে  
 সৰাৰ পোকচান চহ। সেই বাবে নিজৰ নিজৰ  
 ভিতৰলীয়া মনখিনি যোনকালে পঠাই দি পত্ৰিকাৰ  
 অৰ্থপ্ৰাৰ্থনাবে সৰাৰ কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকলক অৱবোধ  
 কৰা হ'ল।  
 পত্ৰিকাৰ পাঁচ বছৰীয়া শৈশৱ অৱস্থাৰ অন্তত ইয়াৰ  
 আন্তৰ্গ প্ৰকৃতিৰ পৰিবৰ্তন কৰিব পৰাকৈ বাইজৰ পৰা

সৰ্ব প্ৰকাৰৰ সৰাৰ পাবলৈ সম্পাদকীৰ সমিতিয়ে  
 আশা কৰিছে। শেহত ওপৰত উল্লিখিত  
 অৱবিধাৰ বাবে আমি সময়তে পত্ৰিকা নিৰ্মা-  
 য়াকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা বাবে আমাৰ ক্ৰী-  
 দীকাৰ কৰিছোঁ—আৰু সেইবাবে বাইজৰ মাৰ্জনা  
 বিচাৰিছোঁ।



**ভুল-শুধৰণি।**

যোৱা ৩৪-৪৭ সংখ্যা পত্ৰিকাত প্ৰকাশ হোৱা "আৰ্হাসকলৰ বংশ-নিৰ্ণয়" প্ৰবন্ধৰ  
 ভিতৰত ৫২ পৃষ্ঠাত দুটা কথা ভুল হ'ল; তাক তলত শুধৰাই দিয়া হৈছে:—

- (১) সূৰ্য্যৰ পুত্ৰ বিবৰ্হানু নহয়; সূৰ্য্যৰ অঞ্জ নাম বিবৰ্হানু। এই বিবৰ্হানৰ পুত্ৰ  
 মনু, বৈবস্বত মনু বোলে।
- (২) সভ্যভ্ৰতৰ পুত্ৰ ত্ৰিশঙ্কু নহয়; কিন্তু সভ্যভ্ৰতৰ সন্তাৱৰ দোষত বশিষ্ঠৰ  
 বিশঙ্কু নাম হ'ল। এই বিষয়ে যি উপাখ্যান আছে তাক পিছত প্ৰকাশ কৰিবলৈ  
 মন আছে।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত তট্টাচাৰ্য্য,  
 গোৱহাট।

# পঞ্চম বর্ষৰ বিষয়-সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অসমীয়া ভাষা	শ্ৰীযুত আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা	৩৪, ৮৪
অসমীয়া ভাষাত শ্বেচ্ছাচাৰিতা	.. লক্ষ্মীদেব শৰ্মা, এম. এ. বি. এল	১৩৪
অসমীয়াৰ মহিলা কবি	.. আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা	১৪০
আখ্যায়িকাব পংখ-নিৰ্ণয়	.. কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য	৪৯, ১০০
আহাৰ (মাত্ৰ) (পত্ৰ)	.. যশোদেব নাথ বৰা	১৬০
কলহচৰ প্ৰথম যাত্ৰা	.. উপেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা	১২৮
কাহিনী অঙ্ক	.. পত্নীৰাম দত্ত	৩২
কাহিনী অঙ্ক অঙ্গুসন্ধান	.. ..	৫৬
কাহিনীৰ আবহুণ	.. হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা	১১৬
কৃষ্ণভক্তিযুদ্ধ পীঠ-খোদা	.. চলিৰাম হাজৰিকা	১১৯
খোদা আৰু পবন	.. কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য	১২১
চকীগালৰ বৃহজ্জি	.. হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা	১৪
চিত্ৰ কিতৰ (পত্ৰ)	.. লক্ষ্মীনাথ জুকন	২০
ছাত্ৰী বনাম অজিতাৰক	মৌঃ চান্দ মহেশ্বৰ চৌধুৰী	৮৬
ইতিহাস	শ্ৰীযুত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ দাস	১৪৫
ঈশ্বৰ নাৰায়ণ আৰু মৃগশাল	.. হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা	২৭
" " সম্পৰ্কে এখনি চিঠি	.. হৰিনাথ পাঠকচৌধুৰী	৬০
"দেৱাৰ পলাশ"ৰ সমিধান (পত্ৰ)	মৌঃ মন্মজ্জিদ্দিন আফ্ৰদ হাজৰিকা	৩০
দৌৰাৰলী	শ্ৰীযুত মহেশচন্দ্ৰ শৰ্মাকটকী	১২৪
নিমাতী অসম (পত্ৰ)	.. "কামৰূপী"	১৪০
পত্নীৰীণা গোন্ধাৰীৰ তামৰ ফলি	.. কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য	৪৪
পাৰিজাত	.. উমাকান্ত মিশ্ৰ	১১০
পুৰাণ গীত	.. শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ দাস	১৪৮
.. ওপৰৰিক সংগ্ৰহ	.. ..	১৫০
বোহা-কটা	.. ডি. মেধি	১০
কঙ্ক সাধক তুলসীদাসৰ চমু জীৱনী	.. মহেশচন্দ্ৰ শৰ্মাকটকী	৩৯
ভাৰত কথ্য	.. শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ দাস	৬০
তুল-অবধি	.. কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য	১৬৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মহাপুরুষ জীমান্দেরেশ্বৰ বৰ্ম্মনত	,, ডিব্ৰুগড়ৰ নেওগ বি.এছ.টি. বি. এল	১
মান-ভগ্নীয়া অসমীয়াৰ কথা	শ্ৰীযুত বৃন্দাবন শৰ্মা	১৬১
মালতী-মানব নাটকৰ টোকা	,, উমাকান্ত শিৰ	২৪
শাইব্ৰেণী গণিচালন	,, পণেশ্বৰ নাথ বৰা	১০৫
শ. আক. গ. অসমীয়া উচ্চাৰণ	মৌ: মঞ্জিৱৰ বৰমান	২৫
শিশু আৰু বসন্ত (পেছ)	শ্ৰীযুত মিহেশ্বৰ মহন্ত	১২
শ্ৰীশ্ৰীমদেহ-চিত্ৰপটৰ আৱৰণ-উদ্বোধন :-	....	২১-২৪
(ক) প্ৰধান সম্পাদকৰ নিবেদন	শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ শৰ্মা	২১
(খ) সভাপতিৰ বক্তৃতা	শ্ৰীশ্ৰীযুক্ত গুড়মুখী গোখামী	২২
(গ) সভাপতিৰ পৰাই	শ্ৰীযুত চন্দ্ৰদেৱ বৰুৱা	২৪
সঙ্ঘমালা (পাতনি)	,, হৰিনাৰায়ণ বসন্তকৰ	১০৭
" (পুথি)	৩য়িছ বৈকুণ্ঠনাথ	১০৪
সঙ্ঘহলী পুথি	শ্ৰীযুত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বাস	৫৬
সভাপতিৰ অভিভাষণ	,, শৰৎ চন্দ্ৰ গোখামী বি. এ. বি. টি.	৭২
সমালোচনা	,, সম্পাদক	৪৬, ২৮, ১০৫
সম্পাদকৰ কথা	,,	৪৮, ২৫, ১০৮
সম্পাদকলৈ চিঠি	মৌ: মঞ্জিৱৰ বৰমান	১১২
সাধনা (পেছ)	মৌ: চান্দ মহন্ত চৌধুৰী	১৪৬

## প্ৰকাশকৰ জাননী।

যোৱা ২৭।১।৩২ তাৰিখে বহু কাৰ্য্যনিৰ্মাহক সমিতিৰ বৈঠকত বৰ্তমান আগলৈ সাহিত্য সভাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বিশদৰূপে আলোচনা কৰা হৈছিল। যোৱা বছৰেকীয়া সম্মিলনৰ দিনলৈকে গৱৰ্ণমেণ্টৰ সাহায্য ৩০০০ টকা পাবলৈ আশা কৰা হৈছিল। কিন্তু গৱৰ্ণমেণ্টে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা যেনো বুলি উক্ত সাহায্য মান দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত উক্ত সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত কৰে যে গৰুমা বছৰৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশৰ অন্তত পত্ৰিকা প্ৰকাশ স্থগিত থাকিব লাগে। উক্ত সিদ্ধান্তমতে আমি আমাৰ গ্ৰাহক গঠক আৰু সকলো ঠিঠকীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি সভাৰ আৰ্থিক অৱস্থা পুন: উনকিয়াল নহয় মানে বিধাৰ লাবলৈ বাধ্য হলে। কাৰ্য্য-নিৰ্মাহক সমিতিৰ প্ৰস্তাৱ আৰু মীমাংসাৰ নকল তলত দিয়া হল :-

১ম প্ৰস্তাৱ :- "সাহিত্য-সভা-পত্ৰিকা"ৰ প্ৰকাশ স্থগিত কৰিবৰ নিমিত্তে শ্ৰীযুত দেবেশ্বৰ শৰ্ম্মা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ১৭।১।৩২ তাৰিখে যোৱা প্ৰস্তাৱ পাঠ আৰু আলোচনা কৰাৰ অন্তত বহুগম্ভীৰমতে পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশ বৰ্তমানলৈ স্থগিত কৰা হয় আৰু তলত লিখা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় :-

'সভাৰ টকাৰ অনাটন হোৱাৰ বাবে, বিশেষকৈ গৱৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাব লগীয়া আৰ্থিক সাহায্য ৩০০০ টকাৰ টকা নোপোৱা বাবে পত্ৰিকা-প্ৰকাশ অসম্ভৱ হৈছে; সেয়ে গুণে সভাৰ অৱস্থা উনকিয়াল নোহোৱালৈকে পৰবৰ্ত্তী সাহিত্য সম্মিলনৰ অধুমোদনসাপেক্ষে পত্ৰিকা-প্ৰকাশ বৰ্তমানলৈ স্থগিত ৰখা হওক।'

শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ শৰ্ম্মাটিক উক্ত প্ৰস্তাৱ এই সমিতিত মীমাংসা হোৱাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি জনায় আৰু পত্ৰিকা স্থগিত কৰিবলৈ সম্মিলনৰ হে আমি-কাৰ বুলি মূল প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতিবাদ কৰে।'

শ্ৰীদেৱেশ্বৰ চলিহা,  
প্ৰধান সম্পাদক আৰু প্ৰকাশক।